গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী।

উলা-নিবাসী

৺দুর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

বিরচিত।

কলিকাতা।

নূতন সংস্কৃত যন্ত্র।

১২৮৪।

Publised by, Harimohan Mookerjea.
14 Goabagan Street, Calcutta.
Printed by Gopal Chandra Dey,
At the New Sanskrit Press.

বিজ্ঞাপন।

প্রায় শতাধিক বর্ষ হইল, গঙ্গাভক্তি-তরঙ্গিণী প্রচারিত হইয়াছে। নদীয়া জেলার অন্তর্গত উলাগ্রামবাসী ৺ দুর্গা-প্রসাদ মুখোপাধ্যায় ইহার প্রণেতা। গ্রন্থকার কবিবর ভারতচন্দ্র রায়ের ন্যায় সুপণ্ডিত ও সুকবি ছিলেন না; সুতরাং তদীয় গ্রন্থে ইদানীন্তন কালের রুচিকর গুণের সমাবেশ একান্ত অসম্ভাবিত। কিন্তু দুর্গাপ্রসাদ একজন প্রধান ভক্তিশীল ব্যক্তি ছিলেন। তিনি স্বরচিত গ্রন্থের স্থানে স্থানে এত ভক্তিরস বর্ষণ করিয়াছেন, যে তাহাতে সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রেই আর্দ্র না হইয়া থাকিতে পারেন না। দিন দিন কত গ্রন্থ জন্মিতেছে, কালস্রোতে কোথায় বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে, কিন্তু মুখোপাধ্যায়ের সেই ভক্তিরসামৃত অদ্যাপি গঙ্গাভক্তি-তরঙ্গিণীকে সজীব করিয়া রাখিয়াছে, এবং সেই বলেই বর্ত্তমান সাহিত্যসংসারে ও প্রাচীন সম্প্রদায়ের উহার প্রতি বিলক্ষণ শ্রদ্ধা ও সমাদর আছে, দেখিতে পাওয়া যায়। বিশেষতঃ কবি আদিরস বর্ণনায় এত সাবধান ছিলেন, যে এই গ্রন্থ পিতাপুত্রে এবং শিক্ষকছাত্রে একত্র বসিয়া অসঙ্কুচিতচিত্তে পাঠ করিতে পারা যায়।

কিন্তু এরূপ ভক্তিরসাত্মক কাব্যখানি অদ্যাপি যেরূপ বিকৃত ও দুরবস্থাগ্রস্ত হইয়া জনসমাজে বিচরণ করিতেছে, তাহা দেখিলে ঘৃণা ও কষ্ট উপস্থিত হয়। লিপিকর-প্রমাদে স্থানে স্থানে পাঠের এত পরিবর্ত্ত হইয়াছে, যে সহজে অর্থগ্রহ হয় না। এই সমস্ত দেখিয়া কলিকাতানিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু পুলিনবিহারী ভাদুড়ী মহাশয় গঙ্গাভক্তি-তরঙ্গিণীর দুর্দ্দশামোচনে সংকল্প করেন। তিনি উলা হইতে একখানি প্রাচীন পুস্তক আনাইয়া শ্রীযুক্ত লোহারাম শিরোরত্ন মহাশয়ের প্রতি গঙ্গাভক্তি-তরঙ্গিণীর সংস্কারভার সমর্পণ করেন। শিরোরত্ন মহাশয় সংস্করণের যেরূপ উপকরণ পাইয়াছিলেন, তাহাতে যতদূর হইতে পারে, যত্নপূর্ব্বক সংশোধন করিয়াছেন এবং বোধসৌকর্য্যের নিমিত্ত স্থানে স্থানে দুই একটি টীকাও লিখিয়া দিয়াছেন। সম্প্রতি গঙ্গাভক্তি-তরঙ্গিণী যে আকারে ও যে পরিচ্ছদে জনসমাজে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, শিরোরত্ন মহাশয়ের যত্ন, সময়ব্যয় ও অর্থব্যয়ই তাহার মূল। ইতি

কলিকাতা
১২৮৪। ১৬ই চৈত্র

প্রচারক
শ্রীহরিমোহন মুখোপাধ্যায়।

শুদ্ধিপত্র।

১৩ পৃষ্ঠায় ২য় টীকা এইরূপ হইবে। নবদ্বীপ পৃথিবীস্থ কৈলাস বলিয়া উহার নাম ভূ-কৈলাস ও তত্রত্য গঙ্গা পতিতপাবনী। অথবা কলিকাতার সন্নিহিত ভূকৈলাসের পতিতপাবনী ভগবতী।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৬৩	১৩	ভূদর	ভূধর
১৮০	১৫	কন্যাকত্র-ব্রীহ্মাণীর	কন্যাকর্ত্রী ব্রহ্মাণীর
১৮১	১২	শির ...	... শিব
১৮৬	৯	বোল ...	... বলো
১৯৬	৫	স্মুর্য্য ...	... সূর্য্য
১৯৯	১২	নবের ..	... বনের
ঐ	১৫	পক্ষ ..	... পক্ষী
২০০	১	ঝটিত ...	... ঝটিতি
২০১	৪	শার্দ্দূল ...	... শার্দ্দূল
২১০	১৪	ভস্ম ...	... ভস্ম
২১২	১৩	লেল ...	... লোল
২১৩	৪	তমন ...	... তেমন
২২২	১২	ভক্তিমুক্তি	... মুক্তি ভক্তি
ঐ	১৩	ত্রিপুরারী	... ত্রিপুরারি
২২৪	১২	পাতিত ...	... পতিত

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ		শুদ্ধ
২২৯	৬	কমণ্ডলে	...	কমুণ্ডলে
২৩৪	১৩	ভজপতি	...	গজপতি
২৩১	৮	প্রদায়িণী	...	প্রদায়িনী
২৫৬	৫	অন্নপুর্ণা	...	অন্নপূর্ণা
২৫৮	৯	নয়ে	...	নয়
২৬০	১০	হীক	...	হীন
২৬৭	৬	কমণ্ডলু	...	কমুণ্ডলু
২৭৮	১৪	মুক্ত	..	যুক্ত
২৮৯	১২	রথে	...	বাক্যে
৩০৩	১২	তোর	..	তোমার
৩০৪	৯	দেহে	..	দেখ
৩১৩	১	ভগ্ন	...	ভগ্নে
৩১৮	৬	বল	..	কর
৩১৯	১১	দুর্ব্বসা	..	দুর্ব্বাসা
ঐ	১২	দধিচি	...	দধীচি
ঐ	১৭	অগস্ত	...	অগস্ত্য
ঐ	ঐ	মরিচি	...	মরীচি
ঐ	১৮	লোমসাদি	...	লোমশাদি
৩২৮	৯	সদুঃখিত	...	সুদুঃখিত
ঐ	১০	ইঙ্গীত	...	ইঙ্গিত
৩৩৬	৯	বামনের	...	বামনেরে
ঐ	ঐ	কলসোর্দ্ধচন্দ্র		কলসার্দ্ধচন্দ্র
ঐ	১০	চাঁপা	...	চাপ
৩৫২	৬	অজ	...	জয়

গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী।

শ্রীগুরুদেববন্দনা।

মুলতান রাগ।

ধুয়া। নমো নমো গুরুদেব কে চিনে তোমারে,
নিবার আমার মন এ পাপ সংসারে।

গুরুদেব দয়া কর দীন হীন জনে,
মম মতি ভকতি প্রণতি ও চরণে।
গুরু! তুমি জগন্নাথ জগতের গুরু,
তব দয়া তুল্য নহে কোটি কল্পতরু;
সরোবর-শরীরে সরোজ শিশুজ্ঞান
ফুটে যদি, তোমার চরণ করে ধ্যান।
এ বড় আশ্চর্য্য! পাদপদ্মে পদ্ম ফুটে,
ভাবিলে ভাবক জনা কত ভাব লুটে।

কত গুণ চরণেতে, কহনে না যায়!
পাপ-পঙ্ক পাদোদক-পরশে শুকায়!
সেই বাক্‌সিদ্ধ বীর ধীর ধন্য শুচি,
উচ্ছিষ্ট খাইতে প্রভু থাকে যার রুচি!
গুণের অতীত গুণ, বর্ণিতে কে পারে?
বুদ্ধিসাধ্য নহে, সে বর্ণনে বর্ণ হারে।
ঠেকিয়াছি ঘোর দায়, করি নিবেদন,
হইয়াছে এ শরীরে অপূর্ব্ব গ্রহণ—
জ্ঞানচন্দ্র অজ্ঞান রাহুতে গিলিয়াছে,
স্থিতি নয় নয়দণ্ড, সদাকাল আছে।
একা নহে, রাহুসঙ্গে সেনা ছয় জনা,(১)
ছাড়ে পাছে, দণ্ডে দণ্ডে দেয় কুমন্ত্রণা।
মন যে আমার, সে মনের মত নয়,
রাহু-অনুগত,(২) সে রাহুর মত কয়।
কুপথে কুকর্ম্মে মন করিছে বিহার,
আমি বলি ভাল ভাব, মন ভাবে আর।

---

(১) ছয় জন সেনা, অর্থাৎ কামক্রোধাদি ছয় রিপু।

(২) রাহুর অনুগত, অজ্ঞানের আশ্রিত।

যুক্তি করি মুক্তিপথ(৩) করিছে বারণ ;
ভাবিতে না পারি প্রভু তোমার চরণ।
দয়া কর দয়াময় শ্রীনাথ আমারে,
মুক্ত কর এই দায় এ পাপ সংসারে,
দাসের দুর্গতি হর, দূর কর খেদ,
ইঙ্গিত-অসিতে প্রভু কর রাহুচ্ছেদ।
রাহু গেলে জ্ঞানোদয় হইবে যখন,
অনায়াসে পলাইবে রিপু ছয় জন।
জন্ম জন্ম তোমার দাসের আমি দাস,
এই ভিক্ষা চাই, পূর্ণ কর অভিলাষ।
দ্বিজ দুর্গাপ্রসাদ বলিছে পদতলে,
মন যেন রহে গুরু-চরণ-কমলে।

গণেশবন্দনা।

রাগ ইমন্। তাল তেওট।

ধুয়া। প্রভু দয়াকর গণপতি অকিঞ্চন আমি অতি,
হের হে হেরম্ব আর তোমা বই নাই গতি।

---

(৩) মুক্তিপথ, গ্রাসবিমুক্তি, পক্ষে, মোক্ষের উপায়।

নমো ব্রহ্ম গণেশায়, প্রণাম তোমার পায়,
বেদে বলে তুমি বিধি হরি।
ত্রিগুণা-তনয়-জ্যেষ্ঠ, তুমি সকলের শ্রেষ্ঠ,
নাম নিলে ভবসিন্ধু তরি।
যাত্রাকালে নিলে নাম, সিদ্ধি কর সর্ব্বকাম,
সর্ব্ব অগ্রে তোমার পূজন।
সুখ মোক্ষ জ্ঞানোদয়, তোমারে ভজিলে হয়,
সার বুঝে যে জন, সুজন।
বিষয়মদেতে মত্ত, জানিব কি তব তত্ত্ব,
মন মত্ত কুঞ্জর আমার,
ক্ষেমাঙ্কুশ (১) ক্ষেপ করি, ফিরাও মানস করী,
দাসে দয়া কর এইবার।
বাসনা আমার মনে, নিবেদন ও চরণে,
গঙ্গাগুণ কীর্ত্তন করিব।
কবি নহি কি করিব, কি বলিতে কি বলিব,
ভাবি মনে কি রূপে রচিব।
গদ্য-পদ্য-বাণী-গান, কৃপা করি কর দান,

---

(১) ক্ষেমাঙ্কুশ, মঙ্গলরূপ অঙ্কুশ, সৎপ্রবৃত্তি।

তব দয়া নহিলে কি পারি!

দয়া কর গুণধাম, পূর্ণ কর মনস্কাম,

দীননাথ দীনহিতকারী।

গুণাতীত গুণ তব, বিশেষ জানেন ভব,

আমি কি কহিতে গুণ পারি?

ব্রহ্মা যদি গুণ কয়, তথাপি না সংখ্যা হয়,

অচৈতন্য-চিত্ত-চেতকারী।

ছাড়ি তব ও চরণ, মিছা তীর্থ পর্য্যটন,

ও চরণ ছাড়া তীর্থ নয়।

ঘুচাও সংসার মায়া, দেহ পাদপদ্ম-ছায়া,

শ্রীদুর্গাপ্রসাদ দ্বিজ কয়।

গঙ্গার বন্দনা।

রাগিণী মূলতান। তাল আড়া।

ধূয়া। তারো গঙ্গে এ ভব তরঙ্গে কৃপা করি

এ পাপাঙ্গে।

মেনকানন্দিনি, মহেশমোহিনি,

মাতা সুরধুনি সতি,
মঙ্গলকারিণি, মুক্তিবিধারিনি,
মা পদে তব প্রণতি।
কি বলিব রূপ, কোটি সুধাকূপ,
লাবণ্যসমান নহে।
কিরীট উজ্জ্বল, করে ঝলমল,
কিরণে তিমির দহে।
কি শোভা ত্রিবেণী,(১) কাল ভুজঙ্গিনী
শাবক সঙ্গে কি দোলে ?
কেশ কাদম্বিনী, জিনি সৌদামিনী,
সিঁতি মতি তার কোলে।
ললাট-দর্পণে, সিন্দূর চন্দনে,
মেনকা দিয়াছে বিন্দু।
উজ্জ্বলের শেষ, দীপ্ত করে দেশ
লজ্জিত তপন ইন্দু—
দিবাকর করে, দিবা আলো করে,
নিশি আলো করে শশী ;

(১) অলকাযুক্ত ত্রিবেণী শাবকসহ কাল-ভুজঙ্গীর ন্যায়।

বিদ্যুৎ তুল্য নয়, সদা দীপ্তিময়,
নাশে মনোগত মসি।
বিধি বিচক্ষণ, দেখিয়া তখন
বারিলা পরিধি-ছলে।
দুই মহাশয়, অদ্যাপি উদয়,
হয় আকাশ মণ্ডলে। (১)
ও ভুরু তুলিতে, বিধাতা লিখিতে
পারে মনে নাহি হয়।
নাসিকার তুল, নহে তিলফুল,
বচন পীযূষময়।
নিন্দি ইন্দীবর, নয়ন সুন্দর,
আর করি অনুমান,
ও কি চকোরিণী, সুধাপিপাসিনী,
পান করে কি বয়ান ?
গৃধিনীগঞ্জিত, শ্রুতি বিলম্বিত,

(১) চন্দ্র সূর্য্য রাত্রি ও দিবাভাগে আলোক বিতরণ করেন, কিন্তু গঙ্গাদেবীর সিন্দুরবিন্দু সর্ব্বদা দীপ্তি করত দেখিয়া বিধাতা, পরিধি অর্থাৎ মণ্ডলাকার চিহ্নদ্বারা ঐ দুই পদার্থের উদয় বারণ করিয়াছেন। তথাপি ঐ দুই মহাশয় এখনও উদিত হন।

অধর প্রবাল জিনি।
হীরক উজ্জ্বল, জিনি দন্তকল,
হাসিলে ফুটে নলিনী।
ত্রিদেবজননী, তুমি সুরধুনী,
বিধাতা জানিয়া সার;
পূজিলা আপনি, দিয়া নানা মণি,
গলে দোলে চমৎকার।
হস্তে আভরণ, রতন কঙ্কণ,
কি বলিব তার সীমা,
বেদে চিরজীব, বলে সদাশিব,
তব (১) তাড়ঙ্কমহিমা।
জিনি পদ্ম করে, পদ্ম শোভা করে,
সুধাকুম্ভ বাম করে,
যে ভজে তোমারে, রক্ষা কর তারে
দক্ষিণ (২) অভয় বরে।

---

(১) তাড়ঙ্ক, তাড় নামে প্রসিদ্ধ করাভরণবিশেষ। গঙ্গা-দেবীর অবৈধব্যসূচক তাড়ঙ্কের মাহাত্ম্যেই শিবের চিরজীবিত্বরূপ বেদবাক্য রক্ষা পাইয়াছে।

(২) দক্ষিণ করের অভয় বর দ্বারা।

ফুল্ল নিরমল, শ্বেত শতদল,
যেন নিশিতে মুদ্রিত,
হেন লয় মন, তেমতি ও স্তন,
পয়োভরে কি শোভিত !
তুমি যেই জল, তেমতি নির্ম্মল-
বরণ, নাভি গভীর,
মন্দ মন্দ বায়, লহরী খেলায়,
ত্রিবলী ছলে কি নীর ?
মধ্যদেশ হেরি, লজ্জায় কেশরী,
প্রবেশ করিল বনে ;
নানা মণিজাল, বেষ্টিত কঙ্কাল,
বিচিত্র বাস পরণে।
যিনি রম্ভাতরু, শোভে দুই উরু,
শিবমোহিনী রূপসী।
পিতামহ যিনি, তাহার জননী,
অথচ বালা ষোড়শী।
ত্রিতাপহারিণী, শিবসোহাগিনী,
চিহ্নিত চরণ তাঁর ;

কভু পড়ি পায়, এবে সে জটায়,
ধরিলা জানিয়া সার।
নিলে নাম সার, সংসার-নিস্তার
পায়, বেদে এই বলে ঃ
অপমৃত্যু জয়, নারায়ণ হয়,
অস্থি পড়ে যদি জলে।
শ্রাদ্ধ একবার, হয় তীরে যার,
শত গয়ালাভ তার।
কাশী বৃন্দাবন, তীর্থ দরশন,
সকলি নামে তোমার।
হয়ে অধিষ্ঠান, শুন গুণ গান,
কৃপা কর দীন দাসে।
দুর্গাপ্রসাদের, বাসনা মনের,
পূর্ণ কর অনায়াসে।

দেশমালা বন্দনা।

বন্দিলাম প্রথমতঃ ভাস্কর চরণে,
রোগ শোক বিঘ্ন নাশ যাহার ভজনে।

বিধি বিষ্ণু মহেশের চরণে প্রণাম,
দয়াময় তিন জন সার মাত্র নাম।
সরস্বতী বন্দিলাম, মহিমা অপার,
বোবা কথা কহে, দয়া হইলে যাঁহার।
প্রণিপাত কমলার চরণকমলে,
যাঁর কৃপা বিনা লোক কটু কথা বলে।
দশ মহাবিদ্যা দশ রূপে অবতার,
সে পারে কহিতে গুণ, পঞ্চমুখ যাঁর।
মৎস্য আদি তিন রাম নৃসিংহ বামন
ক্রমে ক্রমে বন্দিলাম প্রভু দশ জন।
বরুণ পবন বন্দ, বন্দ দেবরাজ।
বসু যক্ষ নাগ বন্দ কিন্নর-সমাজ।
গন্ধর্ব্ব কুবের বন্দ, বন্দ হুতাশন।
বন্দিলাম দিক্‌পাল যত ঋষিগণ।
নবগ্রহ-অনুগ্রহ বিনা দুঃখ পায়,
ভগবান্ শিলা জন্মে, শনি কাটে তায়।
গ্রহপীড়াজন্য দেখ রাম বনবাসী,
গণেশের মুণ্ড নাই, মহেশ সন্ন্যাসী ;

বন্দিলাম সমাদরে এই নয় জন।
তার পরে বন্দিলাম মনসা-চরণ।
শীতলাচরণ বন্দি ষষ্ঠী পঞ্চানন।
বন্দিলাম যমরাজ মহিষ-বাহন।
অন্নপূর্ণা আশুতোষ আনন্দকাননে,
দয়াময়ী দয়াময় প্রণাম চরণে।
বিন্ধ্যাচল-নিবাসিনী অষ্টভুজা যিনি,
প্রণাম তাঁহারে যিনি যশোদানন্দিনী।
বন্দিলাম প্রয়াগ হিঙ্গুলা হরিদ্বার,
এই তিন তীর্থ সার অতি চমৎকার।
গোবিন্দচরণ বন্দ, বন্দ বৃন্দাবন।
বন্দিলাম নেপালেতে শিবের চরণ।
বন্দিলাম মহাপীঠ কিরীটকোণায়।
চাটীগ্রামে চন্দ্রনাথ প্রণাম তাঁহায়;
কিবা তীর্থ চন্দ্রাচল সাক্ষী দেখ ফলে,
অদ্যাপি নিবৃত্ত নহে, জলে অগ্নি জ্বলে।
বন্দিলাম মহাকালী কালীঘাটে ধাম।
ক্ষীরগ্রামে যোগাদ্যার পদ বন্দিলাম।

বৈদ্যনাথ বন্দিলাম, তিনি দয়াময়,
কামলিঙ্গ, কামনা করিলে সিদ্ধ হয়।
বিহয়ে বিরজা আপনি নীলাচলে,
জগন্নাথ ভৈরব রক্ষক সেই স্থলে।
প্রসাদ হইলে অন্ন বাজারে বিকায়,
বর্ণভেদ নাহি, অন্ন সর্ব্বলোকে খায়।
জগন্নাথ বিরজার চরণে প্রণাম।
পুরবাসী দেবতার পদ বন্দিলাম।
ভুবনে ভুবনেশ্বর দেব ত্রিলোচন,
বন্দিলাম রাসভূমি একাম্র কানন।
নবদ্বীপে বন্দিলাম শচীর কুমার,
সারদা(১) বরদা সদা স্থান চমৎকার।
দ্বিতীয় কৈলাস সৃষ্টি করিলা আপনি,
ভূকৈলাসে(২) বন্দিলাম পতিতপাবনী।
কুলীন সমাজ উলা বিপ্র বিচক্ষণ,
নিজগ্রামে বন্দিলাম চণ্ডিকাচরণ।

---

(১) সরস্বতী।

(২) নবদ্বীপ পৃথিবীস্থ কৈলাস বলিয়া উহার ভূকৈলাস নাম হইয়াছে।

সাড়ে তিন কোটি তীর্থ চরণে প্রণাম।
দেবতা তেত্রিশ কোটি ক্রমে বন্দিলাম।
আদি কবি বন্দিলাম বাল্মীকিচরণ—
রাম না জন্মিতে রচিলেন রামায়ণ।
বসুবংশজাত (১) মীনগন্ধার তনয়
বন্দিলাম মহাকবি ব্যাস মহাশয়।
বেদে বলে ব্রাহ্মণ ভূদেব নারায়ণ,
বন্দিলাম শিরে ধরি দ্বিজের চরণ।
পিতা মাতা সম গুরু নাহি বেদে বলে,
অসংখ্য প্রণাম সেই চরণ কমলে।
বন্দনা করিতে এড়াইল যে যে নাম,
একবারে সকলের চরণে প্রণাম।
দ্বিজ দুর্গাপ্রসাদ ভাবিয়া মন্দাকিনী,
রচিল পুস্তক গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী।

---

(১) অষ্ট বসুর বংশীয়।

গঙ্গার স্বপ্ন বিবরণ।

রাগিণী হাম্বির। তাল আড়া।

ধূয়া। সুরধুনী তব মায়া জানে কোন্ জন,
কোন্ ভাবে কারে তুমি কর মা তারণ।

নবদ্বীপনিবসতি, নরেন্দ্রভূপতি পতি,
গোষ্ঠীপতি পতি যাঁরে বলে,
তাঁর অধিকারে ধাম, দেবী পুত্র আত্মারাম,
মুখুটি বিখ্যাত মহীতলে।
খড়্দ কুলের সার, বশিষ্ঠ তুলনা যার,
জায়া অরুন্ধতী ঠাকুরাণী,
কি দিব উপমা তার, শিব শিবা অবতার
ব্যবহারে হেন অনুমানি।
তাহার তনয় দীন, শ্রীদুর্গাপ্রসাদ ক্ষীণ,
দারা যাঁর হরিপ্রিয়া সতী,
প্রত্যাদেশ হয় তারে, ভাষাগান রচিবারে,
স্বপনে কহিলা ভগবতী।

কোটি চন্দ্র-শোভা যেন, জাহ্নবীর রূপ হেন,
ব্রাহ্মণবালিকা বেশ ধরি,
নানা আভরণ গায়, রতন নূপুর পায়,
বিচিত্র বসনখানি পরি ॥
কহেন করুণাময়ী, শুন হরিপ্রিয়া কই,
ভাষায় আমার গান নাই,
তোমার পতিরে কবে, প্রকাশ হইবে ভবে,
যে বাঞ্ছা করিবে, দিব তাই।
আমার সঙ্গিনী ছিলে, সেবাদোষে জন্ম নিলে,
আর জন্ম হবে না তোমার ;
দেব দ্বিজ নিজ পতি, তাতে তোর নিষ্ঠা মতি,
দেখি দয়া হয়েছে আমার।
তোমারে যে শ্রদ্ধা করে, সুখ মোক্ষ দিই তারে,
নিন্দিলে, আমার নিন্দা হয় ;
এ কথা পণ্ডিত বিনে, বুঝিবে কি বুদ্ধিহীনে,
শক্তি নিন্দা করা মত নয়।
সুস্বপ্ন দেখিয়া সতী, প্রভাতে উঠিয়া, অতি
ভক্তিভাবে পতিরে কহিল।

শিবাস উলায় যার, শ্রীদুর্গাপ্রসাদ, তার
কথা শুনে ভাবিতে লাগিল।

গঙ্গাপূজার বিবরণ।

রাগিণী ইমন। তাল আড়া।

ধুয়া। কি রূপে অভয় পদ পাই,
কে জানে ইহার মর্ম্ম কাহারে সুধাই।

কবি নই, ভাবি মনে, স্বপ্ন কিছু নয়,
হেনকালে দৈবাঙ্কিতে(১), স্বপ্ন সত্য, কয়।
লোমাঞ্চ শরীর, গ্রন্থ না পাই ভাবিয়া,
কৃপা করে বাণী যেন দিলেন বলিয়া।
নানা শাস্ত্র পুরাণ দেখিয়া তন্ত্রসার
সংগ্রহ করিয়া কিছু কহি সমাচার।
ব্যাস বাল্মীকির উক্ত, কব তাহা কত?
কিছু কহি শুন সার পুরাণ সম্মত।

---

(১) কোন সন্দিগ্ধ বিষয়ে অন্য [illegible] দ্বারা যে উত্তর পাওয়া যায়, তাহাকে [illegible] দৈব বাণীর স্বরূপ।

গঙ্গার চরিত্র কথা অমৃত সমান

শুনিলে আপদ খণ্ডে, পায় পরিত্রাণ।

প্রথমতঃ বলি শুন পূজার প্রচার,

যাহার যেমন শক্তি, পূজা দিবে মার।

ঘটেতে গঙ্গার জল সম্পূর্ণ করিবে,

সিন্দুর চন্দন পুষ্পমালা ঘটে দিবে,

ধ্যান করি আবাহন করিবে গঙ্গার,

পাদ্য অর্ঘ্য আচমন মন্ত্র স্থাপনার,

বিধানতঃ গন্ধপুষ্প ধূপ দীপ আর

বস্ত্র অলঙ্কার দিবে নানা উপহার।

আট দিন এই গান সংকল্প করিয়া,

ভক্তিভাবে শুনিবেক বন্ধুবর্গ নিয়া।

মানে যে, মানসসিদ্ধি হইবে নিশ্চয়,

নানারত্ন ধন ধান্য পুত্র লাভ হয়।

সুখদা ইঁহার নাম ইনি দয়াময়ী,

শুনে যদি প্রসঙ্গ, সমরে হয় জয়ী।

'এক মনে পাঁচালী শুনিবে যেই নরে

রোগ শোক বিঘ্ন পীড়া তার শীঘ্র হরে।

দুয়া হয় স্বুয়া, পতি প্রাণতুল্য দেখে ;
মিছা নহে এই কথা, পুরাণেতে লিখে।
ইহকালে হয় সুখ পরকালে মুক্তি,
সুখদা মোক্ষদা গঙ্গা এই শিব উক্তি।
গঙ্গার প্রসঙ্গ মিছা ভাবিলে নরক
শ্রীদুর্গাপ্রসাদ বলে শুন সর্ব্বলোক।

সৃষ্টি-প্রকরণ।

ব্যাসমুখে সূত শুনি, বশিষ্ঠকে কন তিনি,
ভগীরথে বশিষ্ঠ কহিলা,
সেই কথা অনুসারে, আমি বলি সবাকারে,
মহামুনি পুরাণে লিখিলা।
শুক্রবারে জন্ম যার, সেই বারে, ইচ্ছা যার
শুভক্ষণে আরম্ভিবা গান ;
সাঙ্গ হৈলে গান, পরে হুলু দিয়া বারি ঘরে,
লবে এই শুনহ বিধান।
গায়কের রাখি মান, করিবা দক্ষিণা দান,
চামরের লবে সমীরণ,

নিরাপদ্ হবে ভবে, জন্ম না হইবে ভবে,
করাইবে ব্রাহ্মণ ভোজন।
মধুসম আট রস, পুথির উল্লাস দশ,
বদরীকোমল উপাখ্যান,
পদে যেন সুধাবৃষ্টি, কবিতা রতন সৃষ্টি,
বলি শুন সৃষ্টির কারণ—
নিরঞ্জন নিরাকার, এক ব্রহ্ম নাহি আর,
উপাসনা হেতু অবতার,
ভেদজ্ঞানে নাহি মুক্তি, মিছা নয় শিব উক্তি,
কে জানে কেমন মায়া মার ?
প্রকৃতি-পুরুষ-কায়, চণকদলের (১) ন্যায়,
মূলশক্তি-ইচ্ছায় সৃজন ;
আপনার তিন গুণে, প্রসবিলা তিন জনে,
বিধি বিষ্ণু দেব ত্রিলোচন।

---

(১) যেমন দুইটি দলে একটি ছোলা হয়, সেইরূপ প্রকৃতি ও পুরুষ এই উভয়াত্মক ঈশ্বর। প্রকৃতিকে মূলশক্তি বলে। তিনি স্বীয় সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণে সৃষ্ট্যাদি করেন।

রজোগুণে সৃষ্ট বিধি, করিলা অনেক নিধি,
ক্ষিতি জল তেজ বায়্বাকাশ (১)।
ভুবনাদি চতুর্দ্দশ, শৈল সিন্ধু নানারস,
দেব দেবী করিলা প্রকাশ।
দিবা নিশা গ্রহগণ, পশু পক্ষী কীট বন,
মহৌষধি নানা উপহার,
তরু অহি(২) জলচর, দ্বীপ দিক্‌পাল নর,
মাস পক্ষ তারা তিথি বার ;
পাপ পুণ্য ধর্ম্মাধর্ম্ম, নরক মুক্তির মর্ম্ম,
করিয়া ভাবেন ব্রহ্মা আর,
পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি করি, কার জন্যে কেন মরি ?
প্রজা বিনা ভোগ হবে কার ?
চিন্তিয়া করিলা অংশ, চন্দ্র সূর্য্য দুই বংশ,
মানসে জন্মিল পুত্র দশ।
শ্রীদুর্গাপ্রসাদ কয়, গঙ্গাগুণ সুধাময়,
সংক্ষেপে কহিব অন্য রস।

১। বায়ু-আকাশ, বায়্বাকাশ।
২। অহি সর্প।

গঙ্গার নির্ণয়।

রাগিণী বাগীশ্বরী-কানেড়া। তাল আড়া।

ধুয়া। এ মা সুখদে মোক্ষদায়িনি
শৈলসুতা হরশিরোবিহারিণি।

স্কন্দ, বৃহৎকূর্ম্ম, বাল্মীকিরামায়ণে
হিমালয়-কন্যা গঙ্গা লিখিলা পুরাণে।
নানা তন্ত্র-প্রমাণ দেখিয়া পুনর্ব্বার
কবিতা লিখিয়া(১) মনে হৈল কিছু আর।
দ্রবময়ী গঙ্গা বুঝি আর একজন ?
বিষ্ণুপাদোদ্ভবা গঙ্গা সে আর কেমন ?
তিন জন গঙ্গা ইহা মনে নাহি হয়,
কেমনে করিব দূর এঘোর সংশয় ?
অশেষ সন্ধানে পাইলাম উপদেশ,
শঙ্কর-আচার্য্য-স্তবে জানিয়া বিশেষ।
স্বামীর টীকার মীমাংসায় দেহ মন,

(১) হিমালয় কন্যা গঙ্গা এই শ্লোক রচনার পর।

শুনহ সকলে অতি সূক্ষ্ম বিবরণ।
দক্ষের দুহিতা দেবী, নাম ছিল সতী,
শিবনিন্দা করিয়াছিলেন প্রজাপতি;
শিবনিন্দা শুনি সতী শরীর ত্যজিলা,
মেনকার গর্ভে দ্বিধা হইয়া জন্ম নিলা।
অগ্রেতে জন্মিলা গঙ্গা, উমা পরে তার,
গঙ্গা হৈলা সলিল শাপেতে মেনকার।
ব্রহ্মা জানি ব্রহ্মজল রাখে কমণ্ডলে,
মুক্তির কারণ সেই জল, বেদে বলে।
তার পর শুন, বিষ্ণু দ্রব যাতে হন—
সাক্ষাৎ পরমব্রহ্ম প্রভু সনাতন—
শুনিতে শিবের গান দেবগণ সঙ্গে—
গিয়াছিলা শম্ভুর নিকটে মনোরঙ্গে।
শক্তিগুণ-শিব-গান-পুলকেতে করি(১)
থাকিতে সকল দেব, দ্রব হন হরি।
হরের তুলনা হরি, তুল্য নাহি আর।
গুণবোদ্ধা গুণীর চরণে নমস্কার।

(১) শিবকৃত শক্তিগুণগানজন্য পুলক দ্বারা।

ব্রহ্মা জানি ব্রহ্মজল কমুণ্ডলে নিলা,
জলের স্বভাব, জল জলে মিশাইলা।
দুই ব্রহ্ম এক দেহে হইল মিলন,
এই হেতু স্মরে অন্তে গঙ্গানারায়ণ।
যদি বল পুরুষ প্রকৃতি কেন হন ?
শক্তি-গুণ-গানে দ্রব শুনহ কারণ।
যাদৃশী ভাবনা, সিদ্ধি, সাক্ষী এইখানে—
হরি হৈলা শক্তি, দেখ, শক্তি-গুণগানে।
গঙ্গা নাম হইল মিলিয়া গঙ্গাজলে,
অভেদ পরম ব্রহ্ম ভাবি দেখ কলে।
ব্রহ্মা দিয়াছিলা পাদ্য বিষ্ণুপদে তায়,(১)
বিষ্ণুপাদোদ্ভবা গঙ্গা, সেটা জন্ম নয়।
তিনে এক, একে তিন, ভেদ নাহি তায়,
জলে জল হয়ে বিন্দ জলেতে মিশায়।
দ্বিজ দুর্গাপ্রসাদ ভাবিয়া মন্দাকিনী
রচিলা পুস্তক গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিনী।

---

(১) ব্রহ্মার কমুণ্ডলুস্থ বারিকে।

ভগীরথের জন্ম এবং অষ্টাবক্র-শাপে বরপ্রাপ্তি।

অতঃপর বলি শুন, সূর্য্যবংশ উপাখ্যান,
ভগীরথ যে রূপে জন্মিলা ;
দিলীপের দুই রাণী, অরাজক হবে জানি,
পুত্রহেতু দেবী আরাধিলা।
দৈববাণী হৈল পরে, দুজনে সম্ভোগ করে,
ভগীরথ জন্মিলা ভূতলে।
মাংসপিণ্ড কদাকার, রাজ্যরক্ষা হৈল ভার,
সুন্দরে কি কার্য্য লোকে বলে ?
পাঁচ বৎসরের কালে, লেখে পড়ে পাঠশালে,
শান্ত দান্ত অতি বড় ধীর,
দৈবযোগে এক দিন, অষ্টাবক্র ভাগ্যাধীন,
আগমন হইল মুনির।
ভগীরথ গিয়া তায়, প্রণাম করিল পায়,
ক্রোধে মুনি ভাবে বিপরীত ;
কুৎসিত আমার কায়, দেখি ব্যঙ্গ করে তায়,
রাজপুত্র হয়ে একি রীত ?

ব্যঙ্গ যদি করে তবে, আরো অঙ্গভঙ্গ হবে,
নতুবা সুন্দর হবে অতি ;
শাপ দিয়া মুনি যায়, শাপে রাজা বর পায়,
প্রসন্না হইলা ভগবতী।
অনঙ্গের রূপ যেন, দিনে দিনে বাড়ে হেন,
ভগীরথ শিশুতে প্রবীণ ;
দেব-দ্বিজ-ভক্তি অতি, বিদ্যায় নিতান্ত মতি,
অদৈন্য করেন দুঃখী দীন।
মায়ের চরণে মন, শুদ্ধশীল বিচক্ষণ,
জিজ্ঞাসা করিলা কিছু মারে,
বিশেষ কহিব তার, শুন সেই সমাচার,
যে কথা কহিয়াছিল তাঁরে।
শ্রীদুর্গাপ্রসাদ বলে, গঙ্গার চরণতলে,
দয়া কর সুরশৈবলিনি ;
কণ্ঠে করি অধিষ্ঠান, শুন মা নূতন গান,
নাম গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী।

মাতৃস্থানে ভগীরথের বংশের পরিচয় জিজ্ঞাসা।

রাগিণী ভীমপলাসী। তাল আড়া।

ধুয়া। মোক্ষদায়িনী গো মা তার ভবার্ণবে।
মরি পতিত অধমে তবে।

সগরবংশেতে জন্ম, ভগীরথ নাম,
ক্ষণজন্মা মহাযোগী মহাগুণধাম,
অষ্টম বর্ষের পরে জিজ্ঞাসিল মারে—
চিনিলাম সকলে, মা না চিনি পিতারে,
কোথায় আছেন পিতা, কি নাম তাঁহার?
কহ সত্য আমারে বিশেষ সমাচার।
সত্যবতী বলে, সে কথায় কাজ নাই,
কোলে বৈস, মরি বাছা লইয়া বালাই।
সে বড় দারুণ কথা, কি কব তোমারে,
শুধাইলে আর বাছা না পাবে আমারে।
এই কথা বলি ভগীরথে কোলে করে
স্নেহ শোকে দুইটি চক্ষের জল ঝরে।

পুনঃ সত্যবতী ভগীরথে কিছু কহে,
"যে কথা জিজ্ঞাস বাছা এ বয়সে নহে।"
আর কারে সুধাইতে রাণী মানা করে—
ভাবে রাণী শুনে যদি না রহিবে ঘরে।
পুত্রহেতু পুণ্যকর্ম্ম করিলাম যত,
দেবতার বিড়ম্বন কব আমি কত?
যে হউক সকল দেবে কোটি নমস্কার।
মহামুদ্রা (১) না থাকিলে কি হইত আর?
আজ্ঞা দিলা স্বপ্নে "মা না যাবে সতীধর্ম্ম,
অবশ্য হইবে পুত্র কহি শুন মর্ম্ম—
দুই রাণী রাশির তৃতীয়(২) হবে যবে,
হইবে উত্তম পুত্র নিতান্ত জানিবে।"
কৃপাময়ী কৃপাদৃষ্টে দুঃখ কর শেষ;
লজ্জা করে সুতে কৈতে কি কব বিশেষ?
এইরূপে দুই রাণী যত কথা কন
শুনে ভগীরথ মনে মৌনী হয়ে রন।

(১) মহামুদ্রা, সম্ভোগক্রিয়া।
(২) মিথুন, সম্ভোগব্যাপারে পরস্পর মিলিত।

কিঞ্চিৎ বিলম্ব পরে ভগীরথ কন
ভাল কথা, নাহি কও কিসের কারণ ?
বড় ইচ্ছা শুনি মাগো পিতৃপরিচয়;
কিরূপে করিলা রাজ্য কোন্ মহাশয় ?
রক্ষা করি রাজনীতি আমার কামনা,
পিতৃধর্ম্ম আগে রাখি নিতান্ত বাসনা।
ইহাতে যদ্যপি মাগো না কহ বিশেষ—
না রব তোমার ঘরে ত্যজিব স্বদেশ।
এইরূপে মায়ে পোয়ে কথা কাটাকাটি ;
শেষে রাণী ভাবিত দেখিয়া আঁটাআঁটি।
রাণী ভাবে যদ্যপি না কহি সমাচার ;
কি জানি কোথায় যাবে কি হবে আমার !
দ্বিজ দুর্গাপ্রসাদ ভাবিয়া মন্দাকিনী
রচিল পুস্তক গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী।

রাগিণী ভুপালী। তাল আড়া।

ধুয়া। ভাবিয়া দেখরে মন গঙ্গা নাম সার,
যে নাম লইলে হয় ত্রিকুল উদ্ধার।

নিরন্তর নিযুক্ত সেবায় আছে যার,
পাছে পাছে যাবে, কোথা রবে অহঙ্কার ?
গুরুদত্ত জ্ঞানচক্ষু, মেল একবার,
শেষকালে গঙ্গা বিনা, গতি নাহি আর।
মরিলে অশুচি হবে, ত্যজ্য হবে যার,
সম্বন্ধ জীবনাবধি, অনিত্য সংসার।
শ্রীদুর্গাপ্রসাদ, বলে মম নমস্কার,
মজ সুধা-হ্রদে পদে, মিনতি আমার।
দীন দেখি দয়াময়ী দিয়াছিলে দাস,
দুর্দ্দশা আমার ভাগ্যে, একি সর্ব্বনাশ !
অস্থিহীন মাংসপিণ্ড কিঞ্চিত আহার,
চলিবার শক্তি নাই, নিজ অঙ্গ ভার।
অতি শিশু, শিশুবুদ্ধি মনে ছিল আগে,
প্রাচীন লোকের মত কথা দৃঢ় লাগে,
যা কর জগতমাতা চিহ্নিত তোমার,
ইনি গেলে এ কুলের না দেখি নিস্তার।
আশুতোষ জায়া মাগো নাম ধর শিবা,
ইথে যদি প্রতার মা নামে খোঁটা দিবা।

সৃষ্টিহেতু ত্রিদেবে (১)মা প্রসব করিলা।
অনন্তরূপিণী তুমি নাহি অন্ত লীলা!
কখন বা সাকার, কখন নিরাকার,
তব তত্ত্ব বর্ম্ম মা গো বুঝা অতি ভার!
কি স্তব করিব মাতা কিবা আমি জানি—
দর্শনের অগোচরা, যোগে ভুলে জ্ঞানী।
ভরসা কেবল নাম আর ও চরণ,
ইহাতে বিচ্ছেদ যেন নাহি হয় মন।
তব ভক্তি-জ্ঞান-তত্ত্ব মম এ গরিমা,
অবশ্য ইহাতে কৃপা করিবে মা ভীমা।
তুষ্ট তারা একান্ত ভাবেতে ডাকে রাণী।
"ভয় নাহি" শ্রবণে শুনান দৈববাণী।
"ভগীরথ সামান্য নহে, বরপুত্র মোর,
ইহাতে ভাবনা রাণী এত কেন তোর?"
দৈববাণী শুনি রাণী পরম হর্ষিতা,
কি আর ভাবনা, ভাবে কালী কৃপান্বিতা।
এত ভাবি ভগীরথে রাণী পরে কয়—

(১) ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর।

পুরোহিত কুলের বশিষ্ঠ মহাশয়।
স্ত্রীলোক আপনি বাছা কি মোরে শুধাও?
পাইবা সকল তত্ত্ব, তাঁর কাছে যাও।
শ্রীদুর্গাপ্রসাদ দীন, জ্ঞান কিছু নাই,
দয়া কর দাসে, মাগো এই ভিক্ষা চাই।

রাগিণী মুলতান। তাল বড় চৌতাল।

ধুয়া। সুরধুনি! তোমার মহিমা কেবা জানে।
শিবের অগম্য অন্যজন কোন্‌খানে।

ভগীরথ জানি, জননীর বাণী,
আনন্দে হয়ে মগন,
বাহিরে আসিয়া, বৈসে বার দিয়া,
পাত্রে কহে বিবরণ।
কোথা পুরোহিত? আনহ ত্বরিত,
পরামর্শ কিছু আছে।
আগে বলা নয়, কি জানি কি হয়,
কব সব শুন পাছে।

শুনিয়া এ কথা, যায় মুনি যথা,
যতেক রাজার গণ;
উতরিল গিয়া, মুনিকে বন্দিয়া,
কহে যত বিবরণ।
বশিষ্ঠ মুনির, শুনিয়া শরীর,
পুলকিত প্রেমভরে;
বলে, বল বল, রাজার কুশল,
প্রাণ যে কেমন করে?
যত রাজগণ,(১) করে নিবেদন,
তুমি দয়া কর যারে,
মরিয়া না মরে, যদি মনে করে,
শমন ডরায় তারে।
মঙ্গল রাজার, প্রভু একবার,
করিতে হবে গমন,
বাঞ্ছা আছে তাঁর, চরণে তোমার,
করিবেন নিবেদন।

---

(১) রাজার অনুচর।

মুনি কন চল, আর কেন বল,
যে কথা হইবে জানি,
এতেক বলিয়া, সকলেরে নিয়া,
উত্তরিলা রাজধানী।
মুনিকে দেখিয়া, ভগীরথ গিয়া,
প্রণাম করিল পায়,
ছিন্নতরু যেন, ভূমে পড়ে হেন,
তেমতি রাজা লোটায়।
মোহেতে মুনির, নেত্রে পড়ে নীর,
কোলে করিল রাজনে;
রাজা পুনর্ব্বার, করি নমস্কার,
বসাইলা সিংহাসনে।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া, চরণ পূজিয়া,
কুশল জিজ্ঞাসে পরে,
তুষ্ট তপোধন, আনন্দে মগন,
আশীর্ব্বাদ বহু করে।
শ্রীদুর্গাপ্রসাদে, পরম আহ্লাদে,
বলে গঙ্গা-পদতলে,

আমার এ কায়, যদি কাকে খায়,
ভাসে যেন তব জলে।

রাগিণী মালকোষ। তাল কাওয়ালী।

ধুয়া। প্রভু আমার পুরাও মনের বাসনা।

ভগীরথ বলে শুনহ মুনি,
বাসনা, বংশের কীর্ত্তন শুনি।
জানিয়াছি গুরু তুমি বিধাতা,
আমারে এ কথা কহিলা মাতা।
তোমা বিনা আর কে আছে বল?
বলিতে ঝরিছে চক্ষুর জল।
কি রূপে তাঁহারা পালিলা ক্ষিতি?
বলনা বংশের কি রূপ রীতি?
মনের কামনা পূরণ কর,
সুদীন দাসের দুর্গতি হর।
শুনি মুনি ভগীরথের বাণী,
সন্তোষে কহেন, শুন যা জানি।

শ্রীদুর্গাপ্রসাদ সুদীন অতি,
দয়া কর দাসে মা ভগবতী।

রাগিণী ভীমপলাসী। তাল জৎ।

ধূয়া। তারিণী-চরণে মজ মন,
দিন যে গেল কাল ঘনালো।

মুনি কন ভগীরথ শুন পরিচয়,
সূর্য্যবংশে জন্মেছিলা যে যে মহাশয়।
রোহিত নামেতে রাজা পুণ্যশীল অতি.
তার পুত্র হরিত, নিতান্ত ধর্ম্মেমতি,
তার পুত্র সুদেব, সে দেবের আকৃতি,
বিজয় তাহার সুত, দেবের প্রকৃতি,
তার পুত্র উরক, উরক-পুত্র বৃক,
বৃক-পুত্র মহারাজা নামেতে বাহুক,
বাহুকের তনয় সগর ধরাপতি,
দুই ভার্য্যা সগরের কেশিনী সুমতি।
সুমতি প্রসবে ষাটি হাজার কুমার,
ধনে পুত্রে সুখী রাজা, আনন্দ বাজার,

সুপ্রেয়সী কেশিনী রাজার অতিশয়,
অসমঞ্জা নামে পুত্র কেশিনীর হয়।
অসমঞ্জা-সুত অংশুমান্ মহাজ্ঞানী,
তারপুত্র দিলীপ, সে দানেতে বাখানি।
ভগীরথ তুমি বাছা পুত্র দিলীপের,
কে বলিতে পারে গুণ তোমার বংশের ?
সগর রাজার গুণ বলে শক্তি কার ?
সংক্ষেপে কহিব কিছু শুন সমাচার।
এক ছত্রাধিপ রাজা পৃথিবীমণ্ডলে,
আজ্ঞাকারী ত্রিভুবনে আছিল সকলে।
নানা শাস্ত্রে পণ্ডিত সুশীল শিষ্ট শান্ত,
গুণে ধনে নিরুপম দাতা আদ্যোপান্ত।
শুদ্ধাচার সদালাপ মুনি বিপ্র নিয়া,
দরিদ্র জনের বাঞ্ছা পূর্ণ ধন দিয়া।
পুত্রের সমান প্রজা করিত পালন,
বিচারে সাক্ষাৎ ধর্ম্ম, আছিল শাসন।
বুদ্ধি কীর্ত্তি জলধি জিনিয়া অতিশয়,
কার সাধ্য কথার উপরে কথা কয় ?

সুরাসুর গন্ধর্ব্ব কিন্নর নাগ বীর,
জানে, রাজা কালসম প্রতাপে গভীর।
সর্ব্বদা সভয় মন কখন কি হয়,
কি জানি কাহার পদ কোন্ ছলে লয়?
যেজন শরণাপন্ন, কথা শুন তার,
প্রাণ ধনে রক্ষা করা প্রতিজ্ঞা রাজার।
হংসে দেয় দুগ্ধ যেন জল মিশাইয়া,
ভোজন করয়ে দুগ্ধ জল তেয়াগিয়া,
সেইরূপ গুণের গ্রাহক রাজা গুণী,
গুণী জন সদা তুষ্ট মিষ্ট কথা শুনি।
রূপের উপমা দিব, না দেখি তেমন,
পুনঃ বুঝি জন্মেছিলা আপনি মদন।
অনঙ্গ অঙ্গের রূপ কহিতে কে পারে?
তুলনা দিব কি, তুল্য না দেখি সংসারে।
রূপ-সম গুণে রাজা জিতেন্দ্রিয় অতি,
সাচার ঋষির মত ছিল বেদে মতি।
কালে সন্ধ্যা পূজা হোম, কালাতীত নয়,
সাধ্য কি ব্যত্যয় হবে, মৃত্যু যদি হয়।

কত দিনান্তরে রাজা আরম্ভিলা যাগ,
করিবেন অশ্বমেধ, মহা অনুরাগ।
ভগীরথ বলে প্রভু প্রণাম তোমারে,
কি রূপে করিলা যাগ কহ না আমারে?
দ্বিজ দুর্গাপ্রসাদ ভাবিয়া মন্দাকিনী
রচিল পুস্তক গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী।

অশ্বমেধ যজ্ঞারম্ভ।

আরম্ভ করিল যাগ, অশ্বমেধে অনুরাগ,
মহাপুণ্য পৃথিবীমণ্ডলে,
অনুজ্ঞা গুরুর নিয়া, পাত্র মিত্র ডাকাইয়া—
বলি(১) রাজা শুনহ সকলে,
সবাকারে রাজা(২) কন, কর দ্রব্য আয়োজন,
ত্রুটি হৈলে পাবে অপমান,
আজ্ঞা শুনি নৃপতির, ভয়ে প্রাণ নহে স্থির,
বলে কালী রক্ষা কর মান।

---

(১) হে রাজন্ ভগীরথ সকল কথা বলি শুন।
(২) সগর রাজা,

চিন্তিত হইয়া সবে, স্বকার্য্যেতে যায় তবে,
দ্রব্য আদি প্রস্তুত করিতে,
যাজকেরে(১) প্রথমতঃ, নৃপতির আজ্ঞামত,
সংবাদ করিল পৃথিবীতে।।
তদন্তে সভার স্থান, করে অতি সুনির্ম্মাণ,
কি কব তাহার পরিপাটী?
মলা থাকে যে সোণার, দূর করে স্বর্ণকার,
যেমন পোড়ায়ে করে খাটি,
সেই মত অবনীর, উচ্চ নীচ কাটি ধীর,
সূত্র পাতি করয়ে সমান।
কুদিলে উঠে সিন্দূর, দর্পণের দর্প চূর,
স্থান যেন কৈলাস সমান।
বিংশতি যোজন স্থান, দীর্ঘ প্রস্থ পরিমাণ,
চন্দ্র-বেধ(২) সুন্দর বিস্তার,
প্রাচীর চৌদিগে দিল, যেন শৈল দাঁড়াইল,
লঙ্ঘিতে শকতি এত কার?

(১) পৃথিবীস্থ যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণকে।
(২) উত্তরদক্ষিণ আয়ত স্থল।

দীর্ঘিকা তড়াগ কূপ, সরসী খননে ভূপ—
আজ্ঞা আছে, কাটে স্থানে স্থানে।
জল অতি সুনির্ম্মল, কি কব জলের ফল,
পীযূষের তৃষ্ণা হরে পানে।
অমূল্য প্রস্তর দিলা, পাড় ঘাট বান্ধাইলা,
দেয় মণি, শোভে যে যেখানে।
শোভার ঘুচিল ভাণ(১), চন্দ্র সূর্য্য নিজস্থান,
ত্যজি বুঝি আছে এই খানে?
জলে স্থলে শোভে ফুল, কি দিব তাহার তুল?
কিছু কহি শুন বাছা ধীর;
মোহিত করয়ে ঘ্রাণে, গৃহী জনে সুখ মানে,
উদাসীর লাগে যেন তীর।
ফুটে ফুল নানাজাতি, কুটজ(২) টগর জাতি,
মল্লিকা মালতী জবা-ভাতি,

---

(১) শোভা হইয়াছে বলিয়া মনে ভাণ হয় নাই। যেন চন্দ্র সূর্য্যই স্বস্থান চ্যুত হইয়া তথায় বিরাজমান আছেন, এই রূপ সম্ভাবনা হইতেছিল। (২) কুড়চী।

অশোক কিংশুক বক, গন্ধরাজ ভূচম্পক,
দোপাটী প্রফুল্ল নানাজাতি,
বিল্লফুল শেফালিকা, দ্রোণাদি চন্দ্রমল্লিকা,
কৃষ্ণকেলি চম্পক শোভন,
রঙ্গণ বাকস ঝাটি, জাতী(১) যুথী পরিপাটী,
সিউতীর ঘ্রাণে হরে মন।
স্থলে স্থলপদ্মশোভা, সূর্য্যমণি সূর্য্য-আভা,
কেতকী ধাতকী(২) কুন্দ দোণা,
কামিনী বাসন্তী(৩) গন্ধ, বহে বায়ু মন্দ মন্দ,
ভুলে যোগী, কি করে মন্ত্রণা।
অপরাজিতা পিউলী, কহ্লার(৪) বক চামলী,
কর্ণিকার(৫) কুমুদ পুন্নাগ(৬)।
রঙ্গণ রক্তোৎপল, করবীর শতদল,
চন্দ্রমণি ধরে চন্দ্ররাগ।
সরল(৭) নাগকেশর, পদ্ম ফুটে নীরোপর,
নিশিগন্ধা গন্ধাতিমধুর,

---

(১) জয়িত্রী (২) ধাইফুল (৩) মাধবীলতা। (৪) শুঁদি। (৫) ছোট সোঁদাল। (৬) শ্বেতপদ্ম। (৭) দেবদারু।

মধুলোভে উড়ে অলি, গোলাপ কাঞ্চনকলি,
ফুটে, ছুটে গন্ধ বহুদূর।
কামের কামান তূণ, লবঙ্গলতা বরণ,
মুচুকুন্দ তরুলতা কত,
লতাজাল কব কত, পিক পিকবধূ যত,
সুখে গান করে অবিরত।
কদম্ব কেলীকদম্ব, হরে মন কি বিলম্ব?
স্থির নহে শিরীষপবনে।
অতসীর কিবা বর্ণ, লজ্জিত নির্ম্মল স্বর্ণ,
দৃষ্টিতে দুর্গারে পড়ে মনে।
পারিজাত সুদুর্লভ, এখানে অতি সুলভ,
আর পুষ্প কে করে গণন?
স্বর্গ ছাড়ি দেবগণ, সদা করি আগমন,
পুষ্পবনে করেন ভ্রমণ।
ফল যত কব কত, নাম তার কতমত,
নানা তরু শোভে সারি সারি,
মধুর অম্ল কষায়, রস বোধ রসনায়,
সকল কহিতে নাহি পারি।

রসাল(১) রসাল বেল, চাঁপা রম্ভা নারিকেল,
গুবাক গোলাপজাম জাম ;
আঙ্গুর আতা পনস,(২) অপূর্ব্ব মধুররস,
আমরুচ দাড়িম্ব বাদাম।
মৃদ্বিকা(৩) দেশী বাদাম, দাড়িম্ব বেদানা নাম,
সুধার সমান আনারস,
সফরিয়া আম(৪) কত, পাকা হরীতকী যত,
মুনি বিনা কে জানে সে রস ?
নাগরঙ্গ(৫) কদম্বক, কমলা কমলা ভোগ,
করুণা সে করুণাতে তুল্য,
বাতাবি শারদ পাতি, কাগজী মধুরজাতি,
মিছরির নাহি কিছু মূল্য।
কামরাঙ্গা কুন্দরকী পাকা লোনা আমলকী,
নোয়ালী কপিত্থবেল(৬) গাব,
করমজা বইচী তাল, যে তালে তুষ্ট গোপাল,
অনন্ত ব্রততে অনুভাব,

---

(১) আম্র। (২) কাঁটাল। (৩) কিস্‌মিস্‌।
(৪) পেয়ারা। (৫) নারাঙ্গা লেবু। (৬) কদ্‌বেল।

অম্বল বেতস গোঁড়া, ভেকল ডহু(৭) আমড়া,
এ সকল কেবল অম্বল,
পানিআমলা পাকাকুল, জামীর রসের তুল,
সন্নিপাতে কেবল দম্বল।
জলজ অপূর্ব্ব ফল, বিগলিত যে কমল,
তার বীজ অতি সুমধুর,
নালীফল হয় জলে, লোকে যারে চেপো বলে,
পানীফল কি কব প্রচুর।
শ্রীদুর্গা প্রসাদ বলে, গঙ্গার চরণতলে,
দয়া কর সুর শৈবলিনি,
কণ্ঠে করি অধিষ্ঠান, শুন মা নূতন গান,
নাম গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী।

প্রমাণ প্রয়োগ মত বেদী করে যত,
নানা রত্নে বিচিত্র, সে শোভা কব কত?
হোম ঘর স্থানে স্থানে বিবিধ প্রকার,
মুক্তা মণি চুনি দিয়া স্তম্ভ গাঁথা তার।

(৭) মাদার।

গৃহের উপরিভাগে চন্দ্রাতপ দিল,
চন্দ্রাতপ তেজে অন্ধকার পলাইল।
কিবা নীল বস্ত্র তাহে শোভে স্বর্ণলতা,
জ্ঞান হয় চপলার নাহি চপলতা।
পঞ্চ নব দ্বাদশ ষোড়শবিধ কুণ্ড,
ত্রিকোণ বা চতুষ্কোণ অশ্ব গজ তুণ্ড।
মুকুতা প্রবাল মণি পল্লব রসাল,
মণ্ডপ ঢাকিল, ইথে গাঁথি মালাজাল।
যজ্ঞকাষ্ঠ সমিধ্, সে যেমত বিধান,
যে যে কুণ্ডে যে যে হোম, তেমতি প্রমাণ,
মণ্ডপের চারি দিকে চারি সরোবর,
পূর্ব্ব সরোবরে রক্তপদ্ম মনোহর।
পশ্চিমের সরোবরে শ্বেত শতদল,
উত্তরের সরোবরে শোভে নীলোৎপল।
দক্ষিণের সরোবরে কুমুদ প্রফুল্ল,
গন্ধে করে আমোদিত, কিসে দিব তুল্য।
উড়িছে পতাকা শ্বেত রক্ত নীল পীত,
কোনখানে বাদ্যভাণ্ড গান সুললিত।

এইরূপে যজ্ঞস্থান করিল রাজন,
উপযুক্ত দিল লোক যে কাজে যেমন।
দেশে দেশে নিমন্ত্রণ-পত্রিকা চলিল,
বাকী নাহি পৃথিবীতে যত দেশ ছিল।
কাশী কাঞ্চী কাবেরী ও কেকয় কর্ণাট,
কাম্বোজাখ্যা কামাখ্যা কাশ্মীরে গেল ভাট।
নেপাল উৎকল মল্ল পল্লাদি পঞ্চাল,
দ্রিবিড় দ্রাবিড় রাঢ় গোউড় ভূপাল।
সারঙ্গ সুরঙ্গ বঙ্গ তৈলঙ্গ ভূলিঙ্গ,
মগধ মথুরা মৎস্য হস্তিনা কলিঙ্গ।
সুরাষ্ট্র ভল্লাট চেদি অবন্তী নগর,
নানা দেশে নিমন্ত্রণ করিল সগর।
দ্বিজ দুর্গাপ্রসাদ ভাবিয়া মন্দাকিনী
রচিল পুস্তক গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী।

রাগিণী পরজ। তাল জৎ।

ধুয়া। আরে মন যায় দিন বিফলে বহিয়া,
পাইয়া মানব দেহ হরিপদ না ভজিয়া।

রাজা ঋষি মুনিগণ যেখানে যে ছিল,।
শুনিয়া রাজার যাগ সকলে আইল,
আগতে স্বাগত পাদ্য খাদ্য দ্রব্য বাসা,
যাহার যেমন মান, তেমন সম্ভাষা।
পরেতে সঙ্কল্প করি যজ্ঞ আরম্ভিল,
লক্ষ লক্ষ বিপ্র মুনি বরণ করিল।
আচার্য্য সদস্য হোতা ব্রহ্মকর্ম্ম আদি,
আমি যাহে মধ্যবর্ত্তী কেহ নহে বাদী।
মুনিগণ বিধিমত করে মহাযাগ,
দেয় দেবে যেমন দেবের আছে ভাগ;
করি-শুণ্ডাকৃতি কুণ্ডে ঘৃতের আহুতি,
অগ্নির বিশ্রাম নাহি, নাহি অব্যাহতি।
ব্রাহ্মণ দরিদ্র দুঃখী ক্ষুধিত যে জন,
চর্ব্ব্য চূষ্য লেহ্য পেয় করায় ভোজন।
ভোজনান্তে নানা রত্ন রাজা করে দান,
যাহার যেমন বাঞ্ছা, তেমন বিধান।
অশ্ব গজ গ্রাম ভূমি হিরণ্যাদি ধন,
প্রবাল মুকুতা হীরা চুনি অগণন,

নানাজাতি বস্ত্র, অন্ন, বিচিত্র বিমান,
অপূর্ব্ব ব্যজন, দণ্ড সুবর্ণে নির্ম্মাণ।
হেমছত্র, হেমকুম্ভ হেমময় ঘর,
হেমদণ্ডচামর, সে অতি মনোহর,
নূতন প্রসূতা গাভী দুগ্ধবতী অতি,
কামধেনু সুরভী সাক্ষাৎ ভগবতী।
এই মত নানা রত্ন করি আয়োজন
রাজা করে দক্ষিণান্ত, যজ্ঞ সমাপন।
অশ্বমেধসম পুণ্য নাহি পৃথিবীতে ;
শত অশ্বমেধ সাঙ্গ যে পারে করিতে,
অনায়াসে ইন্দ্র হয় জানিবা রাজন্।
করে শত অশ্বমেধ, শুন, সে যেমন।
দ্বিজ দুর্গাপ্রসাদ ভাবিয়া মন্দাকিনী
রচিল পুস্তক গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী।

রাগিণী বেহাগ। তাল ঠেকা।

ধুয়া। ওরে মন কেন মায়াবশে ভুলে রয়েছ রে।
যে জন ভবের কাণ্ডারী তাঁরে ভজনা রে।

একে একে শতবার রাজা যজ্ঞ করে,
সাঙ্গ হৈল নিরানই বিঘ্ন হৈল পরে।
সে কথা শুনিয়া বাছা আর কাজ নাই,
চক্ষুতে আইসে জল সে বড় বালাই।
নিজে তুমি বালক রাজার বংশধর,
সূর্য্যবংশে আর নাই, শুন গুণাকর।
আশীর্ব্বাদ করি বাছা চিরজীবী হও,
রাজ্যের পালন কর, স্থির ভাবে রও।
শুনিলে সে প্রসঙ্গ হে, বিপদ্ ঘটিবে,
কাজ নাই সে কথায়, শুনি কি করিবে?
গুরুমুখে গূঢ় কথা ভগীরথ শুনি
ভাবে মনে, এত গূঢ় কেন কন মুনি?
শুনিব কেমন কথা, না শুনিলে নয়,
এত ভাবি গুরু-পদ ধরি কিছু কয়;—
শুন শুন শ্রীনাথ আমার নিবেদন,
না কহিলে তব দাস ত্যজিবে জীবন,
দয়া করে এত কথা কহিলে যেমন;
পরে কহ মহারাজ করিল কেমন।

বশিষ্ঠ ভাবেন, ভগীরথ না ছাড়িল,
আর কেন সবিশেষ কহিতে হইল।
দ্বিজ দুর্গাপ্রসাদ ভাবিয়া মন্দাকিনী
রচিল পুস্তক গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী।

শুনি মুনি কন, যাগ-বিবরণ,
যেমন হইল পরে,
একক্রম শত, যাগ বিধিমত,
সমাপন রাজা করে।
রাজাধিরাজন, মহাহৃষ্ট-মন,
শেষে বাকী এক যাগ,
করে আরম্ভণ, তুরগ-অর্চ্চন-
যাগে মহা অনুরাগ।
অশ্ব মনোহর, পরম সুন্দর,
শ্যামল বরণ কায়,
কিবা সে বরণ, যেন নবঘন,
রূপে ছায়া দেখা যায়।
চপলা চঞ্চল, মেঘে কি অচল,
হেন করি অনুমান,

বুঝি তীক্ষ্ণ অসি, কিবা খণ্ডশশী,
শোভা করে দুই কাণ।(১)
কাঞ্চন বরণ, চারি খুর যেন,
রসানেতে মাজিয়াছে।
স্ফটিকের আভা, জঙ্ঘা চারি শোভা,
তেজে আলো করি আছে।
চামরলম্বিত, ধরণী চুম্বিত,
শোভা কি তেমন আছে?
মহানদী যেন, বেগেতে গমন,
নীলাচলে করিয়াছে।
উচ্চৈঃশ্রবাসুত, সর্ব্বগুণযুত,
দোষ হীন সুলক্ষণ,
বেগে যদি ধায়, কে ধরিবে তায়,
পারে কি নারে পবন।
গতি তুল্য দিতে, নাহি লয় চিতে,
মন পারে কি না পারে?

১। চঞ্চলা বিদ্যুৎ মেঘে অচলা হইয়া কর্ণযুগল রূপে প্রতীয়মান হইতেছে।

হেন মনে লয়, না পারে নিশ্চয়,
পাছে পড়ে, মন হারে।
নানা আভরণ, সাজায় রাজন,
যেখানে যেমন সাজে,
খরতর ধাব, লাগাম হীরার,
না মানে সে অশ্বরাজে।(১)
কিবা মুখছন্দ, মণি চুণি বন্ধ,
মারকত শোভে ভালো,
কি কব বিশেষ, রূপ অবশেষ,
দশ দিক্ করে আলো।
মণিচূড়া পরে, শিরে শোভা করে,
কলগা তাহার নাম,
নীলগিরি ফেটে, মণিকোঁড়া উঠে,
সে বুঝি করে বিরাম?
সোণায় জড়িত, মণি বিরাজিত,
গাঁথিয়া তাহাতে হার,—

১। তাদৃশ, বল্‌গাও অশ্বের বল-বিক্রম রোধ করিতে পারে না।

অশ্বের গলায়, কিবা শোভা পায়,
তুল্য কিসে দিব তার ?
মুকুতা প্রবাল, গাঁথি মালা জাল,
অশ্বঅঙ্গ ঢাকি আছে,—
শ্যামল বরণে, যেন তারাগণে
মেঘকোলে খেলিতেছে।
মুক্তা ছড়া ছড়া, তাহে কেশ জড়া,
বিনা পবনেতে হেলে,
যেন সৌদামিনী, যুক্ত কাদম্বিনী
থাকিয়া থাকিয়া খেলে।
পায়েতে ঘুঙ্গুর, বাজে সুমধুর,
জয়ঘণ্টা সে গলায়,
চন্দন সিন্দুর, কপালে সুন্দর,
জয় পত্র দিল তায়।
পুত্র ষড়যুত, লক্ষ লক্ষ দূত,
দিয়া বিদায় করিল,
চলিল উল্লাসে, পৃথিবী তরাসে,
দেখি কাঁপিয়া উঠিল।

শ্রীদুর্গাপ্রসাদে, মনের আহ্লাদে,
বলে গঙ্গা-পদতলে,
আমার এ কায়, যদি কাকে খায়,
ভাসে যেন তব জলে।

রাগিণী বেহাগ। তাল আড়া।

ধুয়া। চলে রাজগণ, সঙ্গে সেনাগণ,
জয়পত্র লইয়া তুরঙ্গম।
প্রথমতঃ পূর্ব্ব দিকে অশ্বের গমন,
যত দেশ ছিল, তথা করিল ভ্রমণ।
সে দেশ করিয়া জয় উত্তরে চলিল,
হিমালয় পর্ব্বত পর্য্যন্ত গিয়াছিল।
তার পর পশ্চিম দিগেতে উপনীত,
চলিল দক্ষিণে শেষে করিতে শাসিত,
চারিদিগে সগর রাজার গণ যত,
পাইল সন্তোষ যত, তাহা কব কত।
যে সকল রাজা ছিল রাজার বিগণ,
দেখিয়া চিন্তিত অতি সকলের মন।

পরস্পর রাজগণ কেহ কারে কয়,
কেন মিছে ভার আর কে করিবে জয়?
জান ত রাজারে সবে প্রতাপে যেমন,
ইহাতে হইলে বাদী হারাবে জীবন।
রাজগণ সকলেতে জয়পত্র দিলা,
সগরনন্দন যত দক্ষিণে চলিলা।
হরষে চলিল সবে সমুদ্রের ধারে,
ভাবে সেনা, হইল জয়, ভয় আর কারে?
দিক্ দেশ পর্য্যটনে শ্রম অতিশয়,
রাজার নন্দনগণ সেনাগণে কয়,
শ্রমজন্য পথে দুঃখ পাইলা সবাই,
আজি চল সকলেতে সুখে নিদ্রা যাই।
এই কথা কহি সবে করিল শয়ন,
নিদ্রা হৈল সকলের শুন বিবরণ।
দ্বিজ দুর্গাপ্রসাদ ভাবিয়া মন্দাকিনী
রচিল পুস্তক গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী।
ইন্দ্র ভাবে আর কেন রাজ্য বুঝি যায়,
শত যজ্ঞ সাঙ্গ হলে না হবে উপায়।

যজ্ঞবিঘ্ন না করিলে রাজা ইন্দ্র হয়,
মন্ত্রণা করিলা মনে, চুরি করি হয়।
স্বপদ রাখিতে ইন্দ্র করিলা চাতুরী,
আপনি আসিয়া শেষে অশ্ব করে চুরি।
চুরি করি নিয়া ঘোড়া রাখে পাতালেতে,
যেখানে কপিল মুনি আছিলা যোগেতে।
সেইখানে বান্ধি অশ্ব ইন্দ্র পলাইল,
প্রভাতেতে সেনাগণ জাগিয়া উঠিল।
স্বস্থানে নাহিক ঘোড়া দেখিয়া নয়নে,
স্বপন দেখিয়া যেন ভাবে মনে মনে।
দেখ, ঘোড়া কোথা গেল? কে করিল চুরি?
পলাইল নতুবা কে করিল চাতুরী।
ঘোড়া গেলে যজ্ঞ নষ্ট হইবে রাজার,
রাজার কোপেতে কারো প্রাণ বাঁচা ভার।
খেদ করে সকলেতে ঘোড়া না দেখিয়া,
নানা স্থানে ভ্রমে সবে অশ্ব তপাসিয়া।
মহাবলবান্ রাজপুত্র ষাটি হাজার,
যুদ্ধে অতি সুনিপুণ তুল্য নাহি আর।

ভাল হৈল, অশ্ব গেল, বসিয়া সকলে,
কোপে বলে, স্বর্গ মর্ত্ত্য যাবে রসাতলে।
অশ্ব অন্বেষণ জন্য চারিদিগে চলে,
জল স্থল পর্ব্বত দেখিল ভূমণ্ডলে।
দিগ্বিদিক্ পৃথিবীর যত দেশ ছিল,
একে একে সেনাগণ সকলি দেখিল।
ঘোড়া না পাইয়া সবে হইল ভাবিত,
ভাবে মনে, কি করিব, একি বিপরীত?
পুনর্ব্বার সকলেতে আইল সেস্থানে,
ঘোড়া চুরি গিয়াছিল পূর্ব্বেতে যেখানে।
দ্বিজ দুর্গাপ্রসাদ ভাবিয়া মন্দাকিনী
রচিল পুস্তক গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী।

বিস্ময় ভাবিয়া সবে দেখিছে তরঙ্গ,
হেনকালে তথা এক দেখিল সুড়ঙ্গ।
খুর-চিহ্ন দেখে সবে করিল বিচার,
পাইলাম সন্ধান কোথায় যাবে আর?
মহাতুষ্ট রাজগণ কহে তার পরে,
একজন যাও দেখি সুড়ঙ্গ ভিতরে।

আজ্ঞামাত্র জনেক সুড়ঙ্গ পথে যায়,
মহা অন্ধকার, কিছু দেখিতে না পায়।
হাত পাঁচ সাত পথ গর্ত্তে গিয়াছিল,
দিক্‌হারা ক্ষিপ্ত যেন হাপিয়া উঠিল।
সকলে জিজ্ঞাসা করে, কহ সমাচার ?
মূর্চ্ছাপন্ন জড় যেন বাক্য নাহি তার।
কিঞ্চিৎ বিলম্বে দূত কহে তদন্তরে,
আমার বংশেতে যেন চাকরী না করে !
মরিয়া ছিলাম ভাই গিয়া অন্ধকারে,
যমালয় সমান, যাইতে কেবা পারে ?
শুনি যাটি হাজার কুমার রাজা বীর,
বলে কোথা যাবে আর থাকিতে শরীর ?
গিয়াছে এ পথে ঘোড়া সাক্ষী আছে তার,
না কাটিলে এই পথ ঘোড়া মেলা ভার।
এত বলি বিশ্বকর্ম্মে করিল স্মরণ,
শুনি বিশ্বকর্ম্মা তথা আইল তখন।
বলে যাটিহাজার কোদালি শীঘ্র দেও,
আড়ে দীর্ঘে একক্রোশ মাপ এই লও।

শুনি বিশ্বকর্ম্মা বলে, করি নিবেদন,
কোন তুচ্ছ দ্রব্য জন্য করিলে স্মরণ,
এত বলি কোদালি আনিয়া শীঘ্র দিল,
লইয়া কোদালি পৃথ্বী কাটিতে লাগিল।
প্রিয়ব্রত-যশ সপ্ত রথচক্র-চিহ্ন,(১)
সেই চিহ্ন কাটিয়া করিল ভিন্ন ভিন্ন।
লবণেক্ষু-সুরা-হবিঃ-দধি-দুগ্ধ ছয়।
জলান্তক(২) সমুদ্রের সপ্ত নাম হয়।
সপ্তদ্বীপ সপ্ত উপদ্বীপ পৃথিবীর,
কর্ম্ম ভূমি এই দ্বীপ, শুনহ সুধীর।
কাটিয়া সাগর শেষে পাতালে পশিল,
যেখানে কপিল মুনি ধ্যানেতে আছিল।
দ্বিজ দুর্গাপ্রসাদ ভাবিয়া মন্দাকিনী
রচিল পুস্তক গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী।

১। মনুর জ্যেষ্ঠপুত্র প্রিয়ব্রত রাজার কীর্ত্তিস্বরূপ তদীয় রথচক্রের সপ্তচিহ্নে সপ্ত সমুদ্র জন্মে।

২। যাহার অন্ত অর্থাৎ শেষটীর নাম জল, তাহাকে জলান্তক কহে।

রাগিণী পরজ। তাল জৎ।

ধুয়া। গঙ্গানাম রসনা সর্ব্বদা কর গান,
মিছা কাজে দিন যায় আয়ু অবসান।

দেখে সবে, ঘোড়া বান্ধা মুনির নিকটে,
শিহরিয়া বলে, ভাই চোর সাধু বটে।
চোরের চরিত্র চিন্তা বুঝন সংশয়,
ঘোড়া চোর বেটা ত সামান্য লোক নয়?
বলে দেখ বসিয়া কি ভাব পরিপাটী?
চিনিবে বলিয়া গায় মাখিয়াছে মাটী।
কেহ বলে চোরের সাহস দেখ ভাই,
এত ধুম ধামে কিছু ভুরুভঙ্গী নাই।
দেখ না রুদ্রাক্ষমালা, এই এক ছলা,
নখে বুঝি সিঁদ কাটে, সাক্ষী রাখে মালা।
জটা গুলা মোটা দেখ, মরি কি নয়ন,
দৃষ্টি নাই, মন্ত্রসিদ্ধ, যেন চোর নন!
কেহ বল্লে ঘোড়া চোর ভবানীভাবক,
পুরুষানুক্রমে মহাবিদ্যা উপাসক।

কিবা সে বিদ্যার মর্ম্ম বুঝ না হে ভাই,
উয়েতে খাইছে অঙ্গ, তবু উঠে নাই,
সাত পাঁচ ভাবি মিলে ডাকে তার পরে,
প্রকৃতত চোর নহে, উত্তর দিবে কারে ?
মহাবিদ্যা উপাসনা করিছে কপিল,
বান্ধি পাদপদ্ম মনে, আঁটিয়াছে খিল।
যোগে ভাবে মারে, কিছু নাহি বাহ্যজ্ঞান,
অন্তরে করিছে পদাম্বুজ-মধু-পান।
মায়ের চরণ ভাবে যোগেতে বসিয়া,
লক্ষ লক্ষ যুগ গেল আনন্দে বহিয়া।
ভক্ষণ কেবল বায়ু পূর্ব্বেতে আছিল,
ভাবিতে ভাবিতে পদ সেহ না রহিল।
কাটে যে সংসার মায়া সকল জঞ্জাল,
কালীনাম অসিতে কহিলা মহাকাল।
সেই কালীর নামবলে বল যে মুনির,
যম যারে পূজে, কি করিবে সুর বীর ?
রাজপুত্র সকলেতে ডাকে মুনিবরে,
উত্তর না পেয়ে ক্রোধে পদাঘাত করে।

পদাঘাতে মর্ম্মপীড়া পায় মুনিবর,
চক্ষু মেলে, কোপভরে কাঁপে কলেবর।
কপিলের কোপানলে বাঁচে সাধ্য কার ?
দৃষ্টি মাত্র ভস্ম ষাটি হাজার কুমার।
দেবীপুত্র মুনিবর তাহাতে ব্রাহ্মণ,
ব্রাহ্মণের শাপ কভু না হয় খণ্ডন।
গায়ত্রী সাক্ষাৎ ব্রহ্ম যে শরীরে আছে,
নারায়ণ সর্ব্বদা সভয় তাঁর কাছে।
ব্রাহ্মণের মর্য্যাদা রাখিতে নারায়ণ,
ভৃগু-পদ-চিহ্ন বক্ষে করিলা ধারণ।
ব্রাহ্মণের অপমান করে যে পামরে,
নিজে মজে পাপে সপ্ত কুল নষ্ট করে।
কপিলের শাপে তব পূর্ব্ব কুল ধ্বংস,
জন্মেছিল সগরের কেবল কুবংশ।
অপর বৃত্তান্ত বাছা শুন অতঃপর,
বংশের তিলক ভগীরথ গুণাকর।
দ্বিজ দুর্গাপ্রসাদ ভাবিয়া মন্দাকিনী
রচিল পুস্তক গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী।

সগর রাজার সুত, ব্রহ্মশাপে যড়সুত,
ভস্ম হয়ে পাতালে রহিল ;
দূত আসি ত্বরান্বিত, অযোধ্যায় উপস্থিত,
সবিশেষ রাজারে কহিল।
শুনি রাজা ব্রহ্মশাপ, পায় মহামনস্তাপ,
পুত্রশোকে কান্দে উচ্চৈঃস্বরে,
ছিন্ন-তরু-সম কায়, ভূমে গড়াগড়ি যায়,
শোকানলে দহে কলেবরে।
খেদ করি রাজা গলে, ভাসিল নয়নজলে,
কপালেতে করে করাঘাত,
বলে বিধি হায় হায়, একেবারে একি দায়,
ব্রহ্মশাপ একি অকস্মাৎ!
এইমত খেদ করে, ডুবিয়া শোক সাগরে,
শোকে জ্ঞান নাহিক রাজার,
এক পুত্র যায় যার, সে শোক পাসরা ভার,
মরে বাটী হাজার কুমার!
গেল পুত্র গেল যাগ, কোথা সেই অনুরাগ,
শোক জন্য কান্দিয়া অস্থির,

শোক সম নাহি পাপ, মরি তাহে ব্রহ্ম শাপ,
মূর্চ্ছাগত কম্পিত শরীর।
শোকেতে পাগল হয়, ধন জন ধর্ম্ম ক্ষয়,
শোকে লোক অনায়াসে মরে,
ধ্যান জ্ঞান বুদ্ধি যান, শোকেতে সকলি যান,
শোক যেন না পায় পামরে! (১)
তার পর সগরেরে, সকলে সান্ত্বনা করে,
শুনি শান্ত হইল রাজন,
পরামর্শ করে তবে, যাগ সাঙ্গ কিসে হবে,
বল শুনি করিব কেমন?
যুক্তি সবে দিল সার, অংশুমানে দেহ ভার,
ইনি যাউন মুনির নিকটে,
রাজা বলে না হে আর, পূর্ব্বমত পুনর্ব্বার,
হয় পাছে, বিপরীত ঘটে।
শুনিয়া কথা রাজার, শঙ্কা হয় সবাকার,
কে করিবে উত্তর রাজারে,

১। পামর অর্থাৎ দুঃখসহিষ্ণু জঘন্য লোকেরও যেন শোক না হয়।

শেষে আমি যোগধর্ম্ম, ভূপে কহিলাম মর্ম্ম,
ভাব দেখি কেবা রাখে কারে?
অনিত্য মিছা সংসার, মিছামিছি করে সার,
ভবে জাল ভবানীর মায়া,
সম্বন্ধ জীবনাবধি, ভাব দেখি মরে যদি,
কোথা জীব কোথা থাকে কায়া?
সংক্ষেপেতে যোগ ধর্ম্ম, শুনিয়া বুঝিল মর্ম্ম,
ভাবে রাজা মিছা করি শোক;
ডাকিয়া অংশুমানেরে, বিদায় করিল তারে,
কহে মোহে না হয় পলক(১)।
পথে সাবধানে যাবে, মুনিকে বিনয়ে কবে,
কহিবে আমার নিবেদন,
সগর দাস তোমার, পুত্রশোকে বাঁচা ভার,
বনে গিয়া ত্যজিবে জীবন।
বুঝাইয়া মুনিবরে, অশ্ব লয়ে শীঘ্র ঘরে
আসিবা, বিলম্ব করা নয়,

১। মোহে চক্ষুর পলক ছিল না।

ত্বরা না আইলে তুমি, অরাজক হবে ভূমি,
এই কথা মনে যেন রয়।
অংশুমান্ তার পরে, সবারে প্রণাম করে,
বিদায় হইয়া রাজা যায়,
শ্রীদুর্গাপ্রসাদ ভণে, মনোদুঃখ মনে মনে,
নিবেদন করি রাঙ্গাপায়।

রাগিণী সরফরদা। তাল আড়া।

ধুয়া। করুণা কর হে ভূদেব নারায়ণ।
ক্ষম দোষধরি পায়, বল প্রভু কি উপায়,
রক্ষা কর শুন তপোধন।

অংশুমান্ দুর্গা বলে করিল গমন,
মুনির নিকটে গিয়া করে দরশন।
মুনিবর ধ্যানে আছে মুদিয়া নয়ন,
ভাবে রাজা কি করিব একি বিড়ম্বন?
প্রণাম করিয়া স্তব করে মুনিবরে,
বলে রাজা মহামুনি কে চিনে তোমারে?

আপনি সাক্ষাৎ ব্রহ্ম ধ্যান কর কারে ?
বাষ্পবারি দুনয়নে অবিরত ঝরে।
সন্ন্যাসীর শিরোমণি শুন দয়াময়,
ব্রাহ্মণ শরীরে ক্রোধ কতক্ষণ রয় ?
ক্ষমাকর দোষ রোষ, পদছায়া দেও ;
কৃপা করি কাতর কিঙ্করে কিনে লও।
অংশুমান্ কাতর হইয়া যেই কয়,
ধ্যান ভঙ্গ করি মুনি চাহে পরিচয়।
অংশুমান্ বলে, অবিদিত কিবা আছে ?
আমি কোন্ ক্ষুদ্র, কি বলিব তব কাছে ?
সূর্য্যবংশে জন্ম রাজা নামেতে সগর,
তাঁহার পৌত্র বাস অযোধ্যানগর।
কহিতে উথলে দুঃখ সমুদ্র-সমান,
করিয়াছ চিহ্নিত দাসের অপমান।
তব শাপে ভস্ম কুল, আর গতি নাই,
নির্ম্মল কুলেতে কালি, ইচ্ছা বিষ খাই।
কি রূপে হইবে যজ্ঞ, শাপ বিমোচন,
কৃপা করি দীননাথ বলহ কারণ।

শুনি মুনি ধ্যান করে কাতর দেখিয়া,
কহিলেন পূর্ব্ব কথা সংক্ষেপ করিয়া।
অশ্ব দিয়া কহিলা বিশেষ সমাচার,
হইলাম তুষ্ট, কিন্তু ইচ্ছা দেবতার।
খেদ না করিও রাজা, কহি শুন সার,
শক্তি উপাসনা বিনা মুক্তি হয় কার?
বশিষ্ঠ মুনিকে তুমি কহিবে যখন,
ইহার উপায় পথ হইবে তখন।
শুনিয়া মুনির কথা বিদায় হইল,
অশ্ব নিয়া অযোধ্যায় ত্বরায় আইল।
রাজার নিকটে অশ্ব দিলেন রাজন,
মুনি আজ্ঞা রাজারে করিল নিবেদন।
শুনি মহা তুষ্ট রাজা, যজ্ঞ সাঙ্গ করে,
গঙ্গা-আরাধনা হেতু আমি কহি পরে।
ভগীরথ বলে গুরু প্রণাম তোমারে,
গঙ্গা তিনি কোন্ দেবী, বলহ আমারে।
বশিষ্ঠ বলেন, বাছা শুনহ কারণ,
কহি তবে গঙ্গার জনম বিবরণ।

শুক্রবারে প্রথম উল্লাস গান সার,
দ্বিজ দুর্গাপ্রসাদ গঙ্গার গুণ গায়।
প্রথম উল্লাস সমাপ্ত।

মুনি কন ভগীরথ করহ শ্রবণ,
গঙ্গার জন্মের কথা শুন দিয়া মন।
দক্ষ-প্রজাপতি-কন্যা, এক জন্ম যার,
দ্বিতীয় জন্মেতে গিরি-কন্যা সারাৎসার।
একবার প্রসূতিরে করিলেন ধন্যা,
তার পর মেনকার হৈলা দুই কন্যা।
পরোপকারের জন্য শরীর ধারণ,
আদ্যা মহাবিদ্যা মায়া, জানে কোন্ জন ?
গঙ্গার জন্মের কথা শুন হয়ে স্থির,
শুনি ভগীরথ-নেত্রে ঝরে ভক্তি-নীর।
দক্ষ প্রজাপতি ঘরে আদ্যা জন্ম নিলা,
শিবনিন্দা শুনি সতী শরীর ত্যজিলা।
সতীশোকে সদাশিব করিয়া রোদন,
সতী জন্য নানা স্থানে করিলা ভ্রমণ।

কোন খানে না পাইয়া সতীর উদ্দেশ,
কামরূপ ধ্যান করে বসিলা মহেশ।
বিশ্বের ঈশ্বর বিভু শম্ভু ভাবে যাঁরে,
তাঁহার ভাবনা ভাব কে কহিতে পারে ?
ন্যাস মুদ্রা ভূতশুদ্ধি সাধন ধারণ,(১)
উপাসনা মুক্তি-পথ ব্রহ্ম নিরূপণ,
কর্ম্মাকর্ম্ম ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান উপদেশ,
মহেশের সৃষ্টি, ব্রহ্মা জানেন বিশেষ।
হৃদিমধ্যে আকাশে মানস সরোবর,
আছে সেই সরোবরে পদ্ম মনোহর।
ভব হৃদাকাশে ভক্তি ভানুর উদয়,
দেখি ভক্তি-ভানু পদ্ম প্রকাশিত হয়।
পরমা-পরম-পদ পদ্মে ভাবে ভব,
ভাবে হৃদে পাদপদ্ম কি রূপে পাইব ?

১। অঙ্গন্যাস করাঙ্গন্যাস প্রভৃতি। মুদ্রা অঙ্গুল্যাদির সন্নিবেশ, যথা ধেনুমুদ্রা প্রভৃতি। ভৌতিক দেহের সংশোধন প্রক্রিয়াকে ভূতশুদ্ধি বলে। প্রাণায়ামাদির দ্বারা চিত্তের একাগ্রতাকে ধারণ করে।

কাদম্বিনী(১) কাতর দেখিয়া কৃত্তিবাসে,
উদয় হইল তব হৃদয় আকাশে।
জলধর জিনিয়া বরণ মুক্তকেশ,
রূপ রঙ্গ অঙ্গ ভঙ্গ লাবণ্যের শেষ।
কৃপা করি পাদপদ্ম হৃদ্‌পদ্মে দিলা,
শবাকার ছিল শিব, সজীব হইলা।
মহামায়া মহাদেব মনেতে বিশ্রাম,
শিবের সর্ব্বস্বধন জপে দুর্গানাম।
দ্বিজ দুর্গাপ্রসাদ ভাবিয়া মন্দাকিনী
রচিল পুস্তক গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী।

রাগিণী সোহিণী। তাল আড়া।

ধুয়া। দুর্গানাম সম ফল নাহি বেদে বলে।
দুর্গানাম এক বার, নিঃসরে বদনে যার,
চতুর্ব্বর্গ ফল তার, লাভ হয় করতলে।

১। কাদম্বিনী মেঘমালা এখানে হরহৃদয়াকাশে উদিত কাদম্বিনীপদে কালীরূপ প্রতীত হইবে।

মঞ্চে মধুসূদনেরে, গোবিন্দ দোলায়,
রথে দৃষ্টি বামন করিতে যদি পায়।
অনায়াসে মুক্ত হয়, কথা মিথ্যা নয়।
দুর্গা নাম ততোধিক চারি বেদে কয়।
কাশীনাথ কাশীতে পূজয়ে যেই নরে,
গয়াতে পিতার শ্রাদ্ধ শত বার করে,
ত্রিবেণীতে মাঘে স্নানে ফল যত হয়,
দুর্গানাম ফলতুল্য কিছুই কিছু নয়।
দুর্গাসুর ভয়ে দুর্গে(১) পড়ি দেবগণ,
বাঁচিলা সে ভয়ে, ভাবি অভয়া-চরণ।
দুর্গাসুর বধ করি দুর্গা-নাম সার,
অতি দুর্গে দুর্গা বিনা গতি নাই আর।
কলিতে কেবল কালী তারা দুর্গা নাম,
এ নাম বঞ্চিত যেই, বিধি তারে বাম।
দুর্গানাম দিনান্তে নিঃসরে মুখে যার,
চতুর্ব্বর্গ ফল অনায়াসে লাভ তার।

১। দুর্গমে।

গুরুমুখে ভগীরথ শুনি দুর্গানাম,
নয়নে আনন্দ ধারা ঝরে অবিরাম।
ভগীরথ বলে, গুরু প্রণাম তোমারে,
দুর্গানাম ফল কিছু বলহ আমারে।
বশিষ্ঠ বলেন, বাছা, শুন ইতিহাস,
অম্বিকাখণ্ডেতে কথা অপূর্ব্ব প্রকাশ।
দ্বিজ দুর্গাপ্রসাদ ভাবিয়া মন্দাকিনী
রচিল পুস্তক গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী।

জয় নামে রাজা, তার রাণী পুণ্যশীলা,
কাশী নামে এক পুত্র ক্ষণে জন্মেছিলা।
সুশীলা নামেতে কন্যা অতি রূপবতী,
রূপের কি দিব তুল্য যেন ভগবতী!
পুত্রের বিবাহ দিল পরম হরষে,
কন্যাদান করে রাজা অষ্টম বরষে।
এক কন্যা এক পুত্র প্রিয়তম অতি,
পুত্রের অধিক স্নেহ সুশীলার প্রতি।
সুশীলা সুশীলা শিশু সুন্দরীর শেষ,
বিভু নামে জামাতার রূপে দীপ্ত দেশ।

জামাতা সুতেরে রাজা বলে ডাক দিয়া,
বিদ্যা উপাসনা নাই কি কর বসিয়া ?
ভরদ্বাজ মহামুনি গোদাবরী তীরে,
যোগেতে আছেন গুরু বসিয়া কুটীরে।
তার কাছে গিয়া বাছা পড়িবে দুজনে,
অচলা করিবে ভক্তি গুরুর চরণে।
শুনি কাশী বিভু, ভূপে বন্দিলা তখন,
শুভ দিন ক্ষণে যাত্রা করে দুইজন।
ঘরে গিয়া রাণীস্থানে বিদায় হইলা,
বিদায় করিয়া রাণী কান্দিতে লাগিলা।
ঠেকিল বিষম দায় রাণী মমতায়,
যাও কিম্বা রও কথা বলা হৈল দায়।
রাণী বলে এসময় বলা কিছু নয়,
আর নাই মা বলিতে মনে যেন রয়।
সুশীলা বালিকা, বিভু কি কব তোমাকে,
আমার বাছারে বাছা, মনে যেন থাকে।
আশীর্ব্বাদ করি, রক্ষা করিবেন শিবা,
কৃতকার্য্য হয়ে, শীঘ্র ঘরেতে আসিবা।

কাশী বিভু রাজরাণী প্রণাম করিয়া,
চলিল গুরুর কাছে বিদায় হইয়া।
দ্বিজ দুর্গাপ্রসাদ ভাবিয়া মন্দাকিনী,
রচিল পুস্তক গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী।

ঘোড়া চড়ি দুইজন, হরিষে করে গমন,
নানা দেশ গেল ছাড়াইয়া,
গোদাবরী তীর্থ তীরে, মুনিরে দেখি কুটীরে,
সেই খানে উতরিল গিয়া।
দেখে মুনি যোগাসনে, ব্রহ্মরূপ ভাবে মনে,
সেই ভাবে মনে মনে হাসি,
ভক্তিভাবে গদ গদ, বন্দিয়া গুরুর পদ,
পরিচয় দিল বিভু কাশী।
শুনি মুনি পরিচয়, প্রেমেতে পুলক হয়,
নিজ শিষ্য সন্তান জানিয়া,
স্নেহে আশীর্ব্বাদ করি, বসাইল করে ধরি,
ভোজনাদি ফল মূল দিয়া।
পরেতে করেন দীক্ষা, সর্ব্বশাস্ত্রে হৈল শিক্ষা,
কাশী বিভু হইল পণ্ডিত,

বুঝিল গুরুর মর্ম্ম, গুরুসেবা বিনা-ধর্ম্ম,
কর্ম্ম করে, সে জন বঞ্চিত।
গুরুপদে দৃঢ়মন, সেবা করে দুইজন,
কত দিন এইরূপ ছিলা,
শেষে গুরু আজ্ঞা নিয়া, গুরুপদে প্রণমিয়া,
নিজ দেশে গমন করিলা।
দু তরিতে দুই জন, ভাসিল সুখেতে মন,
বলে বাহ ত্বরায় কাণ্ডারী,
শুনি সবে বাহে ঘন, চলিল পবন যেন,
গমনের তুল্য দিতে নারি।
কিবা নৌকা কিবা দাঁড়ী, গান করে কেহ সারি,
মধ্যেপথে শুন সমাচার,
বিভু বলে কাণ্ডারীরে, বারেক লাগাও তীরে,
পীড়া কিছু হেয়েছে আমার।
কাণ্ডারী বিনয়ে কয়, বলে শুন মহাশয়,
তীরে কেবা যায় এ সময় ?
সুবিধা ভাগ্যেতে পায়, সুবিধা কি ছাড়া যায় ?
বিবেচনা নাহি মহাশয়।

বিভু তাবে একি দায়, পীড়া জন্যে প্রাণ যায়,
ধর্ম্মপথে কোটি নমস্কার,
এত বলি তার পরে, জলেতে প্রস্রাব করে,
শুন সে আশ্চর্য্য সমাচার।
জলে যে প্রস্রাব করে, ব্রহ্মহত্যা তারে ধরে,
তাহে মহাতীর্থ গোদাবরী,
পাইয়া বিভুর ছল, ক্রোধে জল টলমল,
তুফানে পড়িল বিভু তরী।
কাশী সে নিষ্পাপ ছিল, পুণ্যজন্যে এড়াইল,
বিভু পড়ে বিষম তুফানে,
বিভু কান্দে বলে হায়, আপততঃ একি দায়,
বিপাকে পড়িয়া যাই প্রাণে।
না পড়ি প্রলয় ঝড়ে, বৃক্ষের না পাতা নড়ে,
বায়ু নাই নদী কেন নড়ে?
নাহি অন্য উৎপাত, একি দায় অকস্মাৎ,
বজ্রাঘাত শিরে যেন পড়ে।
পড়িয়া ব্যাধের ফান্দে, পশু প্রাণ ভয়ে কান্দে,
সেইমত বিভুর হইল,

সুপথ নাহিক পায়, কুপথে তরণী যায়,
ভয়ে বিভু কান্দিতে লাগিল।
শ্রীদুর্গাপ্রসাদ বলে, গঙ্গার চরণ তলে,
দয়া কর সুরশৈবলিনি,
কণ্ঠে করে অধিষ্ঠান, শুন মা নূতন গান,
নাম গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী।

রাগিণী বেহাগ। তাল ঠেকা।

ধুয়া। তারিণী চরণে মজ মন দিন যে গেল,
কি কর বসিয়ে মন মুখে কালী তারা বল।

বিভু হৈল অনুদ্দেশ পড়িয়া তুফানে,
কাশী বলে কোথা গেল যাব কোন্ খানে?
কান্দে কাশী বিভু জন্যে করিয়া বিলাপ;
ফণি যেন মণিহারা, পায় মনস্তাপ।
বালক কালের বন্ধু, সতীর্থ(১), আমার
আমার মনের কথা কে বুঝিবে আর?

১। এক গুরুর শিষ্যেরা পরস্পর সতীর্থ।

লোকে জানে কাশী বিভু ভিন্ন মাত্র কায়,
এখন আছয়ে প্রাণ দেহে, হায় হায় !
দোসর নাহিক আর বল কি করিব ?
ঘরে গিয়া মাতারে পিতারে কি বলিব ?
বিভু কোথা ? মা যখন বলিবে আমারে,
বুঝাইব কি বলিয়া, কি বলিব তাঁরে ?
পুত্র প্রতি মা বাপের স্নেহ অতিশয়,
ততোধিক জামাতা কন্যাতে লোকে কয়।
সহোদরা সুশীলা সুন্দরী ধর্ম্মশীলা,
জিনি রূপ রুক্মিণী,-কি শাপে জন্মেছিলা ?
সে যখন দাদা বলি সুধাবে আমারে,
ভাবিতে যে প্রাণ যায়, কি কহিব তারে ?
এমন সময়ে কোথা শিবসীমন্তিনী,
রক্ষাকর এই দুর্গে মহিষমর্দ্দিনী !
কাতর হইয়া কালী ডাকি মা তোমারে,
পড়িয়াছে তব দাস বিপদ পাথারে।
কোথা গেল বিভু, মাগো দেখিতে না পাই,
আছে কি না আছে বিভু এই সাক্ষী চাই।

সাক্ষী না পাইলে তবে ঝাঁপ দিব জলে,
হেনকালে, প্রাণে আছে নরাঙ্কিতে বলে।
নরাঙ্কিত শুনি, কাশী পাইল আশ্বাস,
দেশেতে যাইতে কিন্তু না হয় বিশ্বাস।
কূলে লাগাইয়া তরী, সাত দিন ছিল,
সন্ধানের পথ যত সন্ধান করিল।
না পেয়ে উদ্দেশ, শেষে হইল ভাবিত,
সঙ্গের সকল লোক বুঝাইল নীত।
দেশে চল মহাশয়, শুন সমাচার,
পশ্চাৎ আসিবে বিভু, কেন ভাব আর ?
চিন্তিত হইয়া পরে দেশেতে চলিল,
বাটীর ঘাটেতে আসি তরী লাগাইল।
সংবাদ লইয়া দূত কহিল রাজারে,
শুনি রাজা, সুসংবাদ দেন সবাকারে।
মঙ্গল আচার করে, আছে যে বিধান,
ব্রাহ্মণ পণ্ডিতে বহু ধন করে দান।
নৌকা হৈতে উঠিয়া ঘরেতে গেল কাশী,
রাজার চরণে আগে [illegible] আসি।

কাশীর সঙ্গেতে রাজা, বিভু না দেখিয়া,
কি কথা কহিবে কিছু না পায় ভাবিয়া।
সুভেরে দেখিয়া আগে হয়েছিল সুখ,
জামাতা না দেখি সঙ্গে হইল বিমুখ।
শ্রীদুর্গাপ্রসাদ বলে ভাবি মন্দাকিনী,
রচিল পুস্তক গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী।

শ্রীরাগ। তাল ধামাল।

ধুয়া। কি করিব কোথা যাব কেমনে জীবন ধরি,
আহা মরি কি শুনালি, মীন যেন ছাড়া বারি।

নয়নের জল, করে ছল ছল,
কাশী করে নিবেদন,
পথে বিভু নিয়া, ঝড়েতে পড়িয়া,
হইয়াছিল যেমন।
শুনিয়া রাজন, শোকে অচেতন,
হইল যেমন জড়,
কাটা কই যেন, মনে লয় হেন,
রাজা করে ধড় ফড়।

রাজা বলে কাশী, এখনি সন্ন্যাসী,
হই তবে ভাল হয়,
মিছার সংসার, বিভু বিনা আর,
সকলি আঁধারময়।
তোমার জননী, মরিবে এখনি,
শুনিলে এ সমাচার,
যাও তুমি তবে, সাবধানে কবে,
কি বলিব আমি আর।
রাজার বচন, শুনিয়া তখন,
রাণীর কাছেতে যায়,
বন্দিল রাণীরে, রাণী বলে ফিরে,
আমার বিভু কোথায়?
পুরবাসী দাসী, মাসী পিসী আসি,
বলে কাশী, বিভু কই?
কাশী বলে পাছে, শুন বিভু আছে,
পাবে কিছুদিন বই।
রাণী বল্লে একি, সত্য বল সে কি,
ধরিল কাশীর হাতে,

বল অরে ধন, বল বিবরণ,
দিয়া হাত মার মাথে।
কাশী পরে ভাবে, পরকাল যাবে,
মিছা বলা অনুচিত,
কহিল তখন, বিভু-বিবরণ,
শুনি রাণী চমকিত।
যেন শর-ঘায়, গড়াগড়ি যায়,
রাণী বলে বিষ খাই,
ওমা ভগবতী, একি মা দুর্গতি,
দাসীরে দয়া কি নাই?
আহা মরি মরি, আমার নাগরী,
সুশীলা শরদশশী,
জাগাইলে খায়, হায় একি দায়,
তার ভাগ্যে একাদশী!
ধিক্ বিধাতায়, সোণা সোহাগায়,
মরি কি মিলিয়াছিল,
সুশীলা সুন্দরী, রতনের তরী,
শোকসাগরে ডুবিল।

সুশীলা শুনিয়া,   আইল ধাইয়া,
বলে মা বল কারণ;
রাণী বলে আর,   কপালে তোমার,
কহিব কি অলক্ষণ।
শ্রীদুর্গাপ্রসাদে,   মনের আহ্লাদে,
বলে গঙ্গা-পদতলে,
আমার এ কায়,   যদি কাকে খায়,
ভাসে যেন তব জলে।

সকলের শোকের সাগরে মগ্ন মন,
কেবা কার কথা শুনে? করিছে রোদন।
সুশীলা সান্ত্বনা করে বলে স্থির হও,
কেন কান্দ কি কারণে? সমাচার কও।
সুশীলারে দেখিয়া সকলে করে খেদ,
বলে কিবা কথা মরি, করে মর্ম্ম ভেদ,
পরস্পর সকলেতে করে কাণাকাণী;
খেদে কিছু সুশীলারে কহে রাজরাণী।
রাণী বলে সোহাগিনী জ্ঞান হয় নাই,

তোমার কপাল মন্দ বঞ্চিত গোসাই।
এ যে রূপ অঙ্গ ভঙ্গী মণিময় হার,
এক জন বিনে বাছা সব অন্ধকার।
বলিতে না পারি আর প্রাণ বলে যাই,
পৃথিবী বিদরে যদি তাহাতে মিশাই।
তখন মাসীর কাছে, জিজ্ঞাসে সুশীলা,
শুনি সুশীলার মাসী কান্দিতে লাগিলা।
কপালেতে করাঘাত করে সীমন্তিনী,
বলে বাছা কি কহিব অনেক কাহিনী।
কাশী বিভু দুইজনে পথেতে আসিতে,
বিভু গেল কোথা, কেহ না পারে কহিতে।
আছে কি না আছে বিভু, এই সমাচার,
কি জানি কপালে বাছা, কি আছে তোমার।
শুনিয়া সুশীলা বলে, এই জন্য খেদ,
মিছা খেদ কর, মিছা না হইবে বেদ।
সুশীলার মাসী বলে, সে আর কেমন?
মার মায় যত পাকা কথা যে তেমন।
শ্রীদুর্গাপ্রসাদ দ্বিজ ভাবি মন্দাকিনী,

রচিল পুস্তক গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী।

সুশীলা বলে গো মাসী কেন ভাব আর,
যাত্রাকালে কথা আমি শুনিয়াছি তাঁর।
দুর্গা দুর্গা দুর্গা বলে করিলা গমন,
সে নামে আপদ হবে বেদ কি এমন!
শুনিয়াছি পুরাণে পূরয়ে মনস্কাম,
রণে বনে গমনে লইলে দুর্গানাম।
একবার দুর্গানাম বলে যেই নরে,
অপার সংসার সিন্ধু অনায়াসে তরে।
আমি জানি তিনবার দুর্গানাম নিয়া,
গিয়াছেন কেবল সে নামে ভর দিয়া,
তাঁহার আপদ্ কোথা কি করিবে ঝড়ে?
তবে মানি সূর্য্য যদি ভূমে খসি পড়ে।
দুর্গানামে আপদ হইবে যেই দিন,
সে দিন জানিবে মাসী না হইবে দিন।
দুর্গানামে আপদ কখন হয় কার?
আপদের আপদ্ সে দুর্গানাম সার।
শুনি সুশীলার মাসী অবাক্ হইল,

যাম্য(১) করাঙ্গুলি তুলি নাসিকায় দিল।
চমৎকার মানি, কোলে করে সুশীলায়,
বিশেষ করিয়া কথা রাণীরে বুঝায়।
এমন সময় দূতে সংবাদ আনিল,
ঘরেতে আইল বিভু, বলিতে লাগিল।
মৃতবৎ ছিল রাজা, নাহি ছিল জ্ঞান,
শুনিয়া বিভুর কথা, পায় যেন প্রাণ।
জয় জয় হুলাহুলি মহাকলরব,
ঘরেতে আইল বিভু, মহামহোৎসব।
সুশীলার দৃঢ়ভক্তি দুর্গানামে ছিল,
সেই পুণ্যবলে, বিভু ঘরেতে আইল।
কহিলাম, ভগীরথ, এক ইতিহাস,
নানা শাস্ত্রে নানামতে অপূর্ব্ব প্রকাশ।
দুর্গানাম জপ ফলে, ব্রহ্মার সৃজন,
দুর্গানাম জপি বিষ্ণু, করেন পালন,
দুর্গানামে মহাদেব, করেন সংহার,
গায়ত্রীকবচে আছে প্রমাণ তাহার।

(১) দক্ষিণ।

সেই দুর্গানাম শিব করিল ভজন,
তুষ্ট হয়ে ভগবতী, দিলা দরশন।
দ্বিজ দুর্গাপ্রসাদ ভাবিয়া মন্দাকিনী,
রচিল পুস্তক গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী।

পার্ব্বতী পরমাগতি, পশুপতি প্রতি সতী,
দয়াময়ী করুণা করিলা,
মায়াতে মোহিত করি, ভুলাইয়া কাম অরি,
পরে শৈলনন্দিনী হইলা।
ভূধরের কুটুম্বিনী, মেনকা ধর্ম্মশালিনী,
তপস্যা করিছে ঘোরতর,
আছে পুত্র, কন্যা জন্য, করে নানাবিধ পুণ্য,
শক্তি উপাসনা নিরন্তর।
সোণার গড়ায়ে যন্ত্র, পূজা করে, জানি তন্ত্র,
লক্ষ মন্ত্র নিত্য জপ করে,
পাদ্য অর্ঘ্য আচমন, নানা পুষ্প সচন্দন,
বসন ভূষণ দেয় পরে।

নৈবিদ্যাদি বলী হোম, ভোগ রাগ সুনিয়ম,
নিত্য লক্ষ ব্রাহ্মণ ভোজন,
ক্ষুধিত যে জন থাকে, ভোজন করায় তাকে,
রাজপুরে নাহি অনশন।
নগরে রমণী যত, প্রেমানন্দে উনমত্ত,
কেহ নৃত্য করে সুললিত,
তুলিয়া রাগের তান, ত্রিগুণার গুণ গান,
তালমানে সকলে মোহিত।
অনুকম্পা নাহি পায়, রাণী বলে একি দায়?
বুঝি তারা করিল বঞ্চিত,
যে কুলে জন্ম আমার, কেন দয়া হবে তাঁর,
এত পুণ্য কি আছে সঞ্চিত?
ধনের মুখেতে ছাই, কায়মনোবাক্য নাই,(১)
শ্রম বিনা দয়া হয় কারে?
আমারে ঘটিল তাই, কায়িক শ্রম ত নাই,
ইথে দয়া কি হবে আমারে?

---

(১) কায়মনোবাক্যে শ্রম ভিন্ন ধন ব্যয়ে দেবতার প্রসন্ন হয় না।

এত ভাবি তার পরে, রাণী শক্তি-ব্রত করে,
শুন সে আশ্চর্য্য সমাচার,
অচলা করিয়া ভক্তি, আরাধয়ে মহাশক্তি,
শক্তি বিনা পারে শক্তি কার ?
কালী পদে বান্ধি মন, তিন দিন অনশন,
চতুর্থ দিবসে জলাহার,
এইরূপ চারি মাস, ছাড়িয়া জীবন আশ,
উপবাসে অস্থিচর্ম্ম সার।
পরেতে ছাড়িল জল, ছয় মাসে নিষ্ফল,
ভোজন করয়ে এক দিন,
ইথে বাঁচে সাধ্য কিবা, ভরসা কেবল শিবা,
মেনকার তপস্যা কঠিন।
দৈব বিনা নাহি জোর, মেনকার যে কঠোর,
তুষ্ট তারা দেখিয়া তখন,
নিশাযোগে এক দিন, মেনকার ভাগ্যাধীন,
কাণে তাঁরে কহিলা স্বপন।
শুন গো মেনকা ধন্যা, হবে তব গর্ভে কন্যা,
আর তুমি না করিও খেদ,

যে ভাবে ভাব আমায়, এমনি ভাবিবে তায়,
শেষে যেন না হয় বিচ্ছেদ।
স্বপন সৌভাগ্য মানি, প্রভাতে উঠিয়া রাণী,
প্রেমানন্দে ভাসে অশ্রুজলে,
শ্রীদুর্গাপ্রসাদ ভণে, গঙ্গাপদ ভাবি মনে,
তপস্যা সকল হইল বলে।

রাগিণী রামকেলী। তাল ঠেকা।

ধুয়া। ডাকিয়া রাণী রামাগণে বলে।
কি হলো কি হলো কেন অঙ্গ জ্বলে।

মেনকারে মহামায়া সদয় হইলা,
পরে শুন, যে রূপেতে গঙ্গা জন্ম নিলা।
দুঃখ দূর করিতে, হরিতে ভব ক্লেশ,
জগৎ জননী, গর্ভে করিলা প্রবেশ।
মেনকার গর্ভের হইল অনুমান,
প্যাটের পোয়াতি তবু সদা সাবধান।
তিন মাসে অরুচি, শয়ন ভূমিতলে,

রুচি মাত্র পোড়ামাটী অধিক অম্বলে।
চারি মাসে সর্ব্বদা গা ভাঙ্গে, তোলে হাই,
উদর ডাগর ছর্দ্দি বলাধান নাই।
পাঁচ মাসে শয়ন হইল বিপর্য্যয়,
এই মাসে পৃথক্ হইল হিমালয়।
ছয় মাসে অঙ্গ জ্বলে, ফল মূল খায়,
রাণীর হাজার দাসী নিযুক্ত সেবায়।
সাত মাসে সদা ঘর্ম্ম স্তনে ভরে ক্ষীর,
বরণ পাণ্ডুর, নীলবর্ণ যত শির।
আট মাসে চলনে বলনে শক্তি নাই,
সখী বলে, প্রসব হইলে প্রাণ পাই।
পর্ব্বতের নারীগণ যেখানে যে ছিল,
নয় মাসে সাধ দিতে সকলে আইল।
কেহ বলে, একি রূপ দেখি মেনকার!
কেহ বলে সাটি সাটি বাছা রে আমার!
সঙ্গিনী রঙ্গিণী যত বয়েস সমান,
বলে, কাঁচা কাঞ্চনে কে দিল গো রসান? –
কেহ বলে, মেনকার কপাল ফিরিল,

ফলিবে এ ঝোঁক আর কার মনে ছিল?
বৃদ্ধ যারা রাণীকে করিয়া আশীর্ব্বাদ,
মনের মানসে দেয়, কাঁচা পাকা সাধ।
রাণী পরে নূতন বসন অলঙ্কার,
উপরোধে খায় সাধ, দিনে দশবার।
কাঁচাসর সরভাজা সদ্য ননী ছানা,
জলপানে ছানা চিনি মিছরির পানা।
আটভাজা কটু তৈল মাখিয়া লবণ,
নারিকেল খণ্ড দিয়া করায় ভোজন।
কেহ বলে, মরি বাছা ফলাহারে ভক্ত,
সখী বলে জানি ভাল সে দফায় শক্ত।
জিলাপি নিখুতি খাজা গজা মতিচুর,
পানিতয়া ছেনাবড়া কব কি প্রচুর।
খায় যত মেনকা না ঘুচে খাই খাই,
হাজার লোকের ভক্ষ্য, পাতে দিলে নাই।
আড়ে বসি সখী বলে কি হইল রাণী,
পরস্পর ঠারেঠোরে করে কাণাকাণী।
সাধ্য কার মেনকার ক্ষুধা শান্ত করে?

সা-ক্ষুধা রূপিণী, যার উদর ভিতরে।
কৌতুক করিতে মার এই এক মায়া,
পুনর্ব্বার পূর্ব্বমত হয় গিরিজায়া।
দশমাস দশদিন হইল পূর্ণিত,
রাজা রাণী দুইজনে মহা আনন্দিত।
পৃথিবীতে দেবগণ করিল গমন,
গঙ্গার জনম হবে জানিয়া কারণ।
দ্বিজ দুর্গাপ্রসাদ ভাবিয়া মন্দাকিনী;
রচিল পুস্তক গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী।

বসন্ত রাগ। তাল মধ্যমান।

ধুয়া। বসন্ত চলিল পরমানন্দে মগন,
কুসুম গন্ধেতে ভরি বহিছে মন্দ পবন।

হইবে গঙ্গার জন্ম বসন্ত জানিয়া,
মূর্ত্তিমন্ত হয়ে বৈসে সময় বুঝিয়া।
ভাবে আমি এ সময় আর কি পাইব ?
পেয়েছি জনম ধন্য সফল করিব।
এত ভাবি শেষে বৈসে নিজমূর্ত্তি ধরি,

ছত্রিশ রাগিণী, ছয় রাগ সঙ্গে করি।
মলয় পর্ব্বত হৈতে আইলা পবন,
শীতল সুগন্ধ সহ বহে সমীরণ।
মধুকর মধুকরী মদনে মাতিয়া,
মধু খায় ফুল্ল ফুলে বেড়ায় নাচিয়া।
ময়ূর ময়ূরী নাচে দেখি কাদম্বিনী,
গান করে কুহুরবে পিকসীমন্তিনী।
ডাহুক ডাহুকী সঙ্গে জলেতে খেলায়,
খঞ্জন খঞ্জনী পথে নাচিয়া বেড়ায়।
মরাল মরালবধূ খেলে সরোবরে,
কোক কোকজায়া (১) জলে কৌতুকে বিহরে।
পৃথিবী পর্ব্বতে যত পুষ্পবন ছিল,
বসন্তের আগমনে প্রফুল্ল হইল।
পুষ্পগন্ধ নিয়া বায়ু করয়ে ভ্রমণ,
বিরহী জনার মন করে উচাটন।
সুখী যারা, সুখে তারা, কিসের ভাবনা ?
বিরহী জনার যেন যমের যাতনা!

---

(১) চক্রবাকী।

নীরস আছিল তরু, সরস হইল,
ভগবতী-আগমনে সুফল ফলিল।
সকল রসেতে পূর্ণ, জল সুমধুর,
দয়া করি দুগ্ধ, গাভী দিতেছে প্রচুর।
গঙ্গার জনম মনে ধন্য করি গণি,
নানারত্নে পরিপূর্ণ হইল অবনী।
ধন বিনা প্রজাগণ দুঃখিত আছিল,
গঙ্গা-আগমনে ধন প্রচুর পাইল।
দুঃখ নাই সকলে ভাবয়ে মনে মনে,
অকস্মাৎ এত সুখ কিসের কারণে?
কেহ বলে শুন ভাই করি নিবেদন,
মায়ের করুণা বিনা হয় কি এমন?
কেহ বলে মনেতে ভাবিয়া দেখ ভাই,
আচানক মনেতে পরম সুখ পাই।
এইরূপে অপার আনন্দে সব সুখী;
পরে শুন যে রূপে জন্মিলা চন্দ্রমুখী।
দ্বিজ দুর্গাপ্রসাদ ভাবিয়া মন্দাকিনী,
রচিল পুস্তক গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী।

গঙ্গার জন্ম কথন।

রাগিণী ভৈরবী, তাল আড়া।

ধুয়া। কে ও আনন্দময়ী মন্দিরে,
রূপে আলো করে।

অযোনি-সম্ভবা যিনি জন্ম হবে তাঁর,
গ্রহগণ শুভক্ষণ করিয়া বিচার।
মেষে রবি দশ অংশ করিছে সম্ভোগ,
সুধাংশুতনয় (১) সঙ্গে বুধাদিত্যযোগ,
নিশাকর বৃষেতে, কর্কটে বৃহস্পতি,
ভার্গব (২) বসিল মীনে দীপ্ত ভাবে অতি,
কন্যায় বসিয়া শনি অতি মনোরঙ্গে,
ধনুতে মঙ্গল আছে, রাহু তার সঙ্গে,
মিথুনে বসিল কেতু তৈতিল করণ,
অক্ষয় সৌভাগ্যযোগ অতি শুভক্ষণ।
রোহিণী নক্ষত্রফল কহিব কি তার?
সিতপক্ষ বৈশাখী তৃতীয়া শুক্রবার।

১। বুধ। ২। শুক্র।

দিনার্দ্ধ যখন সূর্য্য উদিত গগণে,
ভূমিষ্ঠ হইলা গঙ্গা সেই শুভক্ষণে।
কর্কট লগ্নেতে জন্ম, শুন তার ফল,—
জগত জননী কিন্তু হইবেন জল।
জন্ম মাত্র রূপে দশদিক্‌ আলো হয়,
যেন কোটি কোটি ভানু ভূমিতে উদয়।
তেজ দেখি ভানুর ঘুচিল অভিমান,
চরণ-কমলে রবি করিল পয়ান।
শৈল-সীমন্তিনী যত হুলাহুলি করে,
শঙ্খ ঘণ্টা বাজাইয়া নাচে প্রেমভরে।
কিন্নর কিন্নরী যত নানাযন্ত্র নিয়া,
তাল মানে করে গান মগন হইয়া।
অপ্সরা করিছে নৃত্য নাহি তাল ভঙ্গ,
অঙ্গ ভঙ্গ তরঙ্গ সে কত কব রঙ্গ,
নাড়ীচ্ছেদ জাতকর্ম্ম যেমন বিহিত,
করে কুলাচার সবে আছে যেই রীত।
পরম আনন্দে সবে ডাকিছে রাজারে,
শুনিয়া আইল রাজা, কন্যা দেখিবারে।

সূতিকা গৃহের দ্বারে ধীরে ধীরে যায়,
বহু পুণ্যফলে কন্যা দেখিবারে পায়।
দেখিয়া অচল রাজা অচল হইল,
চিত্রের পুতলী মত চাহিয়া রহিল।
নগেন্দ্রের নয়নে নিমেষ মাত্র নাই,
বলে মা গো দয়া কর এই ভিক্ষা চাই।
রাজা বলে প্রসন্ন কপাল মেনকার,
তাহার জনম ধন্য, ধন্য সে আমার।
তার পর সকলেতে শুনহ বিধান,
হিমালয় কন্যার কল্যাণে করে দান,
দ্বিজ দুর্গাপ্রসাদ ভাবিয়া মন্দাকিনী,
রচিল পুস্তক গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী।

রাগিণী সিন্ধু, তাল ঠেকা।

ধুয়া। কে ও আনন্দময়ী মন্দিরে। রূপে দিক্ আলো করে, চিত্ত-চকোর নাচে চরণ হেরিয়া রে।
নয়নে নিমেষ তেজিয়াছে রে।

সভা করি গিরিরাজ, লইয়া নিজ সমাজ,
সুসংবাদ দিল সবাকারে ;
শুনি মহা মহোৎসব, আইল পর্ব্বত সব,
নানা ভেট দিলেন রাজারে।
আইল পর্ব্বত-চূড়া, রাজার শ্বশুর বুড়া,
সুমেরু স্বর্ণের অধিপতি ;
সুরভি সামন্ত যার, আইল সুহৃদ্ তার,
যাম্যদেশ যাহার বসতি।
সিন্ধু বিন্ধ্য গোবর্দ্ধন, তরণী গন্ধমাদন,
যার রূপে আলো করে দেশ ;
কার চক্ষু ঘোর লাল, কার দীর্ঘ জটা জাল,
চামর সমান কার কেশ।
নীলাচল ঊর্দ্ধবাহু, বরণ জিনিয়া রাহু,
ঋষ্যমূক পর্ব্বত আইল,
পারিজাত তাম্রপতি, চন্দ্রনাথ শীঘ্রগতি,
হিমালয়ে আসি দেখা দিল।
ত্রিপুর ত্রিকূট রঙ্গে, চিত্রকূট করি সঙ্গে,
মাল্যবান্ মৈনাক আইল ;

হিঙ্গুলাধিপতি সুখে, দুর্গা দুর্গা বলি মুখে,
প্রেমানন্দে আসিয়া বসিল।
ঘর্ম্মগিরি হরষিত, উদয়াস্ত উপনীত,
জয়ন্ত মন্দার মণিধাম;
করিলেন অধিষ্ঠান, যার গর্ভে ভগবান্,
শিলারূপে হন শালগ্রাম।
ত্রিবর্ত্ত গিরির গুরু, নানা নামে কল্পতরু,
তিনি কিন্তু এক অবতার (১);
তার দেশে চীনাচার, দেশাচারে নিন্দাকার,
ঈশ্বরীর কাছে কি আচার?
পরম কৈবল্য ধাম, কৈলাস যাহার নাম,
অধিষ্ঠান হইল তাঁহার,
রত্নগিরি পাছে ছিল, অবশেষে উত্তরিল,
যার জিহ্বা রতন ভাণ্ডার।
পর্ব্বত আইল যত, যার যে মর্য্যাদা মত,
হিমালয় করিল সম্মান,

১। কল্পতরু নানা নাম ধরিয়া কামনা পূর্ণ করেন, ত্রিবর্ত্ত এক অবতারেই সকল কামনা পূর্ণ করেন।

পরস্পর নিবেদন, করিছে অচলগণ,
বলে তবে কর ধন দান।
শ্রীদুর্গাপ্রসাদ বলে, গঙ্গার চরণ-তলে,
দয়া কর সুরেশবলিনী,
কণ্ঠে করি অধিষ্ঠান, শুন মা নূতন গান,
নাম গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী।

রাগিণী পুরবী, তাল আড়া।

ধুয়া। কালী ফিরে চাও অধমের পানে,
মা গো আপনার নিজগুণে।
হিমালয় কন্যার উৎসবে করে দান,
দীন হীন দুঃখী দ্বিজ করিল পয়ান (১)।
চলিল ব্রাহ্মণ যত সংখ্যা নাহি তার,
সূর্য্যসম তেজ কারো, কারো জটাভার।
কার গলে অক্ষমালা ত্রিপুণ্ড্রক ভালে,
কারো বা তুলসীকণ্ঠী, তিলক কপালে।
পণ্ডিতে পুণ্ডিতে কথা আছে পূর্ব্বাপর,

১। আগমন।

পথে পথে প্রসঙ্গ হইল পরস্পর।
কাব্যশাস্ত্র যেমন কুলের কুলবধূ,
যাহার প্রসঙ্গ পদে পদে ক্ষরে মধু।
সেই কাব্য বিচার করিয়া কবি যায়,
পথ-পর্য্যটন-দুঃখ কিছু না জানায়।
আগম নিগম সার নাহি পারাপার,
যার উক্তি তিনি বিনা বুঝে শক্তি কার?
কতক গুলি সাধক কিঞ্চিৎ বিজ্ঞ তার,
চলিল শাম্ভবীতন্ত্র করিয়া বিচার।
সাংখ্য পাতঞ্জল স্মৃতি মীমাংসা পুরাণ,
বেদের শাসন কথা পীযূষ সমান।
এই কথা প্রসঙ্গে চলিল যত ধীর,
সাধুসঙ্গ-প্রসঙ্গে নয়নে বহে নীর।
কি কব গৌতম-সূত্রে কত ছিল গুণ(১),
অপূর্ব্ব সে ন্যায়-শাস্ত্র সাক্ষাৎ আগুণ।
পূর্ব্বপক্ষ করিয়া করেন কেহ ফাকি,
সিদ্ধান্ত কোথায়? বাক্‌যুদ্ধ ডাকাডাকি।

১। গৌতম প্রণীত ন্যায়সূত্র।

রাজপথে ঘাটে মাঠে মণ্ডলী আকার,
স্থানে স্থানে বসিলেন করিতে বিচার।
যত্র ধুম, তত্র বহ্নি, আছে কেহ বলে,
কেহ বলে, ব্যভিচার(১) আকাশ মণ্ডলে।
ছিন্ন মূল যে ধূম, সে ধূম কিছু নয়,
এই কথা নিয়া কোটি, হইল প্রলয়।
মুখে ধূলা উঠিল কারো খসিল কাপড়,
রাগে ভূত ভাগে কারো উরুতে চাপড়।
আমি বলি ওহে শুন, হাস একি দায়,
মিছা হাসি, হুহু দিয়া ঘর ভরা যায়।
হইল না বলিয়া কেহ দেয় করতালী,
কেবা কার কথা শুনে, শেষে গালাগালী।
কলির নিশান শাস্ত্র কত কব আর.
কলিকালে পূজা বাছা হইবে ইহার।
শ্রীদুর্গাপ্রসাদ বলে বেলা অবসান,
অতঃপর গিরিপুরে করিল প্রয়াণ।

১। নিয়মের অন্যথা। আকাশে ধূম আছে অথচ বহ্নি নাই নিয়মের এই অতিক্রম।

কাণা যে চলিয়া যায়, অন্ধের হইল দায়,
খেদে অন্ধ কান্দিতে লাগিল,
খোঁড়া হামাগুড়ি দিয়া, অন্ধের নিকটে গিয়া,
যুক্তি তারে কহিতে বসিল।
ব'লে খোঁড়া শুন ভাই, আমার চরণ নাই,
তুমি নেত্রে দেখিতে না পাও,
আমি চক্ষু হব তোর, তুমি পদ হবে মোর,
কান্ধে করি যদি নিয়া যাও।
আনিব অনেক ধন, হবে দুঃখ বিমোচন,
কৌতুক দেখিব পাব খাব,
দুঃখ না থাকিবে আর, জয় রাণী মেনকার,
ঘরে বসি একাল কাটাব।
যুক্তি অন্ধ দিয়া পরে, খোঁড়ারে স্কন্ধেতে করে,
খোঁড়া যায় পথ দেখাইয়া,
অন্ধ খেদে কেঁদে বলে, ভাসি নয়নের জলে,
ডাকে কোথা কোথা মা বলিয়া।
বাঁচিয়া কি সুখ তার, চক্ষু নাহি থাকে যার,
এই দুঃখ আর কব কারে ?

কেহ না করিলে মানা, সুধা বলি বিষপানা,
ভোজন করিতে অন্ধ পারে।
হীরা মতি মণি চুণি, চিনে সে জহরি গুণী,
আমি তাহা না জানি কেমন,
ধরিতে মা পারি সাপ, কত কব মনস্তাপ,
বিড়ম্বনা তোমার এমন।
অন্ধের কান্দেতে খোঁড়া, চলে শতশত জোড়া.
ত্রাহি ত্রাহি বলিয়া ডাকিছে,
জগত জননী মার, দুর্গতি দেখিয়া তার,
কৃপাসিন্ধু উথলি উঠিছে।
ভাবেন ভবানী মনে, আমি যে গিরি ভবনে(১),
দুঃখী দীন এ হেতু আসিছে,
ইথে যদি হই বাম, কে লবে আমার নাম?
মরি অন্ধ কি পীড়া পাইছে!
এত ভাবি মা অভয়া, অন্ধেরে করিতে দয়া,
শূন্য পথে করিল গমন,

---

(১) জন্মিয়াছি (উহ্য)।

পাঁচ বৎসরের কন্যা, রূপে গুণে এক ধন্যা,
মায়া করি দিলা দরশন।
বসিলেন তরুতলে, যেন খেলিবার ছলে,
অকিঞ্চন অতি অন্যমন(১),
পিতা মাতা হারা যেন, তারিণীর ভাব হেন,
কখন বা করেন ভ্রমণ।
দয়ার আধার মায়া, কে জানিবে মায়া দয়া,
কোন রূপ করেন ধারণ,
দীনের বালিকা হয়ে, দীন ভাবে দাণ্ডাইয়ে,
দীন জনে করেন তারণ।
বসিয়া আছিল সতী, হেন কালে শীঘ্রগতি,
অন্ধ খোঁড়া উপনীত তথা,
বিশ্বের জননী যিনি, দুর্দ্দশা দেখিয়া তিনি,
কহিলা করুণা করি কথা।
অন্ধ বলে খোঁড়া ভাই, কি কথা শুনিতে পাই,
যুড়াইল জীবন আমার,

---

(১) দীনা অন্যমনস্কা।

অমিয় সমান বাণী, বলে কোন্ ঠাকুরাণী,
বল শুনি একি সমাচার।
খোঁড়া কি বলিবে বেশ, মোহিনী মায়ার শেষ,
মহেশ বিশেষ বিজ্ঞ তার,
তথাপি কিঞ্চিৎ বলে, গঙ্গার চরণ তলে,
দ্বিজ কহে শুন সমাচার।

রাগিণী ইমন, তাল তিওট।

ধুয়া। জান গঙ্গা কত মায়া, অন্ধেরে করিতে দয়া,
হয়েছ মা দীনের তনয়া।
বয়সে নবীনা ইনি, নীলকান্ত মণি জিনি,
চল চল চরণ প্রকাশে,
কিবা সে তেজের ছটা, ভেদ করে ব্রহ্ম কটা,
অন্ধকার নাশে অনায়াসে।
রূপ অতি চমৎকার, এক মুখে বলা ভার,
সেই পারে যাঁর পঞ্চমুখ,
মায়া করি কথা কয়, মুখ দেখি দয়া হয়,
এত দুঃখে তবু জন্মে সুখ।

দেখি নাই জন্মে হেন, চরণ দুখানি যেন,
ডগমগ জবাফুল জিনি,
চলিতেও দুঃখ পান, কোন্ পাষাণীর প্রাণ,
ফেলিয়া গিয়াছে একাকিনী।
অঙ্গের গলদ ঘর্ম্ম, শ্রমে ঘর্ম্ম চর্ম্ম মর্ম্ম,
ভেদ করে মৃতবৎ ছিল,
কথা শুনি সুমধুর, শ্রম-দুঃখ যায় দূর,
ওই রূপ ভাবিতে লাগিল।
বলে খোঁড়া তুমি ধন্য, আছিল সঞ্চিত পুণ্য,
সেই ফলে এ রূপ দেখিলা,
জন্ম অন্ধ আমি ভাই, দুঃখের অবধি নাই,
এত বলি কান্দিতে লাগিলা।
অন্ধ পরে কহে মারে, কে তুমি কহ আমারে,
কোথা যাবে কহ বিবরণ?
রঙ্গিণী কহেন রঙ্গে, পিতা মাতা নাহি সঙ্গে,
ভাবি মনে করিব কেমন।
তোমরা যাইবে যথা, মোর পিতা মাতা তথা,
গিয়াছেন আমারে ফেলিয়া,

চলিয়া যাইতে নারি, তবে ত যাইতে পারি,
যদি লহ কোলেতে করিয়া।
বলে মা বলিলা সোজা, বোঝার উপরে বোঝা,
এত শক্তি নাহি, নিয়া হাটি,
বালিকা বলেন, সয়, বোঝারু যে জন হয়,
বোঝার উপরে শাক আটি।
ওহে অন্ধ বলি মূল, সূক্ষ্ম আমি নহি স্থূল,
ভাব যদি মনে আমি ভারী,
কোলে নিয়া কাজ নাই, তবে আমি চলে যাই,
তব দুঃখ দেখিতে না পারি।
পরমা পরম-তত্ত্ব, অন্ধ কি জানিবে বর্ত্ম,
মায়া মোহে মোহিত হইল,
হইলেন অন্তর্দ্ধান, অন্ধ পায় চক্ষু দান,
প্রেমানন্দে নাচিতে লাগিল।
খোঁড়া বলে দেখ আর, চরণ হল আমার,
দয়া বুঝি অভয়া করিলা,
জয় জয় জয় রব, করিয়া ভিক্ষুক সব,
হরি হরি বলিয়া চলিলা।

শ্রীদুর্গাপ্রসাদ বলে, গঙ্গার চরণ-তলে,
দয়া কর সুর-শৈবলিনি,
কণ্ঠে করি অধিষ্ঠান, শুন মা নূতন গান,
নাম গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী।

রাগিণী গৌরী, তাল জৎ।

ধুয়া। গিরিপুরে আনন্দ অপার, কি তুলনা দিব তার
মিলন অবলা লয়ে, যেন সুখের বাজার।
উপনীত রাজপুরে যে যেখানে ছিল,
হিমালয় বিতরণে প্রবৃত্ত হইল।
প্রথমতঃ ক্ষুধার্ত্তকে করান ভোজন,
কিসের অভাব বাছা, যে চাহে যেমন।
দান করে দশ লক্ষ ধেনু দুগ্ধবতী,
করিবর অশ্ব কার গণিতে শকতি ?
রতন পর্ব্বতে ডাকি বলে হিমালয়,
কি কাজ রতন রাখি এমন সময় ?
ব্রাহ্মণ দরিদ্র দুঃখী বাঞ্ছা করে যত,
যে চাহিবে এক রত্ন দিবে তারে শত।

এককালে সুমরুতে সোনার বরাত,
শুনিয়া সকলে নাচে ঊর্দ্ধ করি হাত।
কেহ বলে, কহ ভাই বরাত কেমন,
কত সোণা পাব, কিছু জান নিরূপণ?
জনেক কহিছে তারে, শুন নিরূপণ,
বহিয়া লইয়া যেতে পারে যে যেমন।
দরিদ্রের দীর্ঘ আশা নিরূপণ দায়,
শুনিয়া ভাবিছে মনে কি করি উপায়।
আসিয়াছে ঘরে ঘরে দশ বিশ জন,
জনে জনে পাবে, তবে পাবে বহু ধন।
আসিয়াছি একা আমি ছেলেটি ফেলিয়া,
সঙ্গেতে আইলে ভাগ লইত বুঝিয়া।
এত বলি ক্রোধ করি পড়সিরে বলে,—
বারণ করিল সঙ্গে আনিতে সকলে।
কখন কি ক্ষতি আমি করিলাম কার?
সর্ব্বনাশ সকলেতে করিল আমার।
কেহ বলে তোমারে কে করিল নিষেধ,
মিছা কথা কহিয়া করিস্ ভেদাভেদ।

এই মত কটু কষায়ন অকৌশল,
পরস্পর দকা দফা চলিল কোন্দল।
হুড়াহুড়ি ঘুসাঘুসী করে জড়াজড়ি,
মহারোল গণ্ডগোল শেষে মারামারি।
কেহ বলে বিপ্রের হিংসক এই বেটা,
কেহ বলে ও বেটারে জানি বড় ঠেটা।
কেহ বলে জানিরে জানিরে তোর কুল,
সে বলে, উহার আমি জানি আদ্য মূল।
মাথামাথি হাকাহাকি মহাকলরব,
শিষ্ট যারা বলে ভাই একি অসম্ভব!
আসিয়াছি ভিক্ষাহেতু যে হইবে, হবে,
শুনিলে এ কথা ভাই রাজা কি বলিবে?
এই রূপে ধীর যারা করেন বারণ,
বিষয় বিরোধে মত্ত কে শুনে বচন?
অবশেষ সকলেতে বিবাদ করিয়া,
দোহাই রাজার দিয়া উত্তরিল গিয়া।
হিমালয় চমকিয়া করে নিবেদন,
কেন কেন কি কারণ কহ বিবরণ।

দ্বিজ দুর্গাপ্রসাদ ভাবিয়া মন্দাকিনী,
রচিল পুস্তক গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী।

রাগিণী সোহিনী, তাল ঝাঁপতাল।

ধুয়া। মন তারিণী চরণে মজ ছাড় মিছে মায়া,
আর কি পাইবে দুর্লভ মানবকায়া।

দ্বিজগণ পূর্ব্বকথা সকলি কহিলা,
শুনি রাজা সভাসদ হাসিতে লাগিলা।
রাজা বলে বিপ্রগণে, শুন মহাশয়,
আপনা আপনি দ্বন্দ্ব উপযুক্ত নয়।
বিবেচনা বিচারে প্রভুরা বিজ্ঞতম,
ব্রাহ্মণ-বিষয়ে সূক্ষ্ম করা অনিয়ম।
কি জানি করিলে সূক্ষ্ম ঘাটি হবে কার?
মাপ কর, যত ঘাটি সকলই আমার।
কল্পতরু সমান এ দিনে হিমালয়,
পরম আনন্দে রাজা দ্বিজগণে কয়।
বহিয়া লইতে ধন পার যত বার,

লয়ে যাও বারণ কে করিবে তাহার ?
এক কালে সকলেতে বলে জয় জয়,
হিমালয় সমান দাতাতে দৃষ্ট নয়।
ঊর্দ্ধ হস্তে আশীর্ব্বাদ করিছে রাজারে,
বলে দুর্গা রক্ষা কর রাজার কন্যারে।
ব্রাহ্মণের মর্য্যাদা রাখিবে ভগবতী,
দীর্ঘ জীবী কুমারীরে করিবে মা সতী।
বলে আদ্যা মহামায়া কি কব তোমারে,
আপদ সম্পদে রক্ষা করিবে রাজারে।
মায়ের অপার মায়া কে বুঝিতে পারে,
বিভু বিষ্ণু বেদগর্ভ চিনে না যাহারে।
দ্বিজগণ আনন্দেতে করে আশীর্ব্বাদ,
মহামায়া মনে জন্মে পরম আহ্লাদ।
ধন লয়ে সকলেতে করিল গমন,
নিত্য মহোৎসব সুখে করেন রাজন।
ছয় দিনে উৎসব করিল হিমালয়,
শ্রীদুর্গাপ্রসাদ কিছু সংক্ষেপেতে কয়।

ষষ্ঠীপূজা ষষ্ঠ দিনে, কে বুঝিবে বিত্ত বিনে,
যাঁর পূজা তাঁর আগমন,
দেখিব চরণ মার, কিবা শুভ দিন আমার,
ধ্যানে বিধি ভাবেন তখন।
হেমথালে পরিপাটী, রাখিল মূষিক মাটি,
চণ্ডী খড়্গ রজত কাঞ্চন,
ধান্য দূর্ব্বা রাখে পরে, বান্ধিল ছাগল ঘরে,
রাখে পশু হেতু জাগরণ।
ব্রাহ্মণের পদধূলি, আনি যত্নে কত গুলি,
রাখিলেক বিবিধ বিধানে,
যোগের অগম্যা যিনি. মণিদ্বীপ-নিবাসিনী,
রাখে ধূলি তাহার কল্যাণে।
ব্রাহ্মণের যে মর্য্যাদা, জানেন মাতা সারদা,
ব্রহ্মরূপা সাক্ষাৎ আপনি,
মূল ভক্তি শিব-উক্তি, প্রত্যয় তাহার যুক্তি,
ব্যবহারে জানিয়া এমনি।
আগমন বিধাতার, হইবে জানিয়া সার,
রাখে শেষে দুয়াতি কলম,

ভাবে বিধি গদ গদ, দেখিব বলে কি পদ,
হবে মম সফল জনম।
পরে শূলপাণি-তন্ত্র, জানিয়া পড়েন মন্ত্র,
পুরোহিত পূজা আরম্ভিলা,
বৃহস্পতি পুরোহিত, করে পূজা যে বিহিত,
নিয়মিত সকলি করিলা।
গণেশাদি পঞ্চজন, পূজে নবগ্রহগণ,
ইন্দ্র আদি দশ দিক্পাল,
ষোড়শ মাতৃকা পূজে, পূজে ষষ্ঠি-পদাম্বুজে,
মেনকার প্রসন্ন কপাল।
বসিয়া সূতিকাঘরে, দ্বারে মুনি পূজা করে,
মেনকার কোলে মাতা বসি,
স্নেহে মিশাইয়া হাসি, যেন ক্ষরে সুধারাশি
রূপ যেন নিষ্কলঙ্ক শশী।
পূজা করে সুরাচার্য্য, ভাবে মনে কি আশ্চর্য্য,
পর্ব্বতের ঘরে হেন কন্যা,
রূপে দেশ দীপ্ত করে, পূর্ণব্রহ্ম তেজ ধরে,
মেনকারে করিলা কি ধন্যা।

করে মুনি আচমন, ধ্যানে দেখে ত্রিভুবন,
শূন্য দেখে কৈলাস ভবন,
মনে মনে স্তব করে, দেখি মেনকার ঘরে,
ভক্তি ভাবে পায় দরশন।
বলে কিবা দয়া মার, এত পুণ্য মেনকার,
বিশ্বমাতা গর্ভে জন্ম নিলা,
ঝরে নেত্রে ভক্তিনীর, বলে ধন্য এ শরীর,
তপস্যার ফল প্রকাশিলা।
দুষ্কৃতি আছিল যত, সকলি হইল হত,
তিন কুল উদ্ধার হইল,
পূজা করে মুনিবর, গেল পরে স্থানান্তর ;
সূতিকা ঘরেতে যারা ছিল,
রাণী কহে সকলেরে, জাগিয়া রহিবে ঘরে,
নিদ্রারূপা হাসিলা তখন,
প্রবেশিল সর্ব্বকায়, আর কে জাগিবে তায়,
নিদ্রাঘোরে সবে অচেতন।
দ্বিজ দুর্গাপ্রসাদ বলে, গঙ্গার চরণতলে,
দয়া কর সুরশৈবলিনী,

কণ্ঠে করি অধিষ্ঠান, শুন মা নূতন গান,
নাম গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী।

রাগিণী ভৈরবী, তাল একতালা।

ধুয়া। নমামি হিমগিরি কন্যা তব পদাম্বুজে।
বিধি বিষ্ণু আদি দেব যাঁর পদ পূজে॥

বিধি ভাবে ধন্য জন্ম পুণ্যের উদয়,
দেখিব চরণ মার যদি দয়া হয়।
এতবলি হিমালয়ে করিলা গমন,
দুর্গা বলি বাড়াইলা দক্ষিণ চরণ।
হিমালয় আলয়ে হইল উপনীত,
রাণী পুরে দেখে বিধি সকলে নিদ্রিত।
সূতিকা ঘরের দ্বারে চাহে উঁকি দিয়া,
দেখে রাণী ঘুমাইছে কন্যা কোলে নিয়া।
বলে বিধি বরদা মা কে চিনে তোমারে ?
তব পায় প্রণাম, প্রণাম মেনকারে।
দণ্ড করি আকার পড়িল ভূমিতলে,
বন্দনা করিয়া বিধি বলে পদতলে।

বিশ্ব মাতা প্রসব (১) ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ডোদরি,
তোমারে প্রসবে মাতা মেনকা সুন্দরী।
কিবা পুণ্যবতী রাণী কিবা ভাগ্যবতী,
কন্যা হয়ে জন্মিলা আপনি ভগবতী।
আদ্য অন্ত তোমার মা জানে কোন্ জন?
কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড মা করেছ সৃজন।
তোমার চরণ-গুণ কহিতে কি পারি?
তব নামে যেন মা গো হই অধিকারী।
প্রসবিনী আপনি মা জান সে যেমন,
জঠর-যন্ত্রণা মাতা জানিলে এখন।(২)
যাতায়াত বারেবারে সবে কত আর?
জানিলা জননি দাসে কর গো নিস্তার।
বিধি বটি বিজ্ঞ নই, বালক তোমার,
লিখিয়া পড়িয়া মরি, আছে এই ভার।

১। হে মাতঃ তুমি বিশ্ব প্রসব কর।

২। স্বয়ং প্রসবিনী, প্রসব বেদনা জান, কিন্তু এক্ষণে গর্ভবাস যাতনাও জানিলে।

অবকাশ নাহি কিছু, মাহিনাতে শূন্য,
কে জন্মিল কোথায়, কি লিখি পাপ পুণ্য।
পরের ললাটে আমি লিখি ভোগাভোগ,
নাহি জানি আপন ললাটে কর্ম্ম-যোগ।
কপালিনি কপাল রূপিণী তুমি সার,
আমি কি লিখিব মা গো কপালে তোমার?
ব্রহ্মাণ্ড-সমান যদি মস্যাধার হয়,
কারণ-সলিল যদি হয় কালিময়,
আকাশের তুল্য পত্রে, যিনি চিরজীব,
আশারূপ লেখনীতে লেখে সদাশিব;
তথাপি মহিমা তব লেখা নাহি যায়,
আমি কি লিখিব মাগো না দেখি উপায়।
কোন্ বর্ণ লিখিব মা ললাটে তোমার?
বর্ণময়ী তুমি গো আপনি বর্ণাকার।
কোটি কোটি প্রণাম মা চরণে তোমার,
আসিয়াছ জীবেরে মা করিতে নিস্তার।
এত বলি প্রণাম হইয়া বিধি যায়,
পুরাণে প্রচার কথা বুঝা কিছু দায়।

এই রূপে সূতিকা পূজার সমাপন,
অতঃপর বলে দ্বিজ আর বিবরণ।

রাগিণী ভৈরবী, তাল ঠেকা।

ধুয়া। মা তারিণী তাপিত তনয়ে কর পার।
এভব তরঙ্গে তরী চরণ তোমার।

মাস মুগ মসূরি মটর ছোলা গম,
চালু তিল আট ভাজা আছে যে নিয়ম।
পর্ব্বত উপরে ভাজা পর্ব্বত আকার,
আট দিনে আনন্দের সাগরে সাঁতার।
ডাকিয়া বালকগণে বলে হিমালয়,
যাও যাও সকলেতে মেনকা আলয়।
আজ্ঞা শুনি বালকেরা চলিল ত্বরিত,
উপনীত রাণীপুরে মহা আনন্দিত।
নিয়া আট ভাজা সবে করিল ভক্ষণ,
পাহাড়ে ছেলের মুখে ঠেকে কতক্ষণ?
ভাজা মুখে দিয়া তারা তিলেক চিবায়,

ঝড়ে উড়ে যায় যেন ফাকায় ফাকায়।
খায় গায় হাসে ভাসে আনন্দে সকলে,
মেনকার কন্যার কল্যাণ হউক বলে।
বালক বালিকা তারা আশীর্ব্বাদ করে,
হাসেন আনন্দময়ী সেই প্রেমভরে।
আট দিনে উৎসব করিয়া হিমালয়,
নয় দিনে ক্ষৌর, রাণী হরষিত হয়।
এক মাসে ষষ্ঠীপূজা আছে যে বিধান,
খই দই ক্ষীরের পুতলি বলিদান।
অখণ্ড কলার কান্দি দেয় শত শত,
পুষ্প গন্ধ ধুপ মাল্য দেয় বিধানতঃ।
অপূর্ব্ব নৈবেদ্য বস্ত্র ভূষণ আসন,
দক্ষিণান্তে কর্ম্ম সাঙ্গ করিলা রাজন।
বরদারে কোলে করি বর রাণী চায়,
বল ষষ্ঠী রক্ষা কর আমার বাছায়।
কিবা এ অপূর্ব্ব ভাব ভাবহ সকলে,
যার স্থানে বর চাও, তিনি রাণী-কোলে।
আইওগণে আহ্লাদেতে দেয় হুলুরব,

গগন ভেদিল যেন অতি অসম্ভব।
দ্বিজ দুর্গাপ্রসাদ ভাবিয়া মন্দাকিনী,
রচিল পুস্তক গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী।
আনন্দময়ীরে লয়ে ঘরে গিয়া রাণী
বিনয় করিয়া সকলেরে কহে বাণী।
সুরাসুর পর্ব্বতের নারীগণ যত,
সকলের রূপ নাম আমি কব কত।
ভগবতী ভবানী ভৈরবী ভদ্রা ভীমা,
মহেশানী মোহিনী রূপে নাহি সীমা,
সুলোচনা সুশীলা সুন্দরী শশীমুখী,
শকুন্তলা সরোজনয়নী সদা সুখী,
কালী কাত্যায়নী কালরূপিণী কামিনী,
ক্ষেমা ক্ষেমঙ্করী ক্ষীণা খগেশবাহিনী,
গৌতমী গোমতী গৌরী গান্ধারী গোপিনী,
ঘনরূপা ঘোরতরা ঘোরনিনাদিনী।
চণ্ডিকা চক্রিণী চাঁপা চামুণ্ডা চঞ্চলা,
জয়া জয়ঙ্করী, হাস্য যেমন চপলা,
কিশোরী কুমারী রতি সতী পদ্মাবতী,

রুক্মিণী রমণী রাধা লক্ষ্মী সরস্বতী,
মল্লিকা মালতী যূথী কৌষিকী কমলা,
বিজয়া বিমলা বাণী কালিকা বগলা,
দুর্গা দুর্গহারিণী তারিণী কাদম্বিনী,
হরবধূ হরিপ্রিয়া সতী তপস্বিনী।
হাবভাব কটাক্ষ কহিব কত ঠাট,
গিরিপুরে মিলিল চাঁদের যত হাট।
দ্বিজ দুর্গাপ্রসাদ ভাবিয়া মন্দাকিনী,
রচিল পুস্তক গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী।

প্রেমালসে অবশেষে রামাগণ যত,
রাণীপুরে বসি বেশ করে মনোমত।
চাঁচর চিকুর-জাল চিরুণে আচড়ি,
বিনাইয়া বান্ধে খোপা দিয়া কেশদড়ি।
খোপায় সোণার ঝাপা বেণী কারো দোলে,
কেহ বা পরিলা সিতি মতি তার কোলে।
কিবা শোভা সিন্দূর চন্দনে অতিশয়,
মণিময় টীকা, যেন ভানুর উদয়।
কারো কারো ভুরু যেন কামধনু জিনি,

কামের সর্ব্বস্ব কেড়ে নিয়াছে কামিনী।
চক্ষু কারো বুঝি যেন খঞ্জনিয়া পাখী,
দ্বন্দ্ব করে নাসা তিলফুল মধ্যে রাখি।
কামিনীর আঁখির নিমেষ যদি নড়ে,
পাকশাট পাখীর পলক যেন পড়ে।
ঢেঁড়ি চাপা মাকুড়ি কর্ণেতে কর্ণফুল,
কেহ পরে হীরার কমল, নাহি ভুল।
নাসিকাতে নত কারো মুক্ত চুণি ভাল,
লবঙ্গ বেসরে কারো মুখ করে আলো।
কিবা গজমুক্তা কারো নাসিকার কোলে,
দোলে সে অপূর্ব্বভাব হাসির হিল্লোলে।
কারো ওষ্ঠাধর যেন জিনি বিম্বফল,
কারো বা অধর যেন কোকনদ দল।
কুন্দ কলিকার মত কারো দন্তপাতি,
দাড়িম্বের বীজ মুক্তা কারো দন্তভাতি।
মার্জ্জিত মঞ্জনে দন্ত, মধ্যে কালো রেখা,
মনে লয় মদনের পরিচয় লেখা।
মুখ সুধাকরে কারো মন্দ মন্দ হাসি,

সুধার সাগরে ঢেউ হেন মনে বাসি(১)।
কে বলে শিবের শাপে কাম অঙ্গ নাই?
আছে বুঝি তার সাক্ষী কাজে কাজে পাই।
দ্বিজ দুর্গাপ্রসাদ ভাবিয়া মন্দাকিনী,
রচিল পুস্তক গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী।

পরিল গলায় কেহ তেনরী সোণার,
মুকুতার মালা কণ্ঠমালা চন্দ্রহার।
কারো গলে মণিময় হার চমৎকার,
তেজে যার তরাসে পলায় অন্ধকার।
ধুকুধুকি জড়াও পদক পরে সুখে,
সোণার কঙ্কন কারো শাঁখার সমুখে।
করিকর জিনি কারো ভুজ সুললিত,
ভুজবন্ধ ভূষণেতে অপূর্ব্ব ভূষিত।
পতির সোহাগ-চিহ্ন আইয়ত্ব যাহাতে,
পরণে বান্ধান লোহা সকলের হাতে।
পাতামল পাশুলি আনটবিছা পায়,
গুজরি পঞ্চম কারো শোভা কিবা তায়!

১। বাসনা করি।

আনন্দে বসিলা যত রসিকা কামিনী,
সুখের বাজারে যেন করে বিকি কিনি।
সে ভাব ভাবিলে হয় ভাবের উদয়,
বিভাব ভাবিলে হয় ভাবের ব্যত্যয়।
আতর গোঁলাপ চুয়া কস্তুরী কুঙ্কুম,
তৈল অতি সুবাসিত গোলাপ কুসুম।
গন্ধমাল্য নারীগণে রাণী করে দান,
রামাগণ সুরস স্বরেতে করে গান।
সীমন্তিনী-সীমন্তে সিন্দুর রাণী দেয়,
বৃদ্ধা বৃদ্ধা আইওর চরণধূলি লয়।
দিয়া ধূলি মাথে, বলে, দিয়া বস্ত্র গলে,
কন্যাটিকে আশীর্ব্বাদ কর গো সকলে।
রামাগণ শিহরিয়া বলে মেনকারে,
আশীর্ব্বাদ করিতে গো বল তুমি কারে?
তোমার কন্যাকে দেখি মনে হেন লয়,
জগদম্বা নিলা জন্ম বুঝি গো নিশ্চয়।
এই রূপে আইওগণ কহে পরস্পর,
মেনকার উথলিছে সন্তোষ সাগর।

হরিদ্রা গুবাক পাণ ভূষণ বসন,
বিদায় করিলা দিয়া যত নারীগণ।
শ্রীদুর্গাপ্রসাদ দ্বিজ ভাবি মন্দাকিনী,
রচিল পুস্তক গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী।

মনের উল্লাসে, গিরি সাত মাসে,
করে ভোজনায়োজন,
কুটুম্ব স্বজন, করে নিমন্ত্রণ,
সুরাসুর ঋষিগণ।
যেখানে যে ছিল, সকলে আইল,
সমাদর রাজা করে,
কল্যাণে গঙ্গার, রতন ভাণ্ডার,
বিলাইছে প্রেমভরে।
হ্রদে দধি ক্ষীর, সুশীতল নীর,
সন্দেশ নানা প্রকার,
খাইবে কে কত, যার ইচ্ছা যত,
অক্ষয় রাজভাণ্ডার।

ধন্য মেনকারে, কি বলিব তারে,
ধন্য সে তার বড়াই,
পাকে কি তেমন, হবে দুই জন,
আমি আর দেখি নাই।
প্রথমতঃ পাক, ভাজে চৌদ্দ শাক,
ঘণ্ট করে তার নটা,
পাকেতে ফোড়ন, হবে শত মোন,
বুঝ পাকে কত ঘটা।
রান্ধে নিমঝোল, ভাজে ভাল ওল,
উচ্ছা আলু কাচাকলা,
বেগুণেতে পূর, ভাজিল প্রচুর,
কড়াইবড়ি করলা।
ঝুনা নারিকেল, আঁঠি কাঁঠালের,
পটল পাহাড়ে মূলা,
নবীন কর্কটি, সীম বরবটী,
ভাজে বড়া কতগুলা।
দুগ্ধে দিয়া থোড়, ঝোলেতে ইচড়,
আর রান্ধে দাল পাঁচ,

বার্ত্তাকুতে বড়ী, মীণ চড়চড়ী,
ঈষৎ ঝালের আঁচ।
নানাজাতি মীন, নবীন প্রবীণ,
করে শত ঝোল ঝাল।
ভাজে কটু তেলে, ছেকে তুলে ফেলে,
যেন জলে ফেলে জাল।
মাংস বিধানতঃ, পাক নানা মত,
করিল প্রকার দশ,
যশোদা কালিকা, মেনকা পাচিকা,
পাকেতে নাহি অলস।
তেন্তুল অম্বল, আমড়াদি ফল,
করমচা পাকা কুল,
রান্ধে মুলা দিয়া, গুড় মিশাইয়া,
রসের নাহিক ভুল।
চালিতা পাকাতে, গুড় দিলা তাতে,
জলপাই ভাজে দিলা,
রসালের ঝোলে, সরায় সন্তোলে,
করি থোরায় ঢালিলা।

পরমান্ন পিঠা, কলা-বড়া মিঠা,
আস্কা চুষি দুদ-পুলি,
ঘৃতে কতগুলি, ভাজে মুগ-পুলি,
করিলা সরুচাকলী।
ক্ষীরখণ্ড দিয়া, গুড় মিশাইয়া,
আঁদ্‌রসা ভাজি তুলিলা,
নারিকেল তালে, ময়দা মিশালে,
গুড়েতে বড়া করিলা।
অন্নদা স্মরণ, করে যেই জন,
তার পাকে নানা রস,
সাক্ষাত আপনি, অন্নদা-জননী,
পাকে কি হয় অপযশ,
রান্ধে একাকিনী, যোগায় যোগানী,
বলে রাণী পুরবাসী,
শ্রম না জানায়, কন্যার কৃপায়,
মেয়ে যে মায়ার ফাঁসি।
শ্রীদুর্গাপ্রসাদে, পরম আহ্লাদে,
বলে গঙ্গা-পদতলে,

আমার এ কায়, যদি কাকে খায়,
ভাসে যেন তব জলে।

শাল্যান্ন সঘৃত উপকরণ সহিত,
পাথর চুয়ান জল কর্পূর-বাসিত।
স্বর্ণথালা শত লক্ষ, শত কোটি বাটি,
পরশিলা(১) পর্ব্বত-কুমারী(২) পরিপাটী।
সরস গুবাক পাণ খদির কর্পূর,
জৈয়িত্রী লবঙ্গ ফুল এলাচ মধুর।
জায়ফল খণ্ড খণ্ড চূন পাথরিয়া,
রাখে রত্নবাটা পূরি খিলি সাজাইয়া।
ধূপ ধুনা অগুরু গুগ্গুল ঘৃত দিয়া,
লক্ষ দীপ কাঞ্চনের দিলেক জ্বালিয়া।
গন্ধ লয়ে মন্দ বহে মলয়-সমীর,
বিশপথে পদ্মগন্ধ যত পদ্মিনীর।

১। পরশিলা, পরিবেশন করিলা। ২। মেনকা।

সোনার পীড়িতে শৈলরাজ-সীমন্তিনী,
রহিল কোলেতে লয়ে জগত জননী।
রাণী যেন স্বর্ণ-গাছ, শাখা সখীগণ,
ফুল্লপদ্ম হয় যত সখীর বদন।
যদি বল একি কথা গাছে পদ্ম হয়!
পদ্ম নয় তবে কেন পদ্মগন্ধ কয়?
এ গাছের মূল হিমালয়-পুণ্যবল,
ফলেছে সে ফলে গাছে যেন চন্দ্র ফল।
সখীর নয়ন যত যেন চকোরিণী,
ফল দেখে নাচে পদ্মে (১) সুধা-পিপাসিনী।
সবে বলে ঘুচিল, সুধার ছিল ক্ষুধা,
পান করে গঙ্গার লাবণ্য-রূপ সুধা।
হিমালয় আসিয়া বসিল মনোরঙ্গে,
হিতকারী পুরোহিত বৃহস্পতি সঙ্গে।
গঙ্গার চিবুক ধরি বলে হিমালয়,
জন্মের দক্ষিণাস্ত তুমি থাইলে হয়।

১। মুখপদ্মের উপরি।

দেব-গুরু বলে রাজা তুমি হও ধীর,
কারে আগে দিব অন্ন করি আমি স্থির।
দ্বিজ দুর্গাপ্রসাদ ভাবিয়া মন্দাকিনী
রচিল পুস্তক গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী।

যোগে দেখে মুনি, শূন্য কৈলাস-ভবন ;
ভাবে কি অপেক্ষা আর, হৈল নিবেদন।
অমরের অম্বা মা আপনি অন্নদাতা,
যাহার প্রসাদে ধন্য বিধি বিষ্ণু ধাতা।
দেবের দুর্ল্লভ বটে প্রসাদ গঙ্গার,
একে নিবেদিলে আজি হবে সবাকার।
মহামন্ত্রে মহাভোগ করে নিবেদন,
তাঁহার তুষ্টিতে তুষ্ট বলে দেবগণ
মুনির আজ্ঞাতে চাঁদমুখে অন্ন দিলা,
থুৎকারে ফেলিয়া গঙ্গা প্রসাদ করিলা।
নানাযন্ত্রে শঙ্খ ঘণ্টা বাজে বীণা বাঁশী,
অন্নদারে চামর চুলায় কত দাসী।

রাজা বলে বল শুক নাম কি রাখিবা,
মুনি বলে সুখদা মোক্ষদা নাম শিবা।
পাপ-হরা পতিতপাবনী পরাৎপরা,
মহা মহা পাতক নাশিনী জন্মহরা,
শৈলসুতা সুরধুনী সুর-শৈবলিনী,
পরমাত্মা-স্বরূপিণী কুলকুণ্ডলিনী।
বর্ণাছারে, নাম কে বলিতে পারে মার,
সে পারে কহিতে কিছু পাঁচ মুখ যাঁর।
গঙ্গা নাম রাখে রাজা পণ্ডিত সুশীল,
যমের দুয়ারে একেবারে পড়ে খিল।
কৌতুকে যৌতুক সবে দেয় হীরা মণি,
গ্রাম রাজ্য মুকুতা প্রবাল সোণা চুনি।
বেলা হৈল ভোজনের বসিলা সকলে,
শুন পরিপাটী তার, দ্বিজ কবি বলে।
দেবাসুর ঋষি যত, রাজা রাজপুত্র কত,
পর্ব্বত সমাজে বৈসে ভারী,
উৎসবের নিলা ভার, সত্ত্বগুণে জন্ম যাঁর,
সৃষ্টিকর্ত্তা হৈলা অধিকারী।

হরি কয় হিমালয়, তোমারে জানিতে হয়,
কুলীন কে বড় এ সভায়,
বিধাতা প্রকৃত কও, তুমি কারো ভিন্ন নও,
এই অন্ন আগে কেটা পায় ?
বিধি বলে লক্ষ্মী মূল, কিবা জাতি কিবা কুল,
সেই লক্ষ্মী ভজেন যাহারে,
আমার বিচার এই, প্রধান কুলীন সেই,
অগ্রে অন্ন দিতে হয় তাঁরে।
দেবকুলে নিরূপণ, অগ্রে পান গজানন,
দিক্‌পালে দিলে সুরপতি,
গ্রহ মধ্যে অগ্রে তার, দিননাথ নাম যাঁর,
ঋষি মধ্যে পান বৃহস্পতি।
কি কব শিবের কুল, যে কুলের নাহি মূল,
বাদী নাই মহেশ যেখানে,
অসুর মায়ায় পায়, আমি পাই মর্য্যাদায়,
প্রকৃতির গুণে লোকে মানে।
ব্রাহ্মণ কুলীনে পায়, গোষ্ঠীপতি তারে দেয়,
বৈশ্যের সমাজে পায় ধীর,

শূদ্রের সভায় লয়, পরিচয়ে বড় হয়,

ক্ষত্রি পায় বলবান্ বীর।

অসুর কুপিল ছলে, ব্যঙ্গেতে খিখিরে বলে,

শুন কিছু সুধাই তোমায়,

অতনু ঔরশ যার, মর্য্যাদা কেমন তার ?

মন যে মজায় তনু-জায়। (১)

প্রধান করিল যারে, বিয়া যার বলাৎকারে,

কুলজ্ঞ কুলীন তুমি বুড়া;

নীচ যদি বলে উচ্চ, সুবুদ্ধি করয়ে তুচ্ছ,

জান না গুমান হয় গুড়া।

বড় মনে আছে সাধ, ঘুচাব সুধার বাদ,

উত্তর করিলে তবে হয়,

বুদ্ধি হত বিধাতার, একে উপস্থিত আর,

অবাক্ হইল হিমালয়।

১। অতনু,—কাম। মায়াকে অসুরের শ্রেষ্ঠ বলায় ক্রোধান্ধ হইয়া অসুর বলিল, মায়া কামাসক্ত হইয়া স্বীয় তনুজে অর্থাৎ পুত্ররূপী কন্দর্পে মনঃ সমর্পণ করিয়াছিলেন।

লাজে নত চারি মুখ, ভয় হেতু কাঁপে বুক,
বিনয়ে করেন নিবেদন,
সকলের মত রয়, একাদি ক্রমেতে হয়,
বিবাদে নাহিক প্রয়োজন।
পরস্পর বলে ভাই, এ কথায় ক্ষতি নাই,
অসুর আসিয়া দিল সায়,
দেবাসুরে ছিল দ্বন্দ, দূরে গেল নিরানন্দ,
গঙ্গার প্রসাদে প্রীতি পায়।
একে রূপসীর শেষ, করিয়া বিচিত্র বেশ,
অন্ন দেয় মেনকা সভায়,
সবে বলে গেল ক্ষুধা, মোহিনী কি বাঁটে সুধা,
চেয়ে রৈল চকোরের প্রায়।
শ্রীদুর্গাপ্রসাদে বলে, গঙ্গার চরণ তলে,
দয়া কর সুরশৈবলিনি,
কণ্ঠে করি অধিষ্ঠান, শুন মা নূতন গান,
নাম গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী।

সভামধ্যে কারো কারো আঁচাআঁচি মনে,
কান্দাব রান্ধনী আজি আমরা ভোজনে।
কেহ বলে যার বাড়ী একবার যাই,
উদ্দেশে প্রণাম করে আর বলে নাই।
কেহ বলে একা রাণী যোগাবে কেমনে?
আমি যদি মনে করি হারে শত জনে।
কেহবলে নাম হে ভোজন চূড়ামণি,
আমারে যে বলে তার রন্ধ্রগত শনি।
গুপ্ত নাম ব্যক্ত হবে বলে বিশ্বভুক্,
বিরিঞ্চি বলেন ভাল দেখাব কৌতুক।
হেন কালে অন্ন লয়ে রাণী উপনীত,
দেখিয়া রূপের ছটা সকলে মোহিত।
খাবে কি দেখিবে রূপ এই হৈল ফের,
বহ্বারম্ভে লঘু ক্রিয়া হৈল সকলের।
নিরুপম রূপ হেরি সকলে বিহ্বল,
শাক দিতে পাতে কেহ চাহিছে অম্বল।
চর্ব্ব্য চুষ্য লেহ্য পেয় নানা উপহার,
ইচ্ছার অধিক রাণী দেয় শতবার।

দ্বিজ দুর্গাপ্রসাদ ভাবিয়া মন্দাকিনী,
রচিল পুস্তক গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী।

বিশ্বভুক্ কৌতুক করেন মেনকারে,
উদাসীন নহি এত লজ্জা কি আমারে?
তবে আমি সোজা নহি দুষ্ট লোকে কয়,
কাজে কাজে আলাপে হইবে পরিচয়।
ডাকিয়া বলেন বিধি হেথা আইস আই,
কথা কহ, আহারে ব্যবহারে লজ্জা নাই।
তুষ্ট কর জামাতা ঘটাব স্মরহর,
সাবধান হবে কিছু ভোলানাথ বর।
ঘটকালি আগে চাই হেসে ফিরে চাও,
সঙ্কেতে বুঝিলা তবে অন্ন দিয়া যাও।
রাজকন্যা রাজরাণী হাসে বাক্‌ছলে,
মনে মনে বলে কি পাষাণ পচে জলে?
তড়িত যেমত হেন গতি মেনকার,
পরশয়ে(১) ছয় রস নানা উপহার।

১। পরিবেশন করে।

দিয়াছে যাহার পাতে রাণী শতবার ;
ফিরে গিয়া দেখে পাতে কিছু নাহি তার।
দিতে নিতে যাতায়াতে ঝরে শ্রম জল,
গলিত অঞ্জন রেখা কবরী অঞ্চল।
দেবতার কপটে পড়িয়া সীমন্তিনী,
পুনঃ পুনঃ ডাকে কোথা লজ্জানিবারিণি !
ভয় পাই মনেতে কুটুম্ব পাছে হাসে,
পতি যিনি অভিমানী মরি সে তরাসে।
মায়া গুণে বন্দি মা গো কেন দেহ দুঃখ,
জানিলাম এখন অবোধ লুটে সুখ।
অন্নদার চিহ্নিতা আমারে লোকে কয়,
নামের অখ্যাতি রবে এই বড় ভয়।
কন্যা যিনি তারে রাণী ডাকে বারেবার,
কাতর দেখিয়া দয়া হৈল অন্নদার।
হেনকালে ক্ষুধায় অস্থির কান্দে মেয়ে,
স্তনদুগ্ধ দিতে রাণী দ্রুত গেল ধেয়ে।
স্তন দিয়া গঙ্গারে সান্ত্বনা রাণী করে,
তৃপ্ত হও জগৎমাতা বলিলা অন্তরে।

তুষ্টিরূপা পুষ্টি, তাঁর কব কত রস,
পরিপূর্ণ প্রসাদে ভুবন চতুর্দ্দশ।
সভার মধ্যেতে রাণী যায় পুনর্ব্বার,
বলে সবে সম্পূর্ণ হয়েছে কেন আর?
শক্তি নাই আর কারো মাথা করে হেঁট,
ভয় করে ফুটি হেন পাছে ফাটে পেট।
ভোজন হইল সাঙ্গ উঠিল সকলে,
বাল্যলীলা শুন সবে দ্বিজ কবি বলে।

রাগিণী বিভাস। তাল খয়রা।

ধুয়া। সুখদায়িনী নাচ গো একবার।
নাচিবা বলিয়া, দেখনা দাড়াইয়া, সব সঙ্গিনী তোমার।
প্রত্যবধি প্রভাতে উঠিয়া রাজরাণী,
মঙ্গল আরতি করে শুভদিন জানি।
ক্ষীর সর ছানা ননী সুধাময় ফল,
বাল্যভোগ দিয়া করে জনম সফল।
বসন ভূষণ দিয়া গঙ্গারে সাজায়,
ভুষণের ভুষা যিনি কি কাজ ভূষায়।

রাণী বলে, সুখদা মা নাচ একবার,
নাচিয়া জনম ধন্য কর মা আমার।
শুনি সুর-বন্দিনী তারিণী তরঙ্গিণী,
হরষে নাচেন হর-শির-চূড়ামণি।
সঙ্গেরঙ্গসঙ্গিনী সঙ্গে, কেহ নাচে গায়,
নানাযন্ত্র লয়ে তাল মানেতে বাজায়।
বেণু বীণা মৃদঙ্গ মন্দিরা করতাল,
সপ্ত পঞ্চস্বরা জলতরঙ্গ রসাল।
খরতুরী নরফি ঝাঝরী জগঝম্প,
সুধার আধার বাঁশী কার হাতে ডম্ফ।
রামশিঙ্গা রবাব বাজিছে জয়ঢাক,
বাজে রাগ-জাহাজ সুমধুর পিনাক।
তম্বুরা তবল কাঁসী বাজে তিন তন্ত্রী,
বেহালাদি নানা যন্ত্রে গান করে যন্ত্রী।
সপ্তস্বর তিনগ্রাম একুশ মূর্চ্ছন,
ব্রহ্মতাল আর পঞ্চ শত কোটি তান।
জিল খাদ নাদ সুর ভেদে করে গান,
বেতাল নাহিক, তালে তালে রাখে মান।

শুদ্ধমুদ্রা সকলের গদ্য-পদ্য-বাণী,
দেখি নৃত্য, শুনি গান, পুলকিত রাণী।
আনন্দে আনন্দময়ী নাচিয়া নাচিয়া,
কহেন মায়ের কাছে হাসিয়া হাসিয়া।
কেমন নেচেছি মা গো বল দেখি তুমি,
রাণী বলে ধন্য মা করিলা এই ভূমি।
দ্বিজ দুর্গাপ্রসাদ ভাবিয়া মন্দাকিনী,
রচিল পুস্তক গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী।

রাঃ ভৈরব ;—তাঃ তেওট।

ধুয়া। রাণী ধন্য, কত পুণ্য, কি জানি করেছিলা।
জগত জননী যিনি রাণী তারে প্রসবিলা।
তুমি ত জীবন্মুক্ত, পাপী উদ্ধারিলা,
মোক্ষদারে না চিনিলা।

মনে মনে পৃথিবী বলেন রাণী বটে,
এত পুণ্য কার যে, ললাটে হেন ঘটে?

তোমার পুণ্যের কথা কহিতে কে পারে ?
আমি বুঝি, তুমি ধন্যা করিলে আমারে।
ভাবিয়াছিলাম পাপে যাব রসাতল,
সর্ব্বদা আমার মন আছিল চঞ্চল।
জন্মিল তোমার গর্ভে গঙ্গা যদবধি,
পাদপদ্ম আশ্বাস আছিল তদবধি।
কন্যাছলে রাণী তুমি নাচাইছ যারে,
ত্রিলোক-জননী ইনি, কে চিনে ইহারে ?
মনে পড়ে, নেচেছিলা শোণিত-সাগরে,(১)
পরে এই দয়া করি নৃত্য তব ঘরে।
সেরূপ ভাবিতে ভয় বড় হয় মনে,(২)
এরূপ দেখিয়া জল না ধরে নয়নে।
শিবের সর্ব্বস্ব ধন, গঙ্গার চরণ,
স্মরণ মননে পাপ হয় বিমোচন।
সেই পদ পরশেতে আমি আজি ধন্যা,
কি কব তোমার পুণ্য ? তিনি তব কন্যা !

---

(১) রক্তবীজযুদ্ধে রুধির-সাগরে।
(২) অসুর-সংহারিণী সেই মূর্ত্তি।

মনে মনে যত কথা কহেন অবনী,
রাণী কি জানিবে তাহা, জানেন জননী।
ইঙ্গিতেতে অবনীর পাপ বিমোচন,
মেনকারে গঙ্গা কিছু কহেন তখন।
দ্বিজ দুর্গাপ্রসাদ ভাবিয়া মন্দাকিনী,
রচিল পুস্তক গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী।

রাঃ বেলোয়াল ;—তাঃ মধ্যমান।

ধুয়া। সুরধুনী। ক্ষুধা হৈল বলে মারে বলে
সুমধুর বাণী।

শুন গো জননি, আমি নাচিব কি আর,
ক্ষুধানলে দহে তনু, পদ হৈল ভার।
নৃত্য দেখি রাণীর নয়নে ঝরে নীর,
কদম্ব-কুসুমাকার লোমাঞ্চ শরীর।
স্নেহেতে আনন্দ ধারা ঝরিয়া ঝরিয়া;
নীরস তরুর মত আছে দাণ্ডাইয়া।
বধির হয়েছে রাণী, মন রাঙ্গাপায়,
পুলকিত অঙ্গ, কিছু দেখিতে না পায়।

হেন কালে আরবার ডাকেন তারিণী,
শিহরিয়া গঙ্গারে কোলেতে নিলা রাণী।
স্তন দেয় নানাদ্রব্য করায় ভোজন,
চামর ঢুলায় অঙ্গে সহচরীগণ,
নিত্য নিত্য এইরূপ পরম কৌতুক,
গিরি গিরিজায়ার ভবনে মহাসুখ।
কিবা পুণ্যবতী রাণী কপাল কেমন,
কন্যা সেই, যাঁর পদ ধরে ত্রিলোচন!
দেখিয়াছে যেই জন, সেই ইহা জানে,
পরাশর-সুত ইহা লিখিলা পুরাণে।
গঙ্গার পিরীতে সবে বল হরি হরি,
ভবসিন্ধু পার হইতে গঙ্গানাম তরী।
নিয়া নাম পার হও, কেন কর হেলা?
ভেবে দেখ, দিন গেল, অবসান বেলা।
দ্বিজ দুর্গাপ্রসাদ ভাবিয়া মন্দাকিনী
রচিল পুস্তক গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী।

রাঃ ললিত ;—তাঃ ধামার।

ধুয়া। কত খেলা জান তারিণী। কিবা পুণ্যবতী
রাণী প্রসবেছ প্রসবকারিণী।

পাঁচ বৎসরের কালে, কত খেলা খেলাশালে,
খেলিছেন ত্রিলোক-জননী,
যে খেলা যখন হয়, কে করিবে পরাজয় ?
খেলামাত্রে হারিলা সঙ্গিনী।
সঙ্গের সঙ্গিনী ভাবে, গঙ্গা-সঙ্গে কে খেলিবে ?
যে খেলা খেলাই তাতে হারি,
এক খেলা আছে মনে, খেলিব গঙ্গার সনে,
দেখিব হারাতে যদি পারি।
এত বলি সখীগণ, গঙ্গারে কহে তখন,
খেলা এক নূতন হইবে,
উলুকুটু নাম তার, বাকী আছে এইবার,
জানা যাবে, কে জিনে যাইবে।
জয়া নামে সখী আসি, গুলিবাঁটে হাসি হাসি,
সমান করিল দুই ভাগ,

মৃত্তিকার ঘুটি নিয়া, এক জন বুড়ী হৈয়া,
বসিল করিয়া অনুরাগ।
কেহ গিয়া বুড়ী কাছে, কথা কেহ শুনে পাছে,
চুপে চুপে কহে তার কাণে,
বুড়ী ঘুটি লুকাইল, গঙ্গারে জয়া কহিল,
ঘুটি আছে আন কোন্ খানে?
বিজ্ঞতার বিজ্ঞ যিনি, চলিলেন তরঙ্গিণী,
বুড়ী কি লুকাবে ঘুটি আর,
গতমাত্রে ঘুটি নিয়া, জয়ার হাতেতে দিয়া,
আঁাদি হৈলা, কন বারেবার।
জয়া বলে হয় নাই, বাকী আছে শুন ভাই,
দাঁড়াও চরণ যোড় করি,
ঘুটি যদি হয় পার, পদার্দ্ধ দিয়া তোমার,
তবে হারি মানিবা সুন্দরি।
গঙ্গার সঙ্গিনী সবে, বলে ভাল তাই হবে,
এত বলি কহিছে গঙ্গারে,
পদযুগ যোড় করি, দাঁড়াও অবনীপরি,
ঘুটি পার না হইতে পারে।

শ্রীদুর্গাপ্রসাদ বলে, গঙ্গার চরণ তলে,
দয়া কর সুরশৈবলিনি,
কণ্ঠে করি অধিষ্ঠান, শুন মা নূতন গান,
নাম গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী।

তাবৎ পর্য্যন্ত মায়া, যাবৎ চরণ ছায়া,
যে না লয় তার প্রতি থাকে,
জয়া ধরে দুই পায়, এবার ছাড়ান দায়,
কাজে কাজে হারালে গঙ্গাকে।
ঈশ্বরী ভাবেন মনে, জয়া যে ধরে চরণে,
আর আমি মিছা করি ছল,
ভাবে পদ আলুইল, সরসী পাত্রের জল,
সেই মত করে টল মল।
জয়া শেষে মুটি নিয়া, চরণ তলেতে দিয়া,
অনায়াসে পার করি হাসে,
পরম আনন্দ মনে, জিনিলে গঙ্গার সনে,
করতালি দিয়া রসে ভাসে।

গঙ্গার সঙ্গিনী যত, ভৎ সিয়া কহিছে কত,
আজি কেন হারিলে খেলায় ?
দিলে তুমি যত লাজ, কে করে এমন কাজ ?
প্রণাম তোমার দুটি পায়।
থাক তুমি মনোরঙ্গে, কে আর খেলাবে সঙ্গে ?
কে আর সহিবে অপমান ?
যদি আর খেলা হয়, তোমার সঙ্গেতে নয়,
তবে হবে যে রাখিবে মান।
কহেন গঙ্গা তখন, শুন শুন সখীগণ,
আর কোন খেলাতে না হারি,
ভুবন করিতে জয়, পারি যদি মনে হয়,
পায়ধরা খেলাতে না পারি।
শুন সখি কহি সার, যে ধরে পদ আমার,
আমি তাহে বড় পাই শঙ্কা,
অনায়াসে জিনে যায়, শমন ডরায় তায়,
ত্রিভুবনে তার জোর ডঙ্কা।
অপূর্ব্ব খেলা গঙ্গার, ত্রিদেবের বুঝা ভার,
সখী কি বুঝিবে যার মায়া ?

যাঁর সৃষ্টি ত্রিভুবন, নামে পাপ বিমোচন,
কালান্তক কালী কালজায়া।
এই মার বাল্যলীলা, পুরাণে ব্যাস লিখিলা,
কত কব অনেক বিস্তার,
শুন সবে কাল গেল, গঙ্গানাম মুখে বল,
তিন কুল করহ নিস্তার।
শ্রীদুর্গাপ্রসাদ বলে, গঙ্গার চরণ তলে,
দয়া কর সুরশৈবলিনি,
কণ্ঠে করি অধিষ্ঠান, শুন মা নূতন গান,
নাম গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী।

সতীশোকে সদাশিব কামরূপে বসি
জপেন সর্ব্বদা শিব তারা তত্ত্বমসি(১)।
শিব যে সংহারকর্ত্তা, তাঁর এই ভার;
তপেতে আছেন তিনি, কে করে সংহার?

---

(১) তৎ-ত্বম্ অসি অর্থাৎ তৎ ব্রহ্ম, ত্বমসি তুমি।
তুমিই সেই ব্রহ্ম।

বিধাতা ভাবেন মনে, সৃষ্টি বুঝি যায়;
যোগেতে বসিয়া তিনি কি করি উপায়?
বিবাহ না দিলে শিবে না দেখি নিস্তার;
সৃষ্টি যায়, ত্রিলোকে কে করিবে উদ্ধার?
কে যাবে শিবের কাছে? কে ভাঙ্গিবে ধ্যান?
হিতে পাছে বিপরীত হয়, যায় প্রাণ!
এইরূপে বিবেচনা করিয়া তখন,
নারদে করিল আজ্ঞা; করহ গমন,
শুনিয়া চলিল মুনি বীণা বাজাইয়া।
উপনীত কামরূপে নাচিয়া গাইয়া।
শিবের বন্দনা করে গিয়া সন্নিধানে,
দেখে, শিব আছেন পরমরূপ ধ্যানে।
কিবা শক্তি! শক্তির বিচ্ছেদে মহাকাল,
শবাকার ধূলায় লোটায় জটাজাল।
কোটি চন্দ্র কিরণ প্রকাশে যে শরীরে,
মলিন হয়েছে, মরি ভাসে প্রেম নীরে!
পার্ব্বতী পরমাগতি, শিব যাঁর প্রাণ,
নিদয়ার কপটেতে গড়াগড়ি যান।

যে দেখি শিবের ভাব আকার প্রকার,
হবে কি সংহার, হন আপনি সংহার !
কি রূপে ভাঙ্গিব ধ্যান না দেখি উপায়,
কোপে যদি চান তবে প্রাণ পাছে যায় ?
চিন্তা করি বীণাযন্ত্রে গান আরম্ভিল'
শিবশক্তি-নামগুণ গাইতে লাগিল।
সতীর জনম কথা গান মধুস্বরে,
যেরূপে জন্মিল দেবী হিমন্তের ঘরে।
দ্বিজ দুর্গাপ্রসাদ ভাবিয়া মন্দাকিনী
রচিল পুস্তক গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী।

জয় যোগপতে জগদেক-গতি,
জগদীশ মহেশ পদে প্রণতি,
শশিধারক শম্ভু পিণাক করে,
করুণা কর হে হর দীনবরে।
বল বীণ নবীন সুতান সুরে,
শিব নাম গুণে যেন মন হরে। (১)
জ্বলদুজ্জ্বল-নির্ম্মল-কান্তি-ছটা,

১। যেন মন কাল হরণ করে।

অবলোকয় লোচন-তেজ-ঘটা।
কর কি কর হে, করতাল ধর,(২)
চরণামৃত জীবন পান কর।
শ্রুতি হে কর কি, ছাড় অন্য কথা,
চন্দনা পদ হে শিবতীর্থ যথা।
যদি মানস মুক্ত হবে এ ভবে,
রসনায় সদা জপ নাম তবে।
মনঁ তুল্য ভজ হরি-রাম-হরে,
হয় পাতক যে জন ভেদ করে।
প্রভু দীন দয়াময় হের দীনে,
ভুবনেশ কৃপা কর স্বীয় গুণে।
তুমি যার হেতু ভব ভাব ভাবে,
কর যোগ সমাপন লাভ হবে।
পরমেশ বিশেষ বিবাহ শুনি,
মৃদু-হাস্য-যুত বদন অমনি।
দ্বিজ দুর্গাপ্রসাদ নত ও পদে,
বিরত কর শম্ভু বিষয় মদে।

২। করবাদ্য কর।

বিবাহবৃত্তান্ত মুনি কহেন তখন,
কহিলেন গঙ্গার জনম বিবরণ।
শুনি বিবাহের কথা শিব আনন্দিত,
বলে, শুভ কর্ম্মে গৌণ না হয় উচিত।
কোন্ দিন কখন্ হইবে, শীঘ্র চল,
বিনা মূলে কিনিলে, কি দিব বাছা বল?
ব্যস্ত দেখি নারদের আনন্দিত মন,
বলে প্রভু চল আগে ব্রহ্মার ভবন।
এতবলি শিবেরে সঙ্গেতে মুনি করি,
পথে কাব্য করিয়া চলিল সুরপুরী।
বিবাহ বিষয়ে প্রভু ব্যস্ত ভাল নয়,
লক্ষ কথা বিনা কি বিবাহ কার হয়?
আমি যা বলিব, আগে, করিবে তা বল,
ঘটকালী কি দিবে? প্রকৃত বলে চল।
ভবানীর ভাবে ভোলানাথ আলুইলা,
অদের তোমাকে নাই, মুনিকে কহিলা।
শিব কন আমার যে কথা মিথ্যা নয়,
ভানু যদি হয় বাছা পশ্চিমে উদয়।

চতুর্ব্বর্গ চাহ যদি, দিতে মুনি পারি,
অদ্যাবধি হইলাম তব আজ্ঞাকারী।
মুনি বলে বিশ্বনাথ চরণে প্রণাম,
জানিলাম এই জন্য আশুতোষ নাম।
অন্য উপাসনা করে, থাকে যার ধন,
নির্দ্ধনের ধন, প্রভু তোমার চরণ।
কে আর এমন আছে তুষ্ট বিল্বদলে?
গালবাদ্য পাদ্য আদি পঞ্চ জলে জলে।
অতি ঘোর ব্যাধিতে, ঔষধ তব নাম,
মুক্ত হয় জীব, স্বস্ত্যয়নে কিবা কাম?
বলিতে বলিতে উপনীত সুরপুরী,
যেখানে বসিয়াছিলা ব্রহ্মা আর হরি।
দ্বিজ দুর্গাপ্রসাদ ভাবিয়া মন্দাকিনী
রচিল পুস্তক গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী।

হরেরে দেখিয়া হরি বন্দনা করিলা,
আলিঙ্গন দিয়া এক আসনে বসিলা।

কিবা শোভা কহিব, কি রূপ মনোহর ?
নীলাচলে মিলিল কি রজতশিখর ?
হর হরি দুই জনে হরিষে বসিয়া;
স্তব করে দেবগণ সকলে আসিয়া।
প্রণাম করিয়া ইন্দ্র কহেন ব্রহ্মারে,
কি করিতে হবে, আজ্ঞা করহ আমারে।
ব্রহ্মা বলে বিবাহের কর আয়োজন,
আমি যাই সম্বন্ধ করিতে নিরূপণ।
গিরি-কন্যা গঙ্গার বিবাহ শিব-সনে,
স্বর্গে হয়, আমার বাসনা এই মনে।
সাবধানে আয়োজন আপনি করিবে,
ত্রাটি হেলে কিন্তু অপমানিত হইবে।
এতেক বলিয়া ব্রহ্মা গমন করিলা,
হিমালয় আলয়েতে দরশন দিলা।
দ্বিজ দুর্গাপ্রসাদ ভাবিয়া মন্দাকিনী
রচিল পুস্তক গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী।

আহ্লাদ ব্রহ্মার, ভূধর রাজার
নিকটেতে উত্তরিলা, (১)
দেখিয়া রাজন, আসনাচমন,
দিয়া ব্রহ্মারে পূজিলা।
কুশলাদি পরে, জিজ্ঞাসে ব্রহ্মারে,
কেন প্রভু আগমন?
জন্ম আজি ধন্য, ছিল কত পুণ্য,
ধন্য ধন্য এ ভবন।
বিধি কন শুন, করি নিবেদন,
তোমার পুণ্য উদয়,
কন্যা বল যাঁরে, কে চিনে তাঁহারে?
তোমারে তারা সদয়।
আন দেখি তাঁরে, বিবাহ বা কারে,
দিবা মনে ভাবিয়াছ?
বয়স্ কি হৈল? আগে তাহা বল,
কিবা নাম রাখিয়াছ?

(১) আহ্লাদ ব্রহ্মার ইহা স্বতন্ত্র বাক্য। পরবাক্যে তিনি এই পদ উহ্য আছে।

এ কথা শুনিয়া, গঙ্গারে আনিয়া,
কহেন গিরি হাসি,
গঙ্গা নাম যার, কন্যাটি আমার,
প্রাণ হৈতে ভালবাসি।
প্রাণ মেনকার(২), মা বলিতে আর,
নাই কব কি তোমারে?
বিবাহ ইহার, অনুমতি তার,
বিনা কে কহিতে পারে?
রূপ চমৎকার, দেখিয়া গঙ্গার,
ব্রহ্মা উঠে শিহরিয়া,
ব্রহ্মার জননি, কুলকুণ্ডলিনি,
চেতনা কর হেরিয়া।
প্রণাম আমার, চরণে তোমার,
সকলের সার তুমি,
মেনকারে দয়া, করিলা অভয়া,
ধন্য ধন্য গিরিভূমি।

---

(২) মেনকার প্রাণস্বরূপ।

ব্রহ্মা গিরিবরে, কহিছেন পরে,
শুন শুন গিরিরাজ,
তোমার কন্যার, বিবাহের ভার,
আমারে দেহ এ কাজ।
কন্যাযোগ্য বর, পরমসুন্দর,
ঘটাইব ভাল ঘরে,
দেখিবে তখন, হইবে যেমন,
যে গঙ্গাকে শিরে ধরে।
শুন গিরিবর, শিব যে সুন্দর,
শুনে থাকুবে কি কব,
কর অনুমতি, করিয়ে সঙ্গতি,
স্বর্গে লয়ে বিভা দিব।
ভূধর শুনিয়া, বলে শিহরিয়া,
কি কহিলে দয়াময়,
ঈশের ঈশানী, হবেন ভবানী,
এত কি পুণ্য উদয়?
কিন্তু কহি সার, এই যে গঙ্গার,
যেক্ষণে জন্ম হয়েছে,

হবে যে এমন, জানি নিবেদন,
এইক্ষণে গৌণ আছে।
শ্রীদুর্গাপ্রসাদে, পরম আহ্লাদে,
কহে গঙ্গা-পদতলে।
আমার এ কায়, যদি কাকে খায়,
ভাসে যেন তব জলে।
ব্রহ্মারে কহেন গিরি, শুন দয়াময়,
গঙ্গার বিবাহ স্বর্গে কি রূপেতে হয়?
মেনকা নাহিক ঘরে, স্নানেতে গিয়াছে,
না বলে বিদায় দিলে কি হইবে পাছে?
প্রাণের অধিক গঙ্গা, রাণী ভালবাসে,
না দেখিলে গঙ্গারে মরিবে অনায়াসে।
সে মরিলে, আমি তবে মরিব নিশ্চয়,
স্বর্গেতে বিবাহ হয়, পরামর্শ নয়।
তবে হয়, রাণী যদি অনুমতি করে,
সে বিনা কে পারে, ঘাড়ে দুটা মাথা ধরে।
বিধি কন শুন গিরি তুমি বড় ভ্রান্ত,
পাইয়া পরশমণি কেন হও ক্ষান্ত?

পিতৃদত্তা কন্যায় কি মার অধিকার ?
মেনকারে এত ভয় কি জন্য তোমার ?
আমি যাতে মধ্যবর্ত্তী, বর সদাশিব,
ইহাতে ভাবনা করে অল্পবুদ্ধি জীব।
অগ্রে যদি জানি তুমি কহিবে এমন,
তবে কে এমন কথা কহিত তখন ?
এত বলি ব্রহ্মার উষ্মাতে ওষ্ঠাধর,
কাঁপে যেন মাঘের শীতেতে থরথর।
দেখে শুনে গিরিবর হৈল মহাভয়,
ক্ষমা কর ক্ষমা কর বলে মহাশয়।
নিয়া যাও স্বর্গে গঙ্গা করি নিবেদন,
জানিলাম কোনরূপে আমার মরণ।
তোমার হয়েছে ক্রোধ, গঙ্গার বিচ্ছেদ,
মেনকার খেদে আর হবে মর্ম্মভেদ।
তিন দিক্ রক্ষা হয়, না দেখি উপায়,
এমন শঙ্কট কার ? কার হেন দায় ?
দ্বিজ দুর্গাপ্রসাদ ভাবিয়া মন্দাকিনী,
রচিল পুস্তক গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী।

এত বলি গঙ্গার ধরিয়া দুটি হাতে,
সেই হাত গিরি দেয় আপনার মাথে।
স্নেহেতে চক্ষের জল ঝর ঝর ঝরে,
ভাসে কলেবর গদ গদ ভাব ভরে।
কি বলিবে গঙ্গারে না ভেবে কিছু পায়,
গঙ্গার বিচ্ছেদ ভেবে, ভাবে মোহ যায়।
পরে গিরি বলে মা গো কি কব তোমাকে,
একেবারে নিদয়া মা হয়েছ আমাকে।
আর কি বলিব মা গো মনে যেন থাকে,
আর নাই আমারে মা, পিতা বলে ডাকে।
সহস্র তনয় যদি ইন্দ্র তুল্য হয়,
তোমার স্নেহের আগে কিছুই কিছু নয়।
স্নেহের সাগরে মা গো ডুবাইয়াছিলে,
একেবারে দুঃখের সাগরে ফেলে দিলে।
জনক জননী জরা, দিনে দিনে ক্ষীণ,
চলাচলে সামর্থ্য নাহিক, গতি হীন।
শেষকালে সন্তানের সকলি জঞ্জাল,
রক্ষা মা করিবে ইহকাল পরকাল।

বিবাহের জন্যে ব্রহ্মা এসেছেন লৈতে,
স্বর্গেতে তোমারে মা গো হইল যাইতে।
কি জানি কি ঘাটি মা গো পাইলে আমার,
কন্যাপুত্রে ঘাটি কি মা লয় বাপ মার?
গঙ্গার হইল দয়া গিরিরাজ প্রতি,
সান্ত্বনা করিয়া কিছু কন ভগবতী।
কেন কেন পিতা তুমি কর এত খেদ,
জানিবা পশ্চাতে স্নেহ, না হবে বিচ্ছেদ।
ত্রিলোক ভুলান যিনি আপন মায়ায়,
মা বাপের স্নেহে গঙ্গা ঠেকিলেন দায়।
আপনি কান্দিয়া শেষে হইলা অস্থির,
ভিতিল নয়ন জলে সকল শরীর।
গিরি গঙ্গা দুইজনে করেন রোদন,
সে ভাব দেখিয়া বিধি কান্দেন তখন।
কান্দিতে কান্দিতে ব্রহ্মা বলেন রাজারে,
বিদায় করহ শীঘ্র গঙ্গারে আমারে।
শুনি গিরি, হাতে হাতে গঙ্গারে সপিলা,
নিয়া যাও, প্রভু, কিন্তু প্রাণেতে বধিলা।

এত বলি ভূধর পড়িল ভূমিতলে,
বিবাহের বিবরণ শুনহ সকলে।
দ্বিজ দুর্গাপ্রসাদ ভাবিয়া মন্দাকিনী,
রচিল পুস্তক গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী।

গঙ্গারে করিয়া সঙ্গে, স্বর্গে গিয়া ব্রহ্মা রঙ্গে,
উপনীত ইন্দ্রের সভায়,
দেখি যত দেবগণ, গলায় দিয়া বসন,
প্রণাম করিল রাঙ্গা পায়।
ইন্দ্র আদি দেবগণ, গঙ্গারে দেখে তখন,
বলে একি রূপ চমৎকার!
ত্রিলোক জননী যিনি, সাক্ষাৎ আপনি তিনি,
কে বুঝিবে মায়া, সাধ্য কার?
আসি দেবকন্যাগণ, গঙ্গারে হেরি তখন,
ঘরে লয় বরণ করিয়া,
ভাসে সবে প্রেমভরে, মঙ্গল আচার করে,
হুলু দেয় রসনা বাজা'য়া।

শচী আসি কোলে করি, রত্ন সিংহাসনোপরি,
বসিলেন গঙ্গারে লইয়া,
ব্রহ্মাণী সে রূপ হেরি, বলে আহা মরি মরি,
কার ভাগ্যে ছিল হেন মেয়া ?
জন্মেছ গর্ব্ভেতে যাঁর, প্রণাম তাঁরে আমার,
কিবা পুণ্য প্রকাশ তাহার !
এই মুখে মা বলেছ, ধন্য মা তাঁরে করেছ,
কে বুঝিবে দয়া মা তোমার ?
অসুরী সুরী কিন্নরী, অন্যা স্বর্গ বিদ্যাধরী,
অপ্সরী পন্নগনারীগণ,
গঙ্গার রূপ লাবণ্য, দেখে বলে ধন্য ধন্য,
করে কুলাচার হৃষ্টমন।
শ্রীদুর্গাপ্রসাদ বলে, গঙ্গার চরণতলে,
দয়া কর সুরশৈবলিনি,
কণ্ঠে করি অধিষ্ঠান, শুন মা নূতন গান,
নাম গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী।
সভার কি কব শোভা, দেবতার স্থান,
ইন্দ্রের ভবনে ব্রহ্মা বিষ্ণু অধিষ্ঠান।

বিচিত্র আসন, স্থান দর্পণ সমান,
যেমত মর্য্যাদা যার, তেমনি বিধান।
মণি কত প্রবাল মুকুতা হীরা চুণি,
পরিপাটি স্তম্ভবেদী সোণাতে গাঁথনী।
কটিতটে দেবরাজ কসিত-বসন,
স্থির নয় সভামধ্যে করিছে ভ্রমণ।
দেবঋষি মুনির হইল আগমন,
উত্তর দিকেতে ইন্দ্র বসান তখন।
আইল অসুর যত সংখ্যা নাহি তার,
তমোগুণ বিকট আকার সবাকার।
পশ্চিম দিকেতে আসি বসিল সকলে,
আসুন বসুন ইন্দ্র সবাকারে বলে।
দক্ষিণ দিকেতে পিতৃলোক-অধিষ্ঠান,
প্রণাম করিয়া ইন্দ্র আদরে বসান।
তুষ্ট হয়ে আশীর্ব্বাদ করিল সকলে,
চন্দন হইবে কার, কেহ কারে বলে।
পূর্ব্বদিকে অপ্সর অপ্সরী নাচে গায়,
কিন্নর কিন্নরী যন্ত্র আনন্দে বাজায়।

সভামধ্যে সদাশিব রজত আসনে,
বসিয়া আছেন প্রভু হরষিত মনে।
চারি দিকে মুনিগণ স্তুতিপাঠ করে,
বিধাতা পড়েন বেদ আনন্দ অন্তরে।
সমুদ্র-কল্লোল যেন বাদ্য ঘটা ঘোর,
অগুরু চন্দন গন্ধে সভা করে ভোর।
মণি-তেজে আলো করে, কি কাজ দীপেতে ?
দেবতার বাজী সংখ্যা কে পারে কহিতে ?
বৃহস্পতি পুরোহিত পদ্ধতি করিয়া,
ত্বরা কর, বলে, পাছে লগ্ন যায় বৈয়া।
ইন্দ্রকে বলিল তুমি যাও নিজালয়,
স্ত্রী-আচারে দেখ যেন গৌণ না হয়।
পুরোহিত বচন শুনিয়া আশুতোষ,
ত্বরান্বিত দেখে মনে পরম সন্তোষ।
হাসিতে হাসিতে ইন্দ্র গিয়া নিজালয়,
বলে, শুন, স্ত্রী-আচারে ত্বরা যেন হয়।
একাদিক্রমেতে বিধি গন্ধ মাল্য দিয়া,
কন্যাদান করিতে বসিলা তুষ্ট হৈয়া।

দ্বিজ দুর্গাপ্রসাদ ভাবিয়া মন্দাকিনী,
রচিল পুস্তক গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী।

দেব-মুনি-কন্যা যত, যার যে মনের মত,
অলঙ্কারে গঙ্গারে সাজায়,
একে রূপসীর শেষ, বিচিত্র দেখিয়া বেশ,
কোটি চন্দ্র-তেজ লজ্জা পায়।
কেহ বলে মনে নাই, ঔষধ যে আগে চাই,
তার কি করেছ, তাহা বল,
কেহ বলে পারা যাবে, ভোলানাথ ভুলাইবে,
মোহিনীর ঔষধে কি ফল ?
কেহ বলে একি রস, পতি কেন হবে বশ ?
জান সবে আপনার বেলা,
কেহ বলে মরে যাই, মা বাপ কাছেতে নাই,
এই জন্য করে সবে হেলা।
কোন রামা হাসি কয়, সত্য বটে মিথ্যা নয়,
কুৎসিত হইলে করে তাই,

ব্রহ্মাণী বলেন সেকি ? শাস্ত্রে আছে মিছা একি ?
ব্যবহার আগে করা চাই।
শচী বলে শুন তবে, পতিস্থুয়া যে হইবে,
ঔষধ বাটিতে হবে তারে,
এ সভায় থাক যিনি, পরিচয় দেহ তিনি,
পতি বড় ভালবাসে যারে।
পরস্পর কাণাকাণি, কেহ অতি অভিমানী,
কেহ হেসে বলিছে শচীরে,
কারে তুমি দেহ ভার ? তোমার সমান আর,
আছে কে গো বল আর কারে ?
পুনঃ শচী হেসে বলে, কাজ নাই বাক্‌ছলে,
উপহাস করা মত নয়,
কহিতে লাগিল সবে, যে যেমন স্থুয়া তবে,
শুন সবে সেই পরিচয়।
শ্রীদুর্গাপ্রসাদ বলে, গঙ্গার চরণ-তলে,
দয়া কর সুরশৈবলিনি,
কণ্ঠে করি অধিষ্ঠান, শুন মা নুতন গান,
নাম গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী।

প্রথমতঃ চন্দ্রের রোহিণী বলে, শুন,
আমার পতির তুমি জান যত গুণ।
কি কহিব আমি মনে যত পীড়া পাই,
অসিতপক্ষেতে তার সঙ্গে দেখা নাই।
মধ্যে মধ্যে দেখা পাই করি তাড়াতাড়ি,
বুঝ ইথে যত ভাব হয় বাড়াবাড়ি।
সূর্য্যের পত্নিনী হয় সংজ্ঞা আর ছায়া,
হাসিয়া হাসিয়া বলে, শুন ইন্দ্র-জায়া।
ছায়া বলে, তুষ্ট তিনি আমারে যেমন,
বুঝি কার ভাগ্যে আর না হবে এমন।
তুষ্ট হয়ে দিয়াছেন তিনটি সন্তান,
সন্তানের গুণে সদা খাই অপমান।
দুটি পুত্র নাম তার মনু আর শনি,
ভদ্রা নামে কন্যা কর্ম্মনাশিনী আপনি।
ভদ্রায় করিলে কর্ম্ম, অভদ্রায় পায়,
শনির হইলে দৃষ্টি, মাথা উড়ে যায়।
অভাগীর কন্যা পুত্রে লোকে গালি দেয়,
সন্তানের ভয়ে পাপ যমে নাহি লয়।

তাপে তনু শুকাইল সর্ব্বদা তরাস,
যত দুষ্ট আমারে, তা সন্তানে প্রকাশ।
সংজ্ঞা বলে আমার সন্তান তিন বটে,
প্রতাপে পর্ব্বত ফাটে, কে যায় নিকটে?
যমুনা, স্বায়ম্ভু মনু অতি বড় শান্ত,
নাহি বিবেচনা, যম কেবল অশান্ত।
কালাকাল বিবেচনা কিছুমাত্র নাই,
বালক যুবক বৃদ্ধ সম তার ঠাঁই।
কালী তারা দুর্গা বলে যে করে প্রয়াণ,
তার কাছে বাছা গেলে খান অপমান।
শিব শক্তি দূতে গালি দেয় কত মত,
কেবল যমেরে নয়, মোরে শতশত।
সতীনের জন্যে কহিলাম পরিচয়,
প্রভুর প্রেমের কথা আর বলা নয়।
পরে শচী অগ্নির জায়াকে কিছু কয়,
স্বাহা তুমি বল শুনি নিজ পরিচয়।
স্বাহা বলে, শুন শচি, করি নিবেদন,
অগ্নির ঘরণী আমি জান সে যেমন।

তাপে তনু দহে আর কি কব বিশেষ,
ঘৃত দিয়া খাইয়া নাম করিলেন শেষ।
এই রূপে সকলে করিয়া পরিচয়,
ব্যঙ্গেতে শচীরে কিছু অবশেষ কয়।
সুয়া নই, আর তুমি শুনিতে কি চাও,
পতি সুয়া তুমি বটে, সেটা কি জানাও।
ঔষধের গুণে পতি করিয়াছ বশ,
নিত্য যুবা বয়সে জান গো কত রস।
শচী বলে সকলে সে কথা কব পাছে,
যে বাটিবে ঔষধ, সে এই স্থানে আছে।
দ্বিজ দুর্গাপ্রসাদ ভাবিয়া মন্দাকিনী,
রচিল পুস্তক গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী।

এত বলি লক্ষ্মীরে ডাকিয়া শচী বলে,
যার গুণে বাঁধা বিষ্ণু পরম কৌশলে।
ঈষৎ হাসিয়া শচী লক্ষ্মী পানে চায়,
ঔষধ বাটিতে তাঁরে কহে ইসারায়।

কমলা কহেন কিছু হাসিয়া হাসিয়া,
আমারে বলিলে শচি কি ভাব দেখিয়া?
হাজার ষোড়শ মধ্যে আমি এক জন,
রাক্ষসীর মধ্যে থাকি, জান সে যেমন।
কালটার কেবল বাহিরে নয় কাল,
কি বুঝি বলিলে ভাল ভালবাসে ভাল?
তবে যে কিঞ্চিৎ কথা তাঁর সঙ্গে হয়,
সেবাগুণে কন কথা না কহিলে নয়।
শচী বলে কেন তুমি ভুলাও আমারে?
যে না জানে সে কথা গো, ভুলাইও তারে।
ত্রিভুবনে কালা কাল(১) কালে লয় হয়,
ভাসিয়া বেড়ান, তবু তোমা ছাড়া নয়।
ঔষধ বাটিতে চল, ঠাটে কাজ নাই;
কমলা কহেন, তবে তুমি আইস যাই।
এত বলি দুই জনে মুখে দিয়া মধু,
ঔষধ বাটেন শিলে, শচী বিষ্ণুবধূ।

১। ত্রিভুবনের মধ্যে কৃষ্ণ পরম সুন্দর।

একমনে বাটেন দুজনে নন ছাড়া,
প্রস্তুত করিল বেটে নাম বলিঝাড়া।
একুইশ পাণে সে ঔষধ বসাইয়া,
স্ত্রী-আচার বরণডালা রাখে সাজাইয়া।
মোনামুনী দুটি কল হরষে আনিল,
হরিতে হরের মন যতনে রাখিল।
কেহ বলে চিতছাড়া না করিবে হর,
চিতার কাঠিতে দীপ জ্বাল তদন্তর।
কমলা কহেন কেন এত আকিঞ্চন?
মিলে যাবে সোণাতে গো সোহাগা যেমন।
দ্বিজ দুর্গাপ্রসাদ ভাবিয়া মন্দাকিনী,
রচিল পুস্তক গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী।

সভামধ্যে বৃহস্পতি, ধরিয়া শেষে পদ্ধতি,
স্তুতি পাঠ আরম্ভ করিলা,
শিবের করি বরণ, দিল বস্ত্র আভরণ,
তন্ত্রমন্ত্র বিশেষ পড়িলা।

পরে সভাসদ যত,   যার যে মর্য্যাদা মত,

পরিতুষ্ট সকলে করিয়া,

শেষে ইন্দ্র শিব সঙ্গে,   স্ত্রী-আচারে মনোরঙ্গে

আপন আলয়ে গেল নিয়া।

বর আইল, বলে তখন,   প্রেমানন্দে রামাগণ,

হুলু দেয় করে কুলাচার,

সদাশিব রূপ হেরি,   বলে আহা মরি মরি,

ভাল ভাল কপাল গঙ্গার !

স্ফটিক-নিন্দিত আভা,   মরি কি তনুর শোভা,

কিবা নাসা খগচঞ্চু জিনি,

ওষ্ঠ জিনি বিম্বফল,   মুখ শ্বেত শতদল,

আঁখি যেন খঞ্জন-কামিনী।

কর পদ তলে যেন,   কমল প্রফুল্ল হেন,

শিরে শশী নাশে অন্ধকার,

ধন্য পুণ্য বিধাতার,   কিবা বস্ত্র অলঙ্কার,

দিয়াছে গো ধন্য জন্ম তার !

লোকের অসাধ্য নাই,   কেহ বলে মাথে ছাই,

ভাঙ্গ খায় পাগলের মত,

কত কথা কয়েছিল, সে সকল মিছা হৈল,
বুঝিলাম তারা জ্ঞান-হত।
যাহার যেমন ভাব, হবে সেই মত লাভ,
আনন্দে কহিছে কেহ হাসি,
সুন্দরী বলিয়া মান, যাহার আছিল ভাণ,
ইহার অগ্রেতে সব দাসী।
গঙ্গার রূপ যেমন, দিয়াছে বিধি তেমন,
হাঁড়ী উপযুক্ত বটে সরা,
এইরূপে নারীগণ, কহে মহাহৃষ্ট মন,
করে পরে স্ত্রী-আচার ত্বরা।
শ্রীদুর্গাপ্রসাদ বলে, গঙ্গার চরণ-তলে,
দয়া কর সুর শৈবলিনি,
কণ্ঠে করি অধিষ্ঠান, শুন মা নূতন গান,
নাম গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী।

কন্যাকত্র ব্রাহ্মণীর আনন্দিত মন,
শিবের সম্মুখে আসি করিছে বরণ।

সাতবার হাতে হাতে বরণ করিয়া,
তিনবার নিলে মাথে ডালা ছোঁয়াইয়া।
মহৌষধ পূর্ব্বেতে রাখিয়াছিল পানে,
হাসি হাসি হর অঙ্গে দেয় নানা স্থানে।
ধুস্তুর দীপেতে পরে আরতি করিলা,
ধান্য দূর্ব্বা স্বস্তিকাদি মস্তকেতে দিলা।
জগন্মোহন রূপ ধরেছেন শিব,
যে ভাবে যে দেখে, মোহ যায় সর্ব্বজীব।
যিনি যিনি স্ত্রী-আচারে ভেবেছিল আর,
ফিরা হৈল, ফের পৈল, ফিরে যাওয়া ভার।(১)
চৌদিগে কামিনী যত, যেন পদ্মমালা,
সূর্য্য যেন শির মধ্যে করেন উজ্জ্বলা।
কেহ বলে, কার মুখে কথা কেন নাই?
কেহ বলে, কইতে চাই, শেষে ভুলে যাই।
শিবরূপ সুধার সাগরে চিত্ত যার,
একেবারে ডুবিয়াছে, না জানে সাঁতার।

১। স্ত্রী-আচারে যিনি যিনি ব্যতিক্রম হইবে সম্ভাবনা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের পক্ষে উলটা হইল।

কেহ কেহ অনিমিষে আছে রূপ চেয়ে (২)
বলে কুল কে বাঁচাবে কেগো হেন মেয়ে?
হররূপ যে অঙ্গে পশিল চক্ষু যার,
পালটিয়া আনা ফিরে অতি বড় ভার।
বলে, দেখে দুটি আঁখি, দেখিব গো কত?
মিটিত কিঞ্চিত খেদ যদি হৈত শত।
আহা বিধি, উহু মরি, বিবেচনা নাই,
বিধিরে পাইলে কিছু বিরলে বুঝাই।
এইরূপে রামাগণ খেদ করে মনে,
মনে মনে নিন্দে পতি আপনা আপনে।
সতীর সতীত্ব যিনি, দাড়াইয়া তিনি,
ধৈর্য্য কি হইবে ইথে অবলা কামিনী?
শাস্ত্রের সম্মত বটে, কথা মিথ্যা নয়,
সুপুরুষ দেখিলে কামিনী ব্যস্ত হয়।
এখানে এ রূপ ইহা কহিলেন ব্যাস,
মহাভাগবতে কথা অপূর্ব্ব বিন্যাস।

২। তাদৃশী কেহ কেহ।

স্ত্রী-আচার সংক্ষেপেতে কহিলাম আমি,
এ কথা শুনিলে হয় শিবপথগামী।
সভার মধ্যেতে সদাশিব উপনীত,
পরে শুন, ভগীরথ, বিবাহ বিহিত।
দ্বিজ দুর্গাপ্রসাদ ভাবিয়া মন্দাকিনী,
রচিল পুস্তক গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী।

বসাইয়া পদ্মাসনে, ব্রহ্মা বিষ্ণু দুইজনে
সভায় আনিল গঙ্গা মারে,
শোভা কি হবে তেমন, তারাগণ মধ্যে যেন,
চন্দ্রের উদয় অন্ধকারে।
কিম্বা যত দেবগণ, যেন চন্দনের বন,
কৃপাময়ী কল্পতরু মাঝে,
কিম্বা সভা সরোবর, রক্তপদ্ম বহুতর,
মধ্যে শ্বেত শতদল সাজে।
কত কব রূপ যার, সভাশুদ্ধ চমৎকার,
প্রণাম করিল পদতলে,
জগতমোহিনী যিনি, ত্রিভুবন প্রসবিনী,
দেখি স্তুতি করিছে সকলে।

ইন্দ্র বিষ্ণু দুই জন, গঙ্গারে নিয়া তখন,
শিবেরে করেন প্রদক্ষিণ,
দক্ষিণা আখ্যান যার, প্রদক্ষিণ হয় তার,
মার মায়া বুঝিতে কঠিন।
শুভলগ্ন শুভদিন, সমসূত্রে প্রদক্ষিণ,
সাতবার হইল গঙ্গার,
পরম আনন্দ মনে, শুভ দৃষ্টি দুইজনে,
শুভক্ষণে কি শোভা তাহার?
দেবরাজ নারায়ণ, ভাবভরে দুই জন,
শিবের সম্মুখে রাখি মারে,
মনেতে জন্মিল ভাব, বলে একি রত্নলাভ?
ভক্তিভাবে বন্দিল ব্রহ্মারে।
বলে ব্রহ্মা ধন্য ভাই, তোমাসম বন্ধু নাই,
তোমা হৈতে জনম সফল,
কার আর ছিল মনে, দেখা হবে মার সনে,
কে দেখিত ও পদকমল?
পরে প্রজাপতি সুখে, আচমন চারি মুখে,
ত্বরা করি, লগ্ন বরে যার,

আসনে উপবেশন, বিষ্টর দান তখন,
পাদ্য অর্ঘ্য দিলা শিবপায়।
কোন্ গোত্র রাশি নাম ? কার পুত্র কোথা ধাম ?
হাসি জিজ্ঞাসিল বৃহস্পতি,
শিব ঠেকিলেন দায়, নারায়ণে ইসারায়,
বলিতে বলিলা পশুপতি।
শ্রীদুর্গাপ্রসাদ বলে, গঙ্গার চরণতলে,
দয়া কর সুরশৈবলিনি,
কণ্ঠে করি অধিষ্ঠান, শুন মা নূতন গান,
নাম গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী ?

হাসি হাসি নারায়ণ বলিলা ব্রহ্মারে,
কি বলিব, হর আজ্ঞা করিলা আমারে।
আমি যাহা জানি, তাহা তুমি কি না জান ?
এই কর্ম্মে উপহাস করা অবিধান।
প্রভুর বংশের আদি ভাবিয়া না পাই,
কহিতে চাই, তমোগুণ ভাবিয়া ডরাই।
আদ্য অন্ত মধ্য আছে, যদি কেহ কয়,
দিব্য করি কহিলে কে করিবে প্রত্যয় ?

বিধি তুমি বিজ্ঞ বট, জানহ বিধান,
আদিনাথ নামে অদ্য গঙ্গা কর দান।
শুনি বিধি হর-হস্ত-পদ্ম হাতে ধরে,
সেই হস্ত ব্রহ্মা রাখে ঘটের উপরে।
গঙ্গার কমল কর হর করে দিলা,
পদ্মমালা দিয়া হস্ত ঢাকিয়া বাঁধিলা।
কিবা এ অপূর্ব্ব মায়া, বুঝা অতি ভার,
যাঁর গুণে সৃষ্টি বাঁধা হাত বাঁধা তাঁর!
মন্ত্র পড়ি বিধি শিবে, স্বস্তি বোল, বলে,
জন্মিল পরম ভাব ভাসে চক্ষু জলে।
স্বস্তি না বলিয়া শিব বলেন ব্রহ্মারে,
দক্ষিণা কি দিবে আগে বলহ আমারে?
ব্রহ্মা বলে শুন প্রভু করি নিবেদন,
যে ধন তোমারে দিব, তুমি সেই ধন।
দ্বিজ দুর্গাপ্রসাদ ভাবিয়া মন্দাকিনী,
রচিল পুস্তক গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী।
পুনঃ বলে, কোটিরত্ন অনুমতি হয়,
মহেশ ভাবেন মনে কথা কিছু নয়।

মৌন দেখি মহেশেরে ব্রহ্মা লজ্জা পায়,
সসাগরা পৃথিবী দক্ষিণা দিতে চায়।
নেওয়া নয়, ঈশান যে ঈষৎ হাসিল্যা,
ব্রহ্মার হইল ভয়, ভাবিতে লাগিলা।
পরে বিধি বলে, প্রভু, স্বর্গ দিতে চাই,
প্রভু বলে, বিধি বট বিবেচনা নাই।
উদ্বিগ্ন হইয়া ব্রহ্মা মহাদেবে কন,
শেষকালে প্রভু এই লহ ত্রিভুবন।
শঙ্কর বলেন বল কি কাজ ইহাতে ?
কিঞ্চিৎ এমন দেও উপকার যাতে।
বিধাতা বলেন একি হৈল অপ্রভুল,
নারায়ণ কন কেন এত স্থূলে ভুল ?
সভাশুদ্ধ সকলেতে ভাবিয়া না পায়,
বলে আহা ব্রহ্মা একি ঠেকিলেন দায় !
কাণে কাণে ব্রহ্মারে কহেন নারায়ণ,
কেন পিতামহ তুমি ভাব অকারণ ?
দক্ষিণার বিবাহ, দক্ষিণা কিসে হয়,
মনে মনে ভাবিয়া দেখনা মহাশয় ?

ভেবে দেখ পুণ্য কর্ম্ম যত যত হয়,
দক্ষিণাতে দক্ষিণাস্তু করে মহাশয়।
কেন তুমি মিছা ভাব শুন গুণধাম,
বিল্বপত্রে লিখি দেহ মায় গঙ্গানাম।
গঙ্গানাম তুল্য কি দক্ষিণা আর আছে ?
কোল দিয়া বিষ্ণুরে বসান বিধি কাছে।
পরে বিল্বপত্রে লিখি দিল গঙ্গানাম,
দক্ষিণায় তুষ্ট শেষে শিব গুণধাম।
স্বস্তি বলি মহাদেব বলেন ব্রহ্মারে,
বিধি তুমি দয়াময়, কি কব তোমারে !
ভক্তের সর্ব্বস্ব ধন নাম মাত্র সার,
জন্মের দক্ষিণা অস্তু হইল আমার।
গঙ্গানাম দক্ষিণাতে তুষ্ট গুণধাম,
জপেন সর্ব্বদা শিব সার গঙ্গানাম।
দ্বিজ দুর্গাপ্রসাদ ভাবিয়া মন্দাকিনী,
রচিল পুস্তক গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী।

বশিষ্ঠ তখন, ভগীরথে কন,
শুন সূর্য্য-বংশ-ধর,

গঙ্গা গঙ্গাধর, হৈল একত্তর,
রূপ অতি মনোহর।
আসি নারীগণ, নানা আভরণ,
যৌতুক আহ্লাদে দিলা,
কত কব আর, লীলা যে গঙ্গার,
ব্যাস পুরাণে লিখিলা।
প্রেমে পুলকিত, দুজনার চিত,
সঙ্কেতে পূর্ব্বসংবাদ।
বাক্য রূপ সুধা, পানে গেল ক্ষুধা,
উভয় মনে আহ্লাদ।
বিশ্রাম গঙ্গার, পরে শুন আর,
মেনকার বিবরণ ;—
ভূধর রাজার, শোকে বাঁচা ভার,
শোকে রাণী অন্যমন।
স্নানে গিয়াছিল, ফিরিয়া আইল,
ঘরে না দেখি গঙ্গারে,
শুকাইল মুখ, বলে ফাটে বুক,
জিজ্ঞাসা করে রাজারে।

কহিছে অচল, কোথা গঙ্গা বল,
না দেখি কোন কারণ,
কহিল তখন, পূর্ব্ব বিবরণ,
শুনি চমকিত মন।
গঙ্গার বিচ্ছেদে, রাণী কান্দে খেদে,
ডুবিয়া মরিতে যায়,
রাজা ধরে তারে, রাখিতে না পারে,
বলে বিধি একি দায়!
রাণীরে বসায়, ক্ষণে মোহ যায়,
ক্ষণেকে চেতন পেয়ে,
তর্জ্জন গর্জ্জনে, ভৎসন বচনে,
বলে আনি দেহ মেয়ে।
প্রবেশিব জলে, অথবা অনলে,
কিম্বা বিষ আজি খাব,
গঙ্গা গঙ্গা করি, যদি প্রাণে মরি,
মরে কি গঙ্গা না পাব?
করে শিরে ঘাত, গিরি ধরে হাত,
মেনকা কান্দি অস্থির,

কম্প সবাকার, অধিক রাজার,
রাখা না যায় রুধির।
পরে গিরিবর, ধরি রাণী-কর,
সান্ত্বনা অনেক মতে,
কত কব আর, বিস্তর তাহার,
আছে মহাভাগবতে।
শ্রীদুর্গাপ্রসাদে, পরম আহ্লাদে,
বলে গঙ্গা পদতলে,
মনেতে আনন্দ, ও পদারবিন্দ,
পাই যেন অন্তকালে।
রাণী বলে আরে বিধি কি কব তোমারে?
জান না যে আর নাই মা বলে আমারে।
চক্ষুর পুতলি গঙ্গা প্রাণের সমান,
ধূলা দিয়া চক্ষে, কেড়ে লয়ে গেলে প্রাণ।
বিধিরে কি দিব দোষ কি দোষ রাজার?
বুঝিলাম যত দোষ সকলি আমার।
ড্ করে ফুকরে কান্দে, ডাকে গঙ্গা মারে,
বলে কোন্ দোষে মা গো ছাড়িলে আমারে!

কে আর খাইবে বল এ ক্ষীর নবনী ?
গলা ধরি কে ডাকিবে বলিয়া জননী ?
এই যে কিঞ্চিৎকাল সঙ্গে দেখা নাই,
ফাটে বুক, দুগ্ধ ভরে ফাটে দুটি মাই !
আর কি বাঁচিব মা গো প্রাণ রবে ধড়ে,
থাকে থাকে পূর্ব্বকথা কত মনে পড়ে !
খেদ করে কান্দে রাণী পড়িয়া ভূতলে,
কর্দ্দম হইল ধূলা নয়নের জলে।
রাণী বলে কত আর সব মনস্তাপ ;
যেমন গঙ্গার কর্ম্ম করি অভিশাপ।
দ্বিজ দুর্গাপ্রসাদ ভাবিয়া মন্দাকিনী,
রচিল পুস্তক গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী।

এত বলি ক্রোধ করি হাতে জল লয়,
বলে যদি সতীর সতীত্ব সত্য হয়।
তবে তারা এই কর নিবেদন পায়,
গঙ্গার শরীর যেন জল হয়ে যায়।
জল ফেলে দিয়া ভূমে হৈল অচেতন,
জানিলেন গঙ্গা মনে ভাবেন তখন।

ঘাটি বটে; না কহিয়া আসিয়াছি মারে,
দৈব আমি(১), দৈব দোষে ফেলিলা আমারে !
তুষ্ট আমি, মায়ের চরণে ভক্তি যার,
তাহারে অদেয় কিছু না দেখি আমার।
মাতা গুরু, পিতা গুরু, আমি ভাল জানি,
মাতৃভক্ত জীবন্মুক্ত মহেশের বাণী।
মায়ের চরণে নতি মতি থাকে যার,
বারাণসী ঘরে বসি দর্শন তাহার।
প্রসব-বেদনা ভাল জানি বারে বারে,
সন্তানের মায়া মায় ভুলিতে কি পারে ?
মায়ের মায়াতে গঙ্গা কান্দিয়া অস্থির,
তিতিল নয়ন জলে সকল শরীর।
যদ্যপি মায়ের শাপ আমি নাহি মানি,
বেদ মিথ্যা হয়, রুষ্ট হন শূলপাণি।
মাতৃ অভিশাপ গঙ্গা করিতে সফল,
গেল কায়া, মহামায়া হইলেন জল।

১। দৈব আমি—আমি সাক্ষাৎ অদৃষ্টস্বরূপ, তথাপি অদৃষ্টজন্য ফল ভোগ করিতে হইল।

হাহাকার দেবগণ করে একি বলে,
ব্রহ্মা আসি ব্রহ্মজল রাখে কমুণ্ডলে।
এই গঙ্গাজলের মাহাত্ম্য বলা ভার,
মুক্তির কারণ ইনি সকলের সার।
দ্বিজ দুর্গাপ্রসাদ ভাবিয়া মন্দাকিনী,
রচিল পুস্তক গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী।

পতিত পাবনী, মাতা সুরধূনী
শুন বাছা ভগীরথ,
নাম নিলে যার, সংসারে নিস্তার
পায়, পূরে মনোরথ।
উদ্ধারিতে শাপ, মনের সন্তাপ,
তব পিতৃ পিতামহ,
গঙ্গা আরাধিলা, শরীর ত্যজিলা,
ব্যামো(২) কি কব সমূহ।
বশিষ্ঠ বচন, শুনিয়া তখন,
ভগীরথ কান্দি বলে,

২। ব্যামো—ব্যামোহ অর্থাৎ সমূহ বিপদ।

কাজ নাই আর, এ পাপ সংসার,
নিবেদন পদতলে।
কিন্তু শুন গুরু, বাঞ্ছা কল্পতরু,
কর কৃপা অবশেষ ;
নাহি জানি মন্ত্র, উপাসনা তন্ত্র,
কহ না সে উপদেশ।
শুন গুরু সার, প্রতিজ্ঞা আমার,
নিবেদি পদকমলে,
মন্ত্রের সাধন, শরীর পতন,
মারে আনিব ভূতলে।
বশিষ্ঠ শুনিয়া, উঠে শিহরিয়া,
বলে শুন গুণাকর ;
সে বড় কঠিন, সাধন ভজন,
তাহে তুমি শিশুতর।
মুনি মানা করে, না শুনিয়া পরে,
ভগীরথ কান্দি কয়,
দেহ গুরু দীক্ষা, চাহি এই ভিক্ষা,
আমারে হও সদয়।

শুনি মুনিবর, দীক্ষা তদন্তর,
দিয়া কৈল অনুমতি,
বলে গুণাকর, শুন পূর্ব্বাপর,
কুলদেব পশুপতি।
সব সূর্য্যবংশ, আশুতোষ অংশ,
এ কুলে মহেশ স্বামী,
যে ভক্তি তোমার, হবে যে উদ্ধার,
বুঝিলাম সার আমি।
শুনি শিশুমতি, গুরুকে প্রণতি,
করিয়া বিনয়ে কয়,
বলে মুক্ত কর, আমি যে কাতর,
কাল বিলম্ব না সয়।
শ্রীদুর্গাপ্রসাদে, মনের আহ্লাদে,
বলে গঙ্গা পদতলে,
আমার এ কায়, যদি কাকে খায়,
ভাসে যেন তব জলে।

রাগিণী বিভাস, তাল তেওট।

ধুয়া। যদি ত্রাণ হইবে ভবে তবে শুন মন মজ
শ্রীগুরু চরণে।
মরিলে কে সঙ্গে যাবে, সকলি পড়িয়া রবে,
সঙ্গের সম্বল ভুল না রে মন প্রভু যা দিয়াছেন কাণে।

মুনি কন ভগীরথ শুনহ বিধান,
শুচি হয়ে থাক আজি করি দুগ্ধপান।
শুনে ভগীরথ পরে করে নিয়মিত,
থাকিলা সে দিন শুচি আছে যেই রীত।
পর দিন পরম আনন্দে তপোধন,
পূজা হোম জপ করে একাগ্র মন।
ভগীরথ ভক্তিভাবে বসিলা নিকটে,
মহেশের মহামন্ত্র দিল কর্ণপুটে।
প্রফুল্ল কদম্ব যেন তনু শিহরিল,
মন্ত্রের উদয়ে হৃদ-পদ্ম বিকসিল।
ভগীরথ ভাবে মনে একি চমৎকার!
সকলি যে মিছা, দেখি অনিত্য সংসার।

কহিবার কথা একি, কব আমি কারে ?
যে না জানে এ তন্ত্র, সে আছে অন্ধকারে।
গুরু যে সাক্ষাৎ ব্রহ্ম, পদকল্পতরু,
দেবতা কোথায় আর দেব দেব গুরু।
কি দিলে দক্ষিণা হয়, না দেখি উপায়,
বিনা মূলে বিকালাম শ্রীনাথের পায়।
ভক্তিভাবে ভগীরথ, করে প্রণিপাত,
বশিষ্ঠ তুলিলা শেষে ধরি দুটি হাত।
তার পর মায়ের নিকটে রাজা যায়,
গঙ্গা আরাধিতে যায় হইয়া বিদায়।
কান্দিয়া অস্থির পুরবাসী আর রাণী,
না মানে নিষেধ ভগীরথ কার বাণী।
ভগীরথ বলে মা গো শুন তবে সার,
পিতৃকর্ম্ম যে না করে বৃথা জন্ম তার।
পিতা ধর্ম্ম, পিতা স্বর্গ, যোগ যাগ যত,
লাভ হয় পিতৃ-তুষ্টে বেদের সম্মত।
করিয়াছি প্রতিজ্ঞা আনিব গঙ্গা মারে,
কেঁদনা, বিদায় শীঘ্র করগো আমারে।

দ্বিজ দুর্গাপ্রসাদ ভাবিয়া মন্দাকিনী,
রচিল পুস্তক গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিণী।

ধুয়া। মরি কিবা স্নেহ সন্তানের প্রতি মার।
যাও কিম্বা রও কথা রাণীর বলা ভার।
রাণী বলে ভগীরথে, সাবধানে যাবে পথে,
বাঁচি যদি দেখা হবে মা বল একবার।
প্রাতঃকালে করো স্নান, ফল মূল জলপান,
খাবে বনে কি পাইবে আর।

নিতান্ত জানিল রাণী, পুত্র যাবে তপস্যায়,
রক্ষা বান্ধি সঁপে রাণী সর্ব্ব দেবতার পায়।
শীতল কিরণ রবি কর প্রভু নিজগুণে,
বনের দেবতা রক্ষা করিবে নিবিড় বনে ;
সুধাকর ক্ষুধা হৈলে দয়া কর ভগীরথে,
দুর্গতি-হারিণী মাগো নিয়া যাবে ভাল পথে,
তরুগণ ছায়া দিও পশু পক্ষ বন্ধু হবে,
ধরা তুমি ধৈর্য্যরূপা অপরাধ নাহি লবে।
কালরাত্রি কালী মা গো নিবেদিব পায় কত,
অভয় করিবে দান পালিবে সন্তান মত।

সুখদা মোক্ষদা গঙ্গা ঝটিত প্রসন্ন হবে,
দীনে দয়া করিলে মা জগতে ঘোষণা রবে।
এত বলি ভগীরথে বিদায় করিয়া বলে,
সাবধান হবে বলে, ভাসিল নয়ন জলে।
ছিন্নতরু হেন রাণী ভূমে গড়াগড়ি যায়,
মাতৃ আজ্ঞা নিয়া ভগীরথ সুখে বনে ধায়।
ক্ষণে উঠে, ক্ষণে রাণী স্নেহ জন্যে মোহ পায়,
বৎসহারা গাভী যেন, ধায় পথ পানে চায়,
মরি কি মমতা মার, যার তুল্য নাহি আর,
সন্তানের জন্য কত দুঃখ ভেবে দেখ মার।
ভগীরথ মার পদ সর্ব্বদা ভাবেন মনে,
গঙ্গা আরাধনা হেতু প্রবেশ করিলা বনে।
শ্রীদুর্গাপ্রসাদ বলে কত গুণ কব মার,
মাতৃভক্ত যেই জন তার পায় নমস্কার।

ধুয়া। ভগীরথ প্রবেশে কাননে প্রথমতঃ।

বালক ভগীরথ, না চিনে কোন পথ,
করিলা কাননে প্রবেশ ;

তমাল শাল তাল, রসাল শরজাল,
দেখিয়া স্মরয়ে মহেশ।
ডাকিছে বনে ঘন, সঘনে পশুগণ,
মহিষ শার্দ্দুল চমরী;
পড়িয়া অজগর, গর্জ্জায় ঘোরতর,
কালিনী(১) কুশীলা পামরী।
সভয় অতি মনে, সিংহের নাদ শুনে
গহনে গরজে গভীর,
গুর্ব্বিণী ছাড়ে গাব, ভয়েতে গেল ভাব,
রাজার কাঁপিছে শরীর।
গবয় থেকে থেকে, বেড়ায় ডেকে ডেকে,
গণ্ডার মাতঙ্গ উল্লুক,
বনেতে পশু যত, স্বভাবে উনমত,
খেলিছে ভল্লূকী ভল্লূক।
পশুতে ঘেরে পরে, দেখিয়া নরবরে,
ভয়েতে শুকাইল মুখ,

১। কালিনী—কালভুজঙ্গী।

মহেশ ভাবি মনে, মুদিল দুনয়নে
কাঁপিছে থর থর বুক।
ঠেকিল ঘোর দায়, পশুতে খেতে চায়,
ভয়েতে কান্দি মোহ যায়,
ডাকিছে কোথা হর, বিপদে গঙ্গাধর,
শুনেছি ও পদ উপায়।
যদ্যপি প্রাণে যাই, তাহাতে খেদ নাই,
মনেতে রবে এই খেদ,
মৃত্যুর মৃত্যু-ভয়, ও নাম নিলে যায়,
মিছা যে হবে প্রভু বেদ!
শুনহ পশুপতি, আমি যে শিশুমতি,
ভকতি জ্ঞান কিছু নাই,
পশুতে প্রাণে মারে, ডাকিব আর কারে,
ভরসা ও নাম দোহাই।
নিষ্পাপ সে শরীর, রাজন অতি ধীর,
কাতরে ডাকে সদাশিবে,
যে নামে যম কাঁপে, সর্ব্বদা সে আলাপে,
পশুতে তারে কি করিবে?

ভকত ভগীরথ, পেয়েছে জ্ঞান-পথ,

সকলি গুরুর কৃপায়,

নামেতে কি না হয়, কি করে পশু ভয়,

সভয়ে সুদূরে পলায়।

ভাবেতে গদগদ, ভাবিছে শিব পদ,

হৃদয় কমলে রাজন্,

কানন নির্জ্জন, সে পদে বাঁধে মন,

করিছে স্বকার্য্য-সাধন।

যাহারে বিধি বাম, না জানে শিব নাম,

সে আছে বিষম প্রমাদে ;

নামেতে চারি ফল, নয়নে ঝরে জল,

বলিছে শ্রীদুর্গাপ্রসাদে।

রাঃ ইমন্ ;—তাঃ মধ্যমান।

ধুয়া। শিব কিঞ্চিৎ করুণা কর হইয়া সদয়।

প্রভু ওহে করুণাময়।

তিন কালে পার্থিব লিঙ্গেতে পূজে হর,

নামেতে নিমগ্ন চিত্ত ডাকে নিরন্তর।

নবীন শ্রীফলদল জল বনফল,
শম্ভুর চরণে দেয় অপূর্ব্ব কমল।
করে করে করতালি কক্ষ বাজাইয়া,
গাল বাদ্য গান করে নাচিয়া নাচিয়া।
অবসানে অষ্ট অঙ্গে সহস্র প্রণাম,
অবিরাম রসনায় জপে শিব নাম।
সহস্র বৎসর ধ্যান করেন রাজন্,
পড়েছে বিষম ফের শুনহ কারণ।
হর বৈসে হিমালয়ে গঙ্গার বিচ্ছেদে,
পুনর্ব্বার যোগেতে আছেন প্রভু খেদে।
কামদেব ভস্ম হবে, জন্ম হবে মার,
মেনকার গর্ভে জন্ম হবে পুনর্ব্বার।
গৌরীর বিবাহ হবে, গঙ্গাধর সনে,
ভাবভরে ভব বসে ভাবিছেন মনে।
হেন কালে মহেশের মন উচাটন,
ভক্ত ভগীরথ তথা করিছে স্মরণ।
ঈশান ভাবেন ভাল দায় উপস্থিত,
একে মরি মনোদুঃখে, একি বিপরীত!

আমি যাঁর পাদপদ্ম ভাবিয়া না পাই,
ভগীরথ বালক ভাবেন মনে তাই।
পক্ষ-হীন পাখী যেন উড়িতে সে চায়,
সাঁতারে সমুদ্রে পার হেন অভিপ্রায়।
কি করিব, সূর্য্যবংশ ভক্ত অতিশয়,
ভগীরথে না রাখিলে নাম লোপ হয়।
ব্যস্ত আমি, সর্ব্বদা যোগেতে যায় দিন,
ভূতলে গঙ্গারে আনা বড়ই কঠিন।
দয়া করি দৈববাণী কহেন মহেশ,
গঙ্গা আরাধনা কর, কহিলা বিশেষ।
ভগীরথ দৈববাণী শুনি ভাবে মনে,
শুন গঙ্গা আরাধনা, দ্বিজ কবি ভনে।
চলে রাজা হিমাচলে, কোথা গঙ্গা গঙ্গা বলে,
দয়াময়ী ভক্তের জীবন ;
আমি দীন অকিঞ্চন, বিপত্তে তব চরণ,
শুনিয়াছি তারণ কারণ।
হিমালয়ে উপনীত, গঙ্গার গুণানুগীত
গায়, রসনায় জপে নাম ;

বসিয়া পর্ব্বতোপরে, কঠোর তপস্যা করে,
শুদ্ধশীল শিশু গুণধাম।
প্রথমতঃ যোগে মন, শরীর করে শোধন,
নেতি ধৌতি বস্তির স্তম্ভন(১),
গুরুর কৃপায় দীক্ষা, হইল সকল শিক্ষা,
সিদ্ধ করে চৌরাশী আসন।
শরীর করিল শুদ্ধি, নির্ম্মল হইল বুদ্ধি,
সমাধিতে বসিল রাজন,
গুরু উপদেশ গোড়া, সিদ্ধি করে মন্ত্র যোড়া(২),
করে কুলকুণ্ডলী(৩) চালন।
ভক্তি বিনা করে যোগ, মিছামিছি কর্ম্ম ভোগ,
ভগীরথ ভক্ত যোগী জ্ঞানী ;

১। আর্দ্রবস্ত্র উদরস্থ করিয়া অভ্যন্তরস্থ মল শোধনকে নেতিধৌতি বলে। প্রাণায়াম দ্বারা বায়ু বদ্ধ করিয়া তলপেটকে স্থির করার নাম বস্তির স্তম্ভন।

২। যোড়া—মন্ত্রবিশেষ।

৩। কুলকুণ্ডলী—নাড়ীবিশেষ।

হ ল ক্ষ মণ্ডলাকারে, যোগ করে সহস্রারে(৪),
ইথে মুক্ত জীব শিব বাণী।
প্রথমে ভক্ষণ ফল, দ্বিতীয়ে গলিত দল,
এইরূপে কত দিন যায়;
ত্যজে শেষে ফুলদল, ভক্ষণ করিল জল,
জীবনের জীবন উপায়।
অবশেষে অনশন, গঙ্গাপদে সদা মন,
কঠোর করেন মাসে মাসে,
বিশেষ কহিব তার, পুরাণে কহিল সার,
শুন পুণ্যলাভ অনায়াসে।
শ্রীদুর্গাপ্রসাদ বলে, গঙ্গার চরণ-তলে,
দয়া কর সুরশৈবলিনি,
কণ্ঠে করি অধিষ্ঠান, শুন মা নূতন গান,
নাম গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী।

৪। সহস্রারে—তন্ত্রোক্ত মস্তকস্থ সহস্রদল কমলে।

ধুয়া। ফিরে চাও গো তারিণী তাপিতে এইবার।
কৃপাবলোকনে ক্ষতি কি তোমার
কৃপাসিন্ধু কণিকা দানে শুকাবেনা মার।

বৈশাখে প্রখরতর সূর্য্যের কিরণ,
জীবন বিহনে যাতে শুকায় জীবন।
ফুটি যেন মাটী ফাটে তপন তরাসে,
মধ্যাহ্ন কালেতে চাষা নাহি যায় চাষে।
মাটিতে পড়িলে ধানা খই হয়ে যায়,
ভগীরথ এ মাসে থাকেন ঊর্দ্ধ পায়।
মল্লিকা মালতী মালা গোলাপ চন্দন,
মনে মনে গঙ্গাপদে করে নিবেদন।
সাড়া নাই শরীরে সর্ব্বদা ভাবে মায়;
ভয়ানক পশু পক্ষী খাইতে সে চায়।
ভক্ত ভগীরথে, নষ্ট করে সাধ্য কার?
দয়াময়ী বিনা অন্য চিন্তা নাহি যার।
জ্যৈষ্ঠের নিদাঘে লোক ধড়ফড় করে,
হাঁপ ধরে রইতে নারে বাহিরে কি ঘরে।

চৌদিকে জ্বালিয়া অগ্নি ঊর্দ্ধেতে তপন,
মধ্যে বসি ভগীরথ করেন ভজন।
পঞ্চতাপে পঞ্চভূত শরীর শুকায়,
সুশীতল জল ফল সুখী লোক খায়।
ভগীরথ গঙ্গা-পাদ-পদ্মে রাখি মন,
মানসে শীতল বস্ত করে নিবেদন।
আষাঢ় শ্রাবণে লোক নাহি ছাড়ে ঘর,
বৃষ্টি বজ্রাঘাত মেঘ ডাকে ঘোরতর।
ভগীরথ ভিজিয়া কাটান দুঃখে কাল,
রক্ষা হেতু গঙ্গার চরণ মনে চাল।
ভাদ্রমাসে ভাসে জলে দুরন্ত কর্দ্দম,
আশ্বিনে শরত রৌদ্র যেন যম সম।
পক্ষী খায় অঙ্গ ঘর্ম্ম ঝরে অবিরাম,
শিরাজালে ব্যাপ্ত তনু তবু জপে নাম।
কর্ত্তিক মাসেতে হৈল শীতের আরম্ভ,
ভগীরথ আরম্ভ করেন জলস্তম্ভ।
মার্গশীর্ষ পৌষে শীত যুবক দুরন্ত,
তরুণী. তপন, তুলা সেবে ভাগ্যবন্ত।

ভগীরথ জল মধ্যে বসে ডাকে মাকে,
কণ্ঠাবধি নিমগ্ন করিয়া থাকে পাঁকে।
মকরে প্রখর রবি হিম ঘোরতর,
বালক যুবক বৃদ্ধ কাঁপে থর থর।
রাজার এ মাসে তপ এইরূপে যায়;
শীতের বসন নিবেদন গঙ্গাপায়।
বসন্তের আগমন হইল ফাল্গুনে,
বিরহী জনার মন দহে কামাগুণে।
মলয় পবন বহে ফুটিল গোলাপ,
কোকিল কোকিলা সুখে করয়ে আলাপ।
পুষ্পগন্ধ ওই গান ওই সমীরণ,
কৌপিন কসয়ে যাতে যোগী মুনিগণ।
অন্যের কি দিব দোষ অল্পবুদ্ধি জীব,
কামদেব ভস্ম যাতে ব্যস্ত সদাশিব।
ভগীরথ রাজা বটে কি ইন্দ্রিয় বশ!
সার রসে আছে মন ভুলে অন্য রস।
মধুমাসে মায়ের চরণে রাখি মন,
মনে মনে করে রাজা চামর ব্যজন।

এইরূপে অযুত বৎসর তপ করে,
গঙ্গার হইল দয়া জানিলা অন্তরে।
দ্বিজ দুর্গাপ্রসাদ ভাবিয়া মন্দাকিনী,
রচিল পুস্তক গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিণী।

রাঃ বেহাগ, তাঃ তিওট।

ধুয়া। ভক্তে ভয় দেখাইতে, চলিলা আকাশ পথে, শিবানী সে জয় দিয়া। নিশি অন্ধকার ঘোর, আনন্দে সবে ভোর, কাঁপে ত্রিভুবন শঙ্কা পাইয়া।

হইল দয়া মার, বুঝিতে ভক্ত সার,
জানিতে পাঠান স্বগণে।
ভৈরব চলে রঙ্গে, ভৈরবী নাচে সঙ্গে,
প্রমথ প্রেমানন্দ মনে।
বেতাল ধরে তাল, সঘনে বলে ভাল,
ভাল রে ভকত রাজন।
যে পদ ভাবে ভব, হবে কি লাভ তব,
বুঝিব সাধক কেমন?

যেখানে ভগীরথ, পুরাতে মনোরথ,
যোগেতে আছেন বসিয়া,
শিবানী সেনা যত, স্বভাবে উনমত,
রাজারে ঘেরিল আসিয়া।
প্রথমে ক্রোধে কয়, দেও হে পরিচয়,
কে তুমি বসিয়া কাননে ?
যদ্যপি ভাল চাও, এখনি উঠে যাও,
নতুবা মরিবে জীবনে।
ভৈরবী ঝাঁকে ঝাঁকে, কাণের কাছে ডাকে,
রাজা কি তাহাতে ডরায় !
ভাবিছে মার পদ, যে পদ সুধাহ্রদ,
মন যে ডুবায়েছে তায়।
কেহবা হাসে হিহি, কারবা লেল জিহি,
হুঙ্কারে ডাকিছে রাজারে,
শুনে কে সে বচন, যে রসে আছে মন,
রাজার ভয় আর কারে ?
কাহার শূল করে, ভীষণ অসি ধরে,
ঘুরায়ে বলে সাবধান।

না মানে ভয় চয়, রাজন মহাশয়,
করেছে প্রাণ পদে দান।
সুশীল সুনিপুণ, বংশেতে যেন ঘুন,
সে পদে প্রবেশ ত মন।
ভৈরব বলে ভাল, কাটিলে মায়াজাল,
সাধক বটেরে রাজন।
ভৈরব ফিরে যায়, সংবাদ দিল মায়,
শুনিয়া চলিলা তারিণী,
প্রসাদ দাস মার, তার মা এই বার,
ত্রিগুণা ত্রিতাপ হারিণী।

রাঃ খাম্বাজ, তাঃ ধামাল,

ধুয়া। কিবা দয়া অভয়ার সেবকেরে, নিস্তার করিতে আইলা ঈশের ঈশানী। সুরধুনী নাবিলা ছিলা রথে, বলিছেন ভগীরথে, ঘুচাতে তোমার খেদ এসেছি আপনি॥

সুরধুনী আকাশ পথেতে উপনীত,
সেবকের দুঃখ দেখি হইয়া দুঃখিত।

সেবক বৎসলা দেবী উপজিল দয়া,
ভয় নাই ভগীরথে কহেন অভয়া।
ঘুচাইতে দুঃখ বাছা এসেছি তোমার,
হবে তব বাঞ্ছাপূর্ণ চাহ একবার।
যারে তুমি মানসে ভাবিছ বাছা দুঃখে
সেই আমি চেয়ে দেখ দাণ্ডায়ে সম্মুখে।
ভগীরথ ভয় হেতু না কহে বচন,
মনে ভাবে মার পদ মুদিয়া নয়ন।
দুর্গতি হারিণী দয়াময়ী আর বার,
উত্তর করহ বলে ডাকে বারেবার।
ভগীরথ ভাবে যদি উত্তর না করি,
ক্রুদ্ধ পাছে হন তবে, ত্রিপুরাসুন্দরী।
চিন্তিত হইয়া পরে কন গুণধাম,
যে হও সে হও মা গো চরণে প্রণাম।
তোমার কথাতে মা গো না হয় প্রত্যয়,
তবে হয় প্রত্যয় প্রত্যক্ষ কিছু হয়।
শুনি সুরবন্দিনী হাসেন খল খল,
ভয় পায়ে ভগীরথ হয়েছে চঞ্চল।

এত বলি মহামায়া হইল সদয়,
চৈতন্যরূপিণী হৃদে হইল উদয়।
চৈতন্য জন্মিল মনে দেখে গঙ্গা মারে,
বলে তবে রক্ষা মা গো করহ আমারে।
দ্বিজ দুর্গাপ্রসাদ ভাবিয়া মন্দাকিনী,
রচিল পুস্তক গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী।

ধুয়া। যদি মা দয়া করি এসেছ, অধমে ত্রাণ কর এ ভবে।

কাতর দেখিয়া গঙ্গা বলেন রাজারে,
যে বর চাহিবে বাছা দিব তা তোমারে।
ভগীরথ বলে, অন্য বরে কাজ নাই,
ব্রহ্মশাপে উদ্ধারো মা এই বর চাই।
ষড়যুত সুত নষ্ট সগর রাজার,
সেই বংশে জন্ম মা গো আমি কুলাঙ্গার।
তারিণী বলেন বাছা আর বর চাও,
ভগীরথ বলে কি মা বালক ভুলাও!
তুমি যদি পৃথিবীতে না কর গমন,
নিতান্ত তোমার দাস ত্যজিবে জীবন।

ঈশ্বরী বলেন সে যে বিধাতার হাত,
হবে না যদ্যপি হয় ইন্দ্রচন্দ্র পাত।
বিধি যে জানেন ব্রহ্ম সৃষ্টি যদি যায়,
কমণ্ডলু হৈতে নাহি কণিকা প্যশায়।
ভগীরথ বলে মা প্রতার তুমি কারে?
তোমার চরণ বলে জানি বিধাতারে।
আজ্ঞাকারী বিধি মা গো এই বৈত নয়,
কটাক্ষেতে কত বিধি সৃষ্ট হয় লয়।
তারিণী বলেন তবে শুন বাছাধন,
তোমার অধিক ভক্ত বিধি এক জন।
বিধি না বিদায় দিলে গতি করা ভার,
অতএব তপস্যা করহ তুমি তাঁর।
এত বলি সুরধুনী হৈল অদর্শন,
দ্বিজ বলে শুন সবে ব্রহ্মার ভজন।

ঈশ্বরীর উপদেশে ব্রহ্মার তপস্যা শেষে
করে ভগীরথ পুণ্যশীল;
জপে মন্ত্র ডাকে নাম, রসনায় গুণধাম,
বিরাম নাহিক এক তিল।

দৈববলে নাহি ভয়, দেবীদাস দয়াময়,
ভগীরথ ভকত সাধক,
দ্বিতীয় ভৈরব যেন, জ্ঞান হয় মনে হেন,
তেজঃপুঞ্জ যেমন পাবক।
উইতে খাইছে গায়, আছে রাজা ঊর্দ্ধপায়,
করে যোগ কঠিন ভজন,
এমন যোগ্যতা কার, অনাহারে বাঁচা ভার,
প্রাণ আছে খাইয়া পবন।
ব্রহ্মার না দেখা পায়, ভাবে রাজা অনুপায়,
করে যোগ বসিয়া আসনে,
বলে ব্রহ্মা দয়া কর, কিঙ্করের দুঃখ হর,
হের প্রভু কিঞ্চিৎ নয়নে।
বলিয়াছে বেদ সার, সার কথা বিধাতার,
মহামন্ত্র দেবের জীবন,
ইহাতে যে ভয় হয়, সে কথা যে মিথ্যা নয়,
বিপাকে মরে যে অকিঞ্চন।
তোমার করুণা যায়, পরশ পড়িয়া পায়,
পরম আদর করে তারে,

দয়াময় বেদে কয়, কেন কৃপা নাহি হয়,
কেন এত নিষ্ঠুর আমারে,
করুণা তোমায় যারে, কোন্‌রূপে বাঁচাও তারে,
হয় সুখ কত করে ভোগ,
বিধির বিপাক যার, বাঁচন সংশয় তার,
লোক করে মিথ্যা অনুযোগ।
একান্ত করিয়া মন, ও চরণে সমর্পণ,
ডাকে রাজা চক্ষে পড়ে নীর,
তপবল তপস্বীর, রাজন অতি সুধীর,
দীনে দয়া হইল বিধির।
শ্রীদুর্গাপ্রসাদ বলে, গঙ্গার চরণ তলে,
দয়া কর সুরশৈবলিনি,
কণ্ঠে করি অধিষ্ঠান, শুন মা নূতন গান,
নাম গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী।

ধুয়া। ভকত বৎসল বিধি করিল গমন।
কৃপা করি ভগীরথে, উপনীত শূন্যপথে
দয়া করি দিলা দরশন।

বিধির বিস্ময় মনে করিলা গমন,
ভগীরথে দয়া করি দিলা দরশন।
বিরিঞ্চি বলেন, কেন করিছ কঠোর?
বয়সে প্রবীণ নহ, নবীন কিশোর।
তোমার তপের বলে আমি যে অস্থির,
তোমারে অদেয় কিছু নাহি বাছা ধীর।
শীঘ্র চাহ বর বাছা সুশীল সুজন,
চাহ যদি দিব বর এ তিন ভুবন।
বিধাতার দয়া দেখি দেবতা ভাবিত,
দেবরাজ বলে বুঝি ঘটে বিপরীত।
গ্রহদণ্ড দিক্‌পাল বলে একি দায়?
ভগীরথে ব্রহ্মা বর শীঘ্র দিলে হয়।
যম বলে আমার যমত্ব বুঝি যায়?
যমের ভাবনা যেটা, সেটা মিথ্যা নয়।
দেবতা ভাবিত, পরে বিধাতা রাজারে,
বর চাহ বর চাহ, বলে বারে বারে।
প্রণাম করিয়া রাজা করে নিবেদন,
আমার দুঃখের কত কব বিবরণ?

কহিতে যে হয় ভয়, কহিবে কি দাস ?
হইয়াছে সগর রাজার সর্ব্বনাশ।
ষড়যুত সুত ভস্ম হয় ব্রহ্মশাপে,
তোমার শরণাগত সেই মনস্তাপে।
গঙ্গার গমন বিনা আর গতি নাই,
গতিনাথ ! গতি কর তবে গতি পাই।
ভগীরথ বলে নিবেদন পদতলে,
শুনিয়াছি, সুরধুনী তব কমণ্ডলে।
সেই গঙ্গা দিলে প্রভু তবে আমি যাই,
ইহা বিনা অন্য আর বরে কাজ নাই।
শিহরিয়া বিধি বলে, সে আর কেমন,
সাধু বটে, কথা কহ বালক যেমন !
গুরুদত্ত তত্ত্বমসি, কেবা দেয় কারে ?
যে পারে সে কাজ বাছা কহিবে তাহারে।
অমরাবতীর রাজ্য চাহ দিতে পারি,
যম আদি সর্ব্বদা হবেন আজ্ঞাকারী।
ভগীরথ বলে প্রভু কাজ কি তাহাতে ?
অভিলাষ কর পূর্ণ উপকার যাতে।

রাজ্য ধন জন সুখ আমি নাহি চাই,
গঙ্গা যদি না দেও, জীবনে কাজ নাই।
কান্দিয়া আকুল রাজা হইল অস্থির,
একান্ত ভাবেতে দয়া হইল বিধির।
কিঞ্চিৎ চিন্তিয়া বিধি বলেন রাজারে,
অভিলাষ হবে পূর্ণ দিব গঙ্গা মারে।
কিন্তু কে ধরিবে বেগ? সে যে বড় ভার,
আশুতোষ বিনা বেগ ধরে, সাধ্য কার?
ভগীরথ বলে, ভাল, তাহে নাহি ভয়,
প্রভুর চিহ্নিত আমি, তিনি দয়াময়।
বিধাতা বিদায় পরে, স্বস্থানে গমন,
তার পর শুন কিছু গঙ্গার বচন।
দ্বিজ দুর্গাপ্রসাদ ভাবিয়া মন্দাকিনী,
রচিল পুস্তক গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী।

রাঃ বেহাগ, তাঃ ধামার।

ধুয়া। মা গো অনন্তরূপিণী তোমার মায়া কে জানে?

বিধাতা তখন, করে নিবেদন,
সবিশেষ গঙ্গা মারে,
বলে মা তারিণি, নাহি সরে বাণী,
কহিব কি মা তোমারে।
সাধক তোমার, সগর রাজার,
বংশ-ধর ভগীরথ,
আছে মনস্তাপে, পড়ে ব্রহ্মশাপে,
সিদ্ধি কর মনোরথ।
তুমি পৃথিবীতে, না গেলে তারিতে,
কে পারে মা শক্তি কার ?
তোমা বিনা মুক্তি, নাহি শিব উক্তি,
ভক্তিমুক্তি মূল তার।
ত্রিপুরারী-নারী, তুমি শুভকারী,
এ বারি দেবে না পায়,
পরশিলে জল, কব কত ফল,
চারি মুখে বলা দায়।
শুনিয়া শিবানী, বিধাতার বাণী,
বলেন একি কহিলা ?

পাপে ভরা ধরা, গিয়া পাপ করা,
কি বুঝি হেন বলিলা ?
পরশে এ জল, জান কত ফল,
চারি ফল লোকে পায়,
জানিয়া শুনিয়া, বল কি বুঝিয়া,
পাপে ডুবাইতে কায়।
শুনিয়া বিধাতা, বলে শুন মাতা,
কেন প্রতার তারিণি,
নামে পাপ যায়, এত ভয় তায়,
ভুলাও পাপহারিণি ?
গঙ্গা কন পুনঃ পরে আর শুন,
বচন মধুর রস,
প্রসাদ কবির, সরস শরীর,
ভাবেতে তনু অবশ।

ধুয়া। আমি যাব কি।—তনু—শুনবিধি পাপে ভরা ধরা।
তারিণী বলেন, পৃথিবীতে পাপচয়,
আমার গমন করা কি রূপেতে হয় ?

কলিকালে কলুষ করিবে পাপী কত,
লোভে লোক করিবেক পরকাল হত।
মদেতে মাতিয়া লোক গুরুকে নিন্দিবে,
দেব দ্বিজ গুরুলোক কেহ না মানিবে।
ইহাতে নরক ঘোর তোমার লিখন,
অনুচিত সে পাপীর মুখ দরশন।
পিতা মাতা সেবা না করিবে পাপী যত,
কটু কবে হইয়া ভার্য্যার অনুগত।
এক ব্রহ্ম উপাসনা হেতু অবতার,
করিবে পাষণ্ড লোক ভেদ দেবতার।
কন্যা পুত্র বিক্রী হবে, পশু পক্ষী মত,
করিবে যে পাতিত সে, সে দেশ পতিত।
গৃহীর উচিত সেবা করিতে অতিথি,
হইবে অধম লোক তাহাতে বঞ্চিত।
করিলে অতিথি সেবা চতুর্ব্বর্গ পায়,
না করিলে পাপ দিয়া পুণ্য লয়ে যায়।
পাগল হইয়া পতি, ছাড়িবেক সতী,
অসতীতে অনুগত হবে দুষ্টমতি।

গুরু আজ্ঞা অবজ্ঞা করিবে মূঢ়নর,
পাইয়া পরম মন্ত্র ছাড়িবে পামর।
কুহকে কাঞ্চন ত্যজি কাঁচে হবে রাজী,
বুঝিবে না পাপীলোক সেই ভোজবাজী।
স্বামীর সেবায় নারী হইবে বিহীন,
ছাড়িয়া পতির সেবা হবে পরাধীন।
স্বামীর শাপেতে নষ্ট হবে অহঙ্কার,
দুর্গতি না দেখা বাছা যাবে কুলটার।
পতিব্রতা সতীর পরশে পাব সুখ,
পাপীয়সী পরশিলে পাব বড় দুঃখ।
ভেদাভেদ দ্বেষাদ্বেষ হবে প্রবঞ্চনা,
পরামর্শ জিজ্ঞাসিলে দিবে কুমন্ত্রণা।
পরদার হরণে না জাতি ভেদ রবে,
ছাগ পশু মত লোক নরকে ডুবিবে।
ক্ষুধা কি তৃষ্ণায় যদি অন্ন জল চায়,
দয়া না করিবে দুষ্ট প্রাণ যদি যায়।
সাধু নিন্দা নীচ কর্ম্ম করিবে নির্ব্বোধ,
বিনা অপরাধে গুরু করিবেন ক্রোধ।

আত্মীয় স্বজনে আগে করিবে আশ্বাস,
প্রবঞ্চনা করিয়া করিবে সর্ব্বনাশ।
থাকি আমি সর্ব্বদা জীবের ঘটে ঘটে,
স্ত্রীলোক আমার ছায়া, জান তুমি বটে।
নারী অপরাধে দণ্ড নাহিক বিধান,
না বুঝিয়া আমার করিবে অপমান।
কুবৃত্তি করিবে পাপী, হবে দস্যু চোর,
না বুঝে ভোগিবে পাপী রৌরবাদি ঘোর।
আর কি বলিব আর শেষ এই হবে,
আমারে ছুইয়া লোক মিছা কথা কবে।
ভাবিয়া এসব পাপ মনে ভয় হয়,
ভূতলে গমন করা পরামর্শ নয়।
বিধাতা বলেন নিবেদন করি পায়,
যদ্যপি বালক, কিছু জানি মা তোমায়।
পাপনিবারিণী মাগো পাপে কেন ভয়,
লইলে ও নাম পাপচয় ধ্বংস হয়।
এইরূপে স্তব বিধি অনেক করিলা,
ভক্তের জন্যেতে গঙ্গা যাইব কহিলা।

ভগীরথে ব্রহ্মা কন শুন গুণাকর।
মহেশের আরাধনা কর অতঃপর।
দ্বিজ দুর্গাপ্রসাদ ভাবিয়া মন্দাকিনী,
রচিল পুস্তক গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী।

ভগীরথ পুনরায়, হিমন্ত পর্ব্বতে যায়,
বিশ্বনাথ বসিয়া যেখানে,
বন্দিলা শ্রীকণ্ঠ পদ, ভক্তি ভাবে গদ গদ,
শিবনাম বলিছে বদনে।
শিবের সেবক দৃঢ়, সাধক রাজন বড়,
কর্ম্মসিদ্ধি পুরাতে রাজার,
দিয়াছেন বর হর, নাহি কিছু অবসর,
এখন ছাড়ান আর ভার।
ডাকেতে চৈতন্য হয়, কহেন করুণাময়,
কেন বাছা ডাকিছ সুধীর,
ভয় কি তোমার আর, বল বাছা সমাচার,
কবে লাভ হবে গঙ্গানীর।
সবিনয়ে রাজা কয়, বলে শুন দয়াময়,
ধন্য অমি কৃপায় তোমার,

হইয়াছে দয়া মার, বিষম সমস্যা তাঁর,
তোমা বিনা গতি নাই আর।
করি পদে নিবেদন, হবে মার আগমন,
কিন্তু কে ধরিবে বেগ তাঁর?
নিবেদিব কিবা আর, রাখ যদি এইবার,
তবে কুল হইবে উদ্ধার।
শুনিয়া রাজার বাণী, কহিছেন শূলপাণি
সাধু সাধু সাধু ভগীরথ,
ভাগ্য কি ইহার পর, হবে নাম গঙ্গাধর,
পুরাইলে তুমি মনোরথ।
গৌণ করা মত নয়, ত্বরায় আইলে হয়,
যাও বাছা বিদায় হইলা।
প্রণাম করিয়া পায়, মার কাছে রাজা যায়
পরে শুন যেমন কহিলা।
শ্রীদুর্গাপ্রসাদ বলে, গঙ্গার চরণ তলে,
দয়াকর সুরশৈবলিনি।
কণ্ঠে করি অধিষ্ঠান, শুন মা নূতন গান,
নাম গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী।

ধুয়া। আনন্দে নাচে মহাকাল।

ব্রহ্মাকে গঙ্গাকে রাজা করিয়া প্রণাম,
শিব আজ্ঞা বিধিরে কহিলা গুণধাম।
হিমালয় পর্ব্বতে দাঁড়ান সদাশিব,
সুরধুনী আগমন শুন সর্ব্বজীব।
ব্রহ্মকমণ্ডলে ছিলা করিলা গমন,
তরাইতে তিন ধারা হইলা তখন।
স্বর্গে মন্দাকিনী মা পাতালে ভোগবতী,
করিলা অলকানন্দা পৃথিবীতে গতি।
শিবের শিরেতে ধারা পড়ে বারে বার।
পরশে পরমানন্দ নাচে গঙ্গাধর।
মহাকলরব বেগে কাঁপে ত্রিভুবন,
চিন্তিত দেখিয়া বেগ যত দেবগণ।
কেহ বলে একি দায়, শিব বুঝি যান,
আছে কি না আছে মাথা গেল বুঝি প্রাণ।
বিধাতা বলেন আজি জনম সফল,
শিবের হইল পূজা দিয়া গঙ্গাজল।

ভক্ত বটে ভগীরথ বলি দেবগণ,
শিবের উপরে করে পুষ্প বরিষণ।
ভগীরথ শিবের সম্মুখে নৃত্য করে,
গালে করে গালবাদ্য হাতে তাল ধরে।
আহ্লাদ হইল মনে গঙ্গাকে আনিয়া,
মধ্যে মধ্যে ভয় হয় তরঙ্গ দেখিয়া।
শিব না সহিতে বেগ পারিবেন যার,
মনে মনে ছিল যার কিছু অহঙ্কার।
শিব সে শিবার ভাব বুঝিয়া অন্তরে,
রাখিলা গঙ্গারে শিব জটার ভিতরে।
জটার মধ্যেতে গঙ্গা করেন ভ্রমণ,
নাহি পান হাজার বৎসরে নিরূপণ।
ত্রিলোক ভুলান যিনি আপন মায়ায়,
মহেশের মায়ায় ঠেকিলা গঙ্গা দায়।
জটামধ্যে সুরধুনী করেন বিহার,
ভগীরথ বলে, একি দায় আরবার?
পুনঃ স্তব আরম্ভ করিলা গুণাকর,
কেবা কারে স্তব করে, না শুনেন হর।

অনেক কালের পরে করুণা করিলা,
জটাভেদ করিয়া রাজারে গঙ্গা দিলা।
হিমালয় পর্ব্বতে পড়িল সেই ধারা,
নাহি পথ ঘুরিয়া বেড়ান ভবদারা।
ভগীরথ বলে মা গো কি হবে আমার,
বুঝি না হইল পিতৃলোকের উদ্ধার।
তারিণী বলেন বাছা শুন বংশধর,
ঐরাবত আরাধনা কর ইতঃপর।
দন্তেতে বিদারি গিরি করিবেক পথ,
আরাধনা কর,পূর্ণ হবে মনোরথ।
শুনি রাজা ঐরাবতে আরাধনা করে।
দ্বিজ বলে শুন সবে যে করিলা পরে।

ঐরাবত করি ধ্যান, পূজে রাজা যে বিধান,
কাতর হইয়া স্তব করে।
দেবত্ব আছে সে গজে, নতুবা কি গজে ভজে
ইন্দ্রের সমান বল ধরে।
অসুর সভায় উরে, যদি করী মনে করে,
পারে মেরু করিতে ভঞ্জন,

সমুদ্র শুষিতে পারে, যম ভয় করে যারে,
স্তব যারে করে দেবগণ।
চলিলা গজেন্দ্ররাজ, যেখানেতে মহারাজ,
বসিয়াছে সমাধি করিয়া।
দয়া করি দরশন, দিলেন সদয় মন,
বর চাও বলেন ডাকিয়া।
ভগীরথ গজবরে, বন্দনা করিয়া পরে,
বলে তবে নিবেদন করি,
নষ্ট কুল ব্রহ্মশাপে, আছি সেই মনস্তাপে
তোমার করুণা হৈলে তরি।
কহেন করীন্দ্র রাজ, সে কেমন মহারাজ ?
পশু আমি কি করিতে পারি ?
কহিছেন ভগীরথ, গঙ্গার গমন পথ,
করি দেও দশনে বিদারি।
হস্তী বলে ভাল চল, গঙ্গার কি রূপ বল,
আমারে ভজিবে যদি কয়,
পর্ব্বত দাঁতে বিদারি, পথ করে দিতে পারি,
কোন তুচ্ছ বড় কথা নয়।

কর্ণে রাজা হাত দিয়া, উঠে রাজা শিহরিয়া,
বলে শিব শিব একি দায় ?
স্বভাব যেমন যার, ঘুচেনা কখন তার,
রাং কি রূপার পদ পায় ?
শ্রীদুর্গাপ্রসাদ বলে, গঙ্গার চরণতলে,
দয়া কর সুরশৈবলিনি।
কণ্ঠে করি অধিষ্ঠান, শুন মা নূতন গান,
নাম গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী।

হেদে পশু দুষ্টভাষী, বলে কি ? আইসে হাসি,
বুঝিলাম কপাল আমার,
সে পদ কি পাবে জীব, বিধি বিষ্ণু সদাশিব,
ভাবিয়া না পায় অন্ত যাঁর।
শুনিয়া গজের বাণী, রাজা অতি অভিমানী,
মার কাছে কান্দিয়া চলিলা,
নয়নে পড়িছে জল, অবাক্ নাহিক বল,
গিয়া কাছে দাণ্ডাইয়া রহিলা।
দেখে ভগীরথ মুখ, গঙ্গার হইল দুঃখ,
কেন কেন বলেন তারিণী,

কে করিল অপমান, কেন এত অভিমান,
কহ বাছা শুনি সে কাহিনী।
তোমারে যে কটু কয়, সে কটু তোমার নয়,
আমার সে করে অপমান,
তুমি রুষ্ট হবে যারে, তারে কে রাখিতে পারে,
তুমি মম সন্তান সমান।
কেন খেদ কর আর, কহ বাছা সমাচার,
কি কথা কহিলা করিবর।
রাজন কহিছে মায়, সে কথা মা বলা দায়,
মদমত্ত পশু সে কুঞ্জর।
শুনিয়া হাসিয়া সতী, বলিছেন শীঘ্রগতি,
যাও ঐরাবতের নিকটে,
বুঝিলাম মূঢ়মতি, যে কহিলা গজ-পতি,
স্বীকার করিবা অকপটে।
এই কথা কবে তারে, বেগে দাঁড়াইতে পারে,
তবে হবে কুঞ্জর-ভজন,
দেখিবে দুর্গতি তার, শিব বিনা সাধ্য কার
বধ হবে নিশুম্ভ যেমন।

শুনিয়া কথা গঙ্গার, ভগীরথ চমৎকার,
জানিয়া বিদায় মার পায়,
মাতঙ্গ নিকটে গিয়া, ওই কথা বিশেষিয়া,
কহিলা আইলা গজরায়।
শ্রীদুর্গাপ্রসাদ বলে, গঙ্গার চরণ তলে,
দয়া কর সুরশৈবলিনি,
কণ্ঠে করি অধিষ্ঠান, শুন মা নুতন গান,
নাম গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী।

ধুয়া। মত্ত করীন্দ্র চলিলা যার সংখ্যা নাহি বল।
নিশ্বাসে মেদিনী ফাটে কাঁপে কুলাচল।

শ্বেতবর্ণ মাতঙ্গের প্রকাণ্ড শরীর,
চলিতে চরণভরে কম্প পৃথিবীর।
বিংশতি যোজন কায়, আড়ে আধা তার,
দন্ত দুটি সুমেরুর শৃঙ্গের আকার,
সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর সজ্জা, বাজে ঘণ্টা ঘোর,
উপনীত হিমালয়ে আনন্দে বিভোর।

ভগীরথে জিজ্ঞাসা করিল করিবর,
বল বাছা কোন্ খানে করিব গহ্বর ?
যেখানে হইবে পথ, দেখান রাজন,
পর্ব্বতে গজেন্দ্র দন্ত করিল ঘাতন।
বসাইয়া দন্ত গজ ক্রোধ করি ঝাঁকে,
ধ্বজি যেন নাবিক বসায় পচা পাঁকে।
চাড় দিতে শব্দ যেন বজ্রাঘাত হয়,
শব্দে স্তব্ধ তিন লোক, কাঁপে হিমালয়।
গিরি খণ্ড করি, দন্তে টানিয়া ফেলিলা,
মহাবেগে মহামায়া গমন করিলা।
সম্মুখে পড়িয়া হস্তী ভাসিয়া চলিল,
আছাড় বিছাড়ে হস্তী অবশেষ ছিল।
স্তব করে গজরায় ত্রাহি ত্রাহি ডাকে,
বলে আমি পশু মা গো কে চিনে তোমাকে ?
দয়া করি দয়াময়ী রাখিলা জীবন,
প্রাণ লয়ে ঐরাবত পলায় তখন।
শৈলরাজ সশঙ্কিত, শরীর কম্পিত,
হরের মোহিনী, হরিদ্বারে উপস্থিত।

হরির আনন্দধাম যেই খানে হবে,
ভবিষ্যৎ কথা গঙ্গা কন নৃপে তবে।
দ্বিজ দুর্গাপ্রসাদ ভাবিয়া মন্দাকিনি,
রচিল পুস্তক গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী।

গঙ্গা কন ভগীরথ, আমি নাহি চিনি পথ,
আগে চল শঙ্খ বাজাইয়া,
যথা তব পূর্ব্বকুল, হয় পাছে স্থান ভুল,
চল বাছা আপনি বুঝিয়া।
আজ্ঞা শুনি ভগীরথ, চলে দেখাইয়া পথ,
পাছে গঙ্গা করিলা পয়ান,
যেমন প্রলয় ঝড়ে, বেগে কূর্ম্ম ভয়ে নড়ে,
আড়ে এক যোজন প্রমাণ।
জলের ধমকে ধরা, ফাটে যেন কাঁচা সরা,
উঠে জল উরুমি ধরিয়া,
যেন কুমারের চাক, ঘুরিছে জলের ডাক,
শুনে লোক উঠে শিহরিয়া।
বেগেতে হারায় তীর, তর তর চলে নীর,
তৃণ পলে হয় শত খান।

পড়িয়া আজ্ঞান গাছ, ঢেউতে করয়ে নাচ,
ভাসি চলে ধমকে পাষাণ।
মরি কি তরঙ্গ-রঙ্গ, মরিয়া কীট পতঙ্গ,
অনায়াসে হয়ে নারায়ণ,
বৈকুণ্ঠে চলিয়া যায়, কোন বাধা নাহি তায়,
পুষ্পরথে করি আরোহণ।
ভগীরথ পাছে চায়, দেখ কত বিষ্ণু কায়,
ভাবে ভক্ত কান্দিয়া অস্থির,
প্রণতি করিয়া যায়, গড়াইয়া গঙ্গা পায়,
প্রসাদের প্রেমে ঝরে নীর।

হরিদ্বার হইতে মাতা কাশ্মীরে আইলা,
জলন্ধর জ্বালামুখী বামেতে রাখিলা।
ভগীরথ জিজ্ঞাসা করিলা গঙ্গা মারে,
এই কোন স্থান মা গো বলহ আমারে।
গঙ্গা কন, শুন মম নাম ছিল সতী,
শিব নিন্দা করিয়াছিলেন প্রজাপতি।
পতিনিন্দা শুনি আমি ছাড়িলাম কায়,
শিব আসি সে শরীর করিল মাথায়।

করিলা একান্ন খণ্ড চক্রে চক্রপাণি,
পড়িল যেখানে অঙ্গ শুনহ সে বাণী।
মহাপীঠ-মাহাত্ম্য অভক্তে বলা নয়,
ভক্ত তুমি, এই জন্যে কহি গুণময়।
ব্রহ্মরন্ধ্র প্রথম পড়িল হিঙ্গুলায়,
ভীমাক্ষ ভৈরব ভক্ত রক্ষক তথায়।
দেবী তাহে কটরিয়া ত্রিগুণ-ধারিণী,
দিগম্বরী চতুর্ব্বর্গ ফল প্রদায়িণী।
সর্করায় নেত্র, দেবী মহিষ-মর্দ্দিনী,
ক্রোধেশ ভৈরব কিন্তু দয়াময় তিনি।
সুগন্ধ্যায় নাসা, মম ত্র্যম্বক-সেবিত,
সুনন্দা দেবীর দয়া জগতে বিদিত।
কাশ্মীরেতে কণ্ঠ, যে বরদা ভগবতী,
জ্ঞানদাতা ত্রিসন্ধ্যা-ভৈরব শান্ত অতি।
পড়িল রসনা, বাছা জ্বালামুখী স্থানে,
উন্মত্ত-ভৈরব, দেবী অম্বিকা সেখানে।
জলন্ধরে স্তন, দেবী ত্রিপুরমালিনী,
ভৈরব ভীষণ বটে, সিদ্ধিদাতা তিনি।

মানসরোবরে দক্ষ হস্ত হে আমার,
দেবী দাক্ষায়ণী, হর ভৈরব তাহার।
বহুলায় বামবাহু, বহুলা দেবতা,
ভীরুকভৈরব বড় ভয়ানক তথা।
চাটিগ্রামে দক্ষবাহু দেবতা বরদা,
ভৈরব চন্দ্রশেখর জাগ্রত সর্ব্বদা।
শম্ভুনাথ শিব তথা, মহিমা অপার,
জলে বহ্নি, এই স্থান কুণ্ড চমৎকার।
সূর্য্য দধিকুণ্ড লবণাক্ষ সহস্রধার,
জ্যোতির্ম্ময় কুমারী কুণ্ড মহিমা অপার।
এই সব মহাতীর্থ ঐ পীঠ স্থানে,
বিস্তার মাহাত্ম্য আছে শাস্ত্রের প্রমাণে।
উজানিতে কূর্পর হে, কপিল ভৈরব,
মঙ্গল চণ্ডিকা, তথা নিত্য মহোৎসব।
গণ্ডকীতে গণ্ড-চণ্ডী, মহিমা অপার,
চক্রপাণি ভৈরব সেবক বাছা যাঁর।
বৃন্দাবনে কেশপীঠ, গুপ্ত চমৎকার,
কৃষ্ণরূপে আমি তথা করিব বিহার।

প্রভুকে করিব রাধা, চরাইব ধেনু,
ভুলাইব ব্রজবধূ বাজাইয়া বেণু।
মথুরায় জন্ম লয়ে দেবকী-উদরে
বাল্যলীলা হবে নন্দ যশোদার ঘরে।
অন্নভিক্ষা করিব, ধরিব গোবর্দ্ধন,
কালিদহে হবে দুষ্ট কালীয়দমন।
স্তনপানে প্রাণ আমি লব পুতনার,
কেশী বকাসুর কংশ করিব সংহার।
বসুদেব দেবকীর ঘুচাব বন্ধন,
পাণ্ডব করিব জয়ী বধি দুর্য্যোধন।
পথে এই প্রসঙ্গ হে কব কি বিস্তার ?
দ্বারকায় বহু লীলা করিব প্রচার।
গঙ্গা কন শুন অন্য পীঠ উপাখ্যান,
শ্রীদুর্গাপ্রসাদ বলে শুন সর্ব্বজন।

বামজঙ্ঘা জয়ন্তায়, জয়ন্তী দেবতা তায়,
প্রয়াগেতে হস্তের অঙ্গুলি,
বামস্কন্ধ মিথিলায়, উমা নামে দেবী তায়,
কাঞ্চীদেশে পড়িল কঙ্কালি।

রত্নাবলি-নাম স্থানে, দক্ষ স্কন্ধ সেই খানে,
শিব তথা সর্ব্বদা সদয়,
পৃষ্ঠ পড়ে কালগায়, সর্ব্বাণী দেবতা তায়,
ভৈরব নিমিষ দয়াময়।
চিবুকে ভ্রামরী দেবী, সিদ্ধ হয় যাঁরে সেবি,
বিরাজ করেন জনস্থলে,
দণ্ডপাণি সেবা যায়, করে হে, চক্রেশ যায়,
গণ্ড পড়ে গোদাবরী-জলে।
কিরীটকোণায় সার, পড়িল কিরীট-ভার,
বিমল ভৈরব শক্তি ধাম।
শ্রীশৈলে পড়িল গ্রীবা, মহালক্ষ্মী দেবী শিবা,
ভৈরব সম্বরানন্দ নাম।
প্রভাসে অধর-ভার, দেবী চন্দ্রভাগা যার,
বক্রদণ্ড ভকতি বিতরে,
বারাহী রুদ্রের সঙ্গে, অধোদন্ত রক্ষা রঙ্গে,
করে পদ্মসাগর ভিতরে।
নিতম্ব কালমাধবে, সিতাঙ্গ ভৈরব সেবে,
দেবী কালী মোক্ষ-প্রদায়িনী।

বামের নিতম্ব আর, নর্ম্মদায় চমৎকার,
চণ্ড ভক্ত দেবতা শিবানী।
দক্ষ গুল্‌ফ শ্রীপর্ব্বতে, সুন্দরীতন্ত্রের মতে,(১)
ভৈরব সুন্দরানন্দ তথা।
করতোয়াতটে ধাম, গুল্‌ফ হে বামন নাম,
ভৈরব অপর্ণা দেবী যথা।
কুরুক্ষেত্রে গুল্‌ফ দেবী, সাবিত্রী যাহায় সেবি,
মুক্ত জীব হয় অনায়াসে।
বামগুল্‌ফ আছে যথা, কপালিনী দেবী তথা,
ছায়া যেন আছেন বিভাসে।
কাণের কুণ্ডল খসি, পড়ে যথা বারাণসী,
দেবী বিশালাক্ষী নাম তাঁর।
কালান্তক মহাকাল, ভৈরব অতি দয়াল,
হৃদ্ মণিকর্ণিকা প্রচার।
হৃদ্ পড়ে বৈদ্যনাথে, জয়দুর্গা দেবী যাতে,
বৈদ্যনাথ ভৈরব সে স্থানে।

(১) সুন্দরীতন্ত্রানুসারে শ্রীপর্ব্বতে ও করতোয়াতটে দক্ষ ও বাম গুল্‌ফ পতিত হয়।

শ্রীদুর্গাপ্রসাদ বলে, গঙ্গার চরণ তলে,
অন্য পীঠ বল মা যেখানে।
নেপালেতে জানু, তাহে দেবী মহামায়া,
কপালী আছেন রক্ষা হেতু যেন ছায়া।
দেবতা ত্রিপুরা দক্ষ পাণি ত্রিপুরায়;
ভ্রামরী দেবতা, বাম পাণি তিস্রোতায়।
দেবী ভূতধাত্রী বামস্তন ক্ষীরগ্রামে,
ভৈরব আছেন তথা ক্ষীরখণ্ড নামে।
মণিবন্ধে মণি, ওষ্ঠ ভৈরব পর্ব্বতে,
শতেক যোজন করতোয়া পীঠ মতে।
উৎকলে বিরাজা দেবী অমর ভৈরব,
নাভি সেই খানে, জগন্নাথের উৎসব।
সংক্ষেপেতে কহি আট মহাপীঠ আর,
শুনিলে আপদ খণ্ডে স্থান চমৎকার।
মায়াপুর মহেন্দ্র গোকর্ণ ছত্রময়,
ভস্মাচল রামকিরি বাকিনী মলয়।
এই অষ্ট স্থানে অষ্ট অঙ্গ হে গোপিত,
সাক্ষাৎ দেবতা অষ্ট ভৈরব-সেবিত।

কামাখ্যা দেবতা, মহামুদ্রা কামাখ্যায়,
মাধব ভৈরব দয়ানন্দ সেবে যায়।
গুণাতীতা মুদ্রা বক্র—পাষাণ-রূপিণী,
দর্শনে স্পর্শনে মোক্ষ পদ দেন তিনি।
কৈলাস সমান বাছা প্রিয় সেই স্থান,
যে বর যে চাহে, আমি করি তারে দান।
সর্ব্বত্র বিরল থাকি, ছায়া যেন ফিরে,
কামরূপে আপনি বেড়াই ঘরে ঘরে।
কালীঘাটে পড়ে দক্ষ পদাঙ্গুলি-মূল।
নকুলেশ ভৈরব সেখানে সানুকূল।
ভুবনেশী দেবী তাঁর মহিমা অপার,
মানে যে মানস সিদ্ধি করেন তাঁহার।
একান্ন পীঠের কথা সাঙ্গ বাছা এই,
রহিল পশ্চাৎ দেখ কাশ্মীরাদি সেই।
এই কথা ভগীরথে কহিতে কহিতে,
দ্বিজ বলে, মহাবেগে আইল নেপালেতে।
দ্রবিড় দ্রাবিড় দেশ দক্ষিণে রাখিয়া,
প্রভাস তীর্থেতে পরে মিলিল আসিয়া।

প্রস্তাস করিয়া ধন্য কৌষিকীর সঙ্গে,
মিলিয়া চলিলা গঙ্গা অতি মনোরঙ্গে।
গোদাবরী কাবেরী রহিল বাম ভাগে,
জহ্নু মুনির আশ্রমে আইলা মহারাগে।
বসিয়াছে যোগে মুনি কোশাকুশি নিয়া,
হেনকালে গঙ্গাজলে চলিল ভাসিয়া।
মুদিয়া নয়ন মুনি ভাবে মার পদ,
ভক্তিভাবে আছে ঋষি ভাবে গদগদ।
মহা কলরব মুনি শুনিয়া তখন,
ধ্যান ভঙ্গ হয়ে, শেষে মেলিল নয়ন।
আচমন করিতে না কোশাকুশি পায়,
কোপে কাঁপে কলেবর, ক্রোধ করি চায়।
বলে দুর্গা দুরিত-হারিণী মা তারিণী,
আমার অবস্থা দেখ শিব-সীমন্তিনী।
আমার সর্ব্বস্ব কোশাকুশি-কুশাসন,
জলেতে ভাসিয়া যায়, এত বিড়ম্বন।
এত বলি ক্রোধ করি করে মুনি ধ্যান,
গণ্ডূষ করিয়া গঙ্গা করিলেক পান।

গঙ্গাজল পান করি সমাধিতে আছে,
ভগীরথ চাহিয়া দেখেন আগে পাছে।
কোথা সে তরঙ্গ রঙ্গ, কোথা বা সে জল,
চমৎকার ক্ষিপ্ত যেন হইল চঞ্চল।
কান্দিয়া রাজন্ বলে না পূরিল আশ,
কোন্ জন করিল আমার সর্ব্বনাশ।
দ্বিজ দুর্গাপ্রসাদ ভাবিয়া মন্দাকিনী
রচিল পুস্তক গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী।

করে রাজা শিরে ঘাত, বলে একি অকস্মাৎ,
বিড়ম্বন হইল আমার,
দুঃখেতে পরাণ ফাটে, ভয়াডুবি নিজ ঘাটে,
এত মনে ছিল মা তোমার?
কারে মা করিব রোষ? সকলি কর্ম্মের দোষ,
কর্ম্ম-ভোগ ভুগিয়া বেড়াই।
তুমি গো কুহকী মত, নানা কাচ জান কত,
এই আছ এই দেখা নাই।
কান্দি রাজা খেদ করে, হেন কালে মুনিবরে,
দেখিয়া জিজ্ঞাসা করে তাঁয়,

বলে প্রভু নিবেদন, আমি দীন অকিঞ্চন,
প্রণাম করি ঐ রাঙ্গা পায়।
বিনয় করিয়া কয়, দিয়া নিজ পরিচয়,
মহামুনি নাহি শুনে বাণী,
মুনি যে সুখেতে আছে, কহিব তা কার কাছে,
হৃদি মধ্যে ভাবে ভবরাণী।
ডাকে না উত্তর পায়, ভাবে রাজা একি দায়,
স্তব করে দাঁড়াইয়া সম্মুখে,
বলে প্রভু ঋষিরাজ! সেবকের রাখ লাজ,
প্রাণ যায় দেখ মনোদুঃখে।
ব্রাহ্মণ বর্ণের গুরু, তুমি তাহে কল্পতরু,
সেবি লোক চতুর্ব্বর্গ পায়,
খেদ এই, রাজা বলে, আসি কল্পতরু তলে,
ফল দূরে বঞ্চিত ছায়ায়।
কোপেতে যেমন হয়, জানি শুন দয়াময়,
সেই দায় ঘুরিয়া বেড়াই,
যারে প্রভু করি ভয়, তাই যেন আগে হয়,
বুঝিলাম আর গতি নাই।

ভগীরথ স্তব করে, হাজার বৎসর পরে,
দয়া উপজিল তপস্বীর,
ঋষিবর নৃপে কয়, কেন কুণ্ঠ, কেন ভয়?
কেন এত কাতর সুধীর?
ভগীরথ তদন্তর, কহে যত পূর্ব্বাপর,
শুনি মুনি বলে সে কেমন?
ত্রিলোক—জননী যিনি, সুরধুনী তরঙ্গিণী,
তাঁর কেন হবে আগমন?
রাজা বলে মিছা নয়, শুন প্রভু দয়াময়,
কেন তুমি প্রতার আমারে,
শুনি মুনি ধ্যান করে, ত্রিভুবন যোগভরে,
কোন খানে না দেখিলা মারে।
শ্রীদুর্গাপ্রসাদ বলে, গঙ্গার চরণ তলে,
দয়া কর সুরশৈবলিনি,
কণ্ঠে করি অধিষ্ঠান, শুন মা নূতন গান,
নাম গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী।

পুনঃ ধ্যান করি মুনি ভাবেন অন্তরে,
দেখে গঙ্গা আপনার উদর ভিতরে।
মুনি বলে ধন্য আমি, তপস্যা সফল,
উদরস্থ আমার হয়েছে গঙ্গাজল।
ভগীরথে কোল দিয়া বলেন তখন,
তোমা হইতে হইল বাছা সফল জীবন।
না দেখি উপায় আগে করিয়াছি পান,
কোন পথে হবে বল গঙ্গার পয়ান।
নবদ্বার পথে যদি দিই গঙ্গা মাকে,
আপনি মজিব বাছা শেষে কুম্ভীপাকে। (১)
ভগীরথ বলে আমি কি কব তোমারে?
কোন রূপে রক্ষা প্রভু করহ আমারে।
শুনিয়া রাজার খেদ মহা তপোধন,
কুশ হস্তে ভাবে মুনি করিব কেমন।
দক্ষিণ জানুতে মুনি কুশাঘাত করে,
সেই পথে গঙ্গার গমন হইল পরে।
মুনিবর প্রণাম করিয়া গঙ্গাপায়,

১। এক প্রকার নরক।

বলে মাগো নিজমূর্ত্তি দেখাও আমায়।
দেখাইলা মূর্ত্তি গঙ্গা মুনিরে তখন,
অনিমিষে ঋষিরাজ দেখে সে চরণ।
মুনি বলে আর মা বলিব কি তোমায় ?
স্থান দিবে মৃত্যুকালে ঐ রাঙ্গা পায়।
গঙ্গা কন শুন পিতা ঋষি গুণধাম,
অদ্যাবধি হইল জাহ্নবী মোর নাম।
এত বলি সুরধুনী করিলা গমন,
প্রয়াগেতে আসি গঙ্গা দিলা দরশন।
সরস্বতী যমুনার ছিল মন্দ গতি,
তিন জনে মিলিয়া হইল বেগবতী।
আনন্দ অপার সরস্বতী যমুনার,
ভগীরথ বলে মাগো এই স্থান কার ?
দ্বিজ দুর্গাপ্রসাদ ভাবিয়া মন্দাকিনী
রচিল পুস্তক গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী।

জাহ্নবী তখন, ভগীরথে কন,
শুন বাছা গুণধাম—

মুনি ভরদ্বাজ, এখানে বিরাজ
করেন প্রয়াগ নাম—
অঙ্গুলি সতীর, বলিয়াছি ধীর,
এই স্থানে অনুভব,
মহাপীঠ ইনি, দেবতা তারিণী,
প্রমথ নামে ভৈরব।
পরশে এ স্থান, পায় পরিত্রাণ,
পাপ তাপ দূরে যায়।
এ স্থানে যে দান, করে তার ত্রাণ,
হয়, মুক্তিপদ পায়।
পাতকী যখন, করে আগমন,
পাপ ভাবে একি দায়?
কোথা পলাইবে, ভাবে কি করিবে,
ভয়েতে উঠে শিখায়,
এ হেতু বপন(১), আছে নিরূপণ,
ভাগ্যে যার থাকে করে,

১। মুণ্ডন।

মুণ্ডনেতে মুক্তি, এই শিব উক্তি,
নর যথা তথা মরে।
কামনা করিলে, এখানে মরিলে,
বাঞ্ছা সিদ্ধি হয় তার,
নিলে নিতে পারে, যদি মনে করে,
ইন্দ্রাদির অধিকার।
যাহার সন্তান, এখানেতে স্নান,
করে ফল শুন তার,
জন্ম তার আর, নাই পুনর্ব্বার,
হয় ত্রিকুল উদ্ধার।
করিবে তর্পণ, বুঝিলে এমন,
পিতৃলোক নৃত্য করে,
চাতক যেমন, দেখে নবঘন,
কবে মেঘে জল ঝরে।
এতেক বলিয়া, উতরিল গিয়া,
বিন্ধ্যপর্ব্বতে তারিণী,
গুহকের স্থান, পরশিয়া যান,
আনন্দে মোক্ষদায়িনী।

গঙ্গার মহিমা, যার নাহি সীমা,
শ্রবণে অশেষ পুণ্য,
তীর্থ সুরচন, শুনে যেই জন,
প্রসাদ বলে সে ধন্য।

ধুয়া। ভবজলধি জলে তারিতে তরণী।
তব চরণ দুখানি, এবার তার তারিণী।

কুলু কুলু শব্দে জল চলিল গঙ্গার,
কাশীর নিকটে কিছু শুন সমাচার।
বামে রাখি বারাণসী করিতে গমন,
দেখি পুরী, শম্ভুনাথ হইল স্মরণ।
নমস্ত্রে প্রদক্ষিণ করেন তারিণী,
হইলেন সুরধুনী উত্তর-বাহিনী।
পড়িল আসিয়া মণিকর্ণিকাতে জল,
যেখানে পড়িয়াছিল পূর্ব্বেতে কুণ্ডল।
কাশীনাথ-পুরী কাশী কাঞ্চনে নির্ম্মাণ,
ভাঙ্গে পাছে ভয়ে গঙ্গা সাবধানে যান।

হেনকালে বিশ্বনাথ দেখিয়া তরঙ্গ,
নাচিতে লাগিলা হর করি অঙ্গ ভঙ্গ।
ডম্বু ডম্বু ডিমকি ডম্বুর বাজে ভাল,
বব বম বব বম বাজাইছে গাল।
একতন্ত্রী পিনাকে গভীর ঘোর নাদ,
গঙ্গার গুণানুগানে পরম আহ্লাদ।
বলিছেন ব্যোমকেশ, ধন্য আজি কাশী,
আনন্দে হরের মুখে নাহি ধরে হাসি।
করিলা আপনি স্নান সহ দেবগণ।
সকলে বলেন আজি সফল জীবন।
কেহ বলে এমন সময় কেবা পায়?
এত বলে ঢালে জল শিবের মাথায়।
পরম আনন্দ আজি আনন্দ-কাননে।
ভগীরথ দেখিয়া ভাবিছে মনে মনে।
রাজা বলে নিবেদন করি রাঙ্গাপায়।
এই কোনস্থান মা গো বলহ আমায়?
কৃপা করি কৃপাময়ী কহেন তখন,
শম্ভুর ভবন এই শুন বাছা ধন।

অসি বরণার মধ্যে বারাণসী ধাম,
আনন্দকানন আর কাশী এক নাম।
এস্থান পৃথিবী ছাড়া, ত্রিশূল উপরি,
ভূমিকম্প হইলে না নড়ে কাশীপুরী।
অন্নপূর্ণা রূপে আসি, ঐ দেখ বাস,
আমার দয়ায় এথা নাহি উপবাস।
দুঃখী দীন মাঠে ঘাটে যে যেখানে থাকে,
দয়া করি অন্ন বাছা আমি দিই তাকে।
কাণা খোড়া কুব্জা অন্ধ অতুর বধির,
ক্ষুধায় হইয়া ব্যস্ত ডাকে যে গভীর।
শিবের সেবাতে থাকি, হেনকালে ডাকে,
থাকে সেবা, আগে অন্ন দিতে হয় তাকে।
জলে কিম্বা স্থলে এথা হয় মৃত্যু যার,
তার আর জন্ম বাছা নহে পুনর্ব্বার।
মৈলে জীব, হয় শিব, শিবের বচন,
পঞ্চমপাতকী পাপে হয় বিমোচন।
ইন্দ্রের অমরাবতী, বিষ্ণুর গোলক,
কাশীতুল্য পুণ্যক্ষেত্র নহে সপ্ত লোক,

মরিতে না পারে জীব পাতি ভানিকাণ,
মরে যদি, মহেশ করেন পরিত্রাণ,
তারিতে তারিণী-পতি তারা তত্ত্বমসি,
মরিলে কর্ণেতে দেন শিয়রেতে বসি।
মহাতীর্থ মাহাত্ম্য কহন মুখে তার,
ভগীরথ বলে মা গো, কিছু বল আর।
দ্বিজ দুর্গাপ্রাসাদ ভাবিয়া মন্দাকিনী
রচিল পুস্তক গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী।

জাহ্নবী বলেন শুন, দিবদাস উপাখ্যান,
পুণ্যশীল ভক্ত ছিল অতি,
তুলনা কি দিব তার, তার তুল্য নহে আর,
বিশ্বামিত্র আদি যত যতি।
ব্রহ্মার তপস্যা করে, বর দিতে বিধি পরে,
আইলা, শুনহ সমাচার,
করুণা করিয়া কন, কোন্ বর চাহ ধন,
দিব আমি, বাঞ্ছা যে তোমার।

দিবদাস বলে স্বামী, বর যদি দিবে তুমি,
তবে আগে করহ স্বীকার,
আমি হব রাজা যার, আর কারো অধিকার,
সে দেশে না থাকে যেন আর।
বিধাতা করুণাময়, বলে বড়, কথা নয়,
স্বস্তি বলি দিল তারে বর,
বলে তবে দিবদাস, শুন এই অভিলাষ,
কাশীপতি কর গুণাকর।
কথা নয়ে তীর যেন, বিধাতার কাণে হেন,
লাগিল, বলেন সর্ব্বনাশ,
কাশী ভিন্ন চাহ আর, বাঞ্ছা থাকে আর যার,
ক্ষমা কর, শুন দিবদাস।
কে করিবে কাশীদান, কাশী যে শিবের প্রাণ,
এ কথা ভাবিতে কম্প হয়,
দেবতা দানব নর, যম কিম্বা পুরন্দর,
চাহ যার পদ মনে লয়।
দিবদাস বলে সে কি ? বর দিয়ে বল এ কি ?
আর বরে কি কাজ আমার ?

কথা তব, মিথ্যা হবে, কাজ নাহি আর ভবে,
হবে খাটো মহিমা তোমার।
ব্রহ্মার হইল দায়, ভাবিছেন মৃত্যু প্রায়,
বর মিছা হবে না আমার,
যাই ত শিবের কাছে, কব, যা ঘটুক পাছে,
আশুতোষ নাম বটে তাঁর।
শ্রীদুর্গাপ্রসাদ বলে, গঙ্গার চরণ-তলে,
দয়া কর সুরশৈবলিনি,
কণ্ঠে করি অধিষ্ঠান, শুন মা নূতন গান,
নাম গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী।

ব্রহ্মা শেষে মন্ত্রণা করিয়া মনে মনে,
চলিলা কাশীতে, যত দেবগণ সনে।
উপনীত কাশীতে বন্দিলা শিবপদ,
স্তব করে শিবের ভাবেতে গদ গদ।
বলে প্রভু শুন আশুতোষ দয়াময়,
অনন্ত মহিমা তব বেদে এই কয়।

অগতির গতি তুমি গুণের অতীত,
চতুর্ব্বর্গদাতা, চারি মুখে কব কত ?
অভিলাষ কর পূর্ণ, এক ভিক্ষা চাই,
ভয় হয় মনে বড়, কহিতে ডরাই।
কৃপানাথ কৃপা করি কহেন ব্রহ্মারে,
আমার অদেয় নাই বিধাতা তোমারে।
বিধি বলে তবে প্রভু নিবেদন করি,
কাশী ছাড় কিছুকাল শুন ত্রিপুরারি।
দিবদাসে দিয়া বর হয়েছি অধীন,
অপরাধ ক্ষমা কর আমি দীন হীন।
শুনিয়া ব্রহ্মার কথা কাশীর ঈশ্বর,
ক্রোধে আর ভয়েতে কাঁপিছে কলেবর।
দেখিয়া শিবের ভাব বলে দেবগণ,
সকলে ভাবেন আজি হইল মরণ।
দেবগণ পুনঃ স্তব করে কব কত,
ভক্ত জন্য বিশ্বনাথ হইল সম্মত।
কিরূপে ছাড়িব কশী ভাবেন তখন,
কাশীর মায়াতে শিব করেন রোদন।

দয়া নাই, ওহে বিধি ধিক্ হে তোমায়,
অভদ্রে কালেতে বল যাব হে কোথায় ?
কাশী ধন, কাশী প্রাণ, কাশী জাতি কুল,
কাশী বিনা আমার কড়ার নাহি মূল।
বলিয়াছি আগেতে এখন চায়া নাই,
মিছা কথা হবে না হে, বল কোথা যাই ?
বিনয় করিয়া ব্রহ্মা বলেন তখন,
মন্দর-পর্ব্বতে প্রভু করহ গমন।
শিব কন, শুন বিধি, কহি কিছু তবে,
যাব বটে, বল ফিরে কাশী পাব কবে ?
চরণ ধরিয়া বিধি বলে প্রভু কই,
ত্বরায় পাইবা কাশী, এত মূঢ় নই !
এই কথা শুনি শিব কাশী ছাড়ি যান,
পথে গিয়া কাশী পানে ফিরে ফিরে চান।
ফণী যেন মণিহারা ঘুরিয়া বেড়ায়,
হইলা তেমতি শিব পাগলের প্রায়।
উপস্থিত মন্দরপর্ব্বতে দয়াময়,
দিবদাস ভকত কাশীর রাজা হয়।

পুণ্যবন্ত সুশীল ধার্ম্মিক রাজা অতি,
অধর্ম্মের লেশ নাই, ছিল বেদে মতি।
অপর বৃত্তান্ত বাছা ভগীরথ শুন,
মন্ত্রণা করিয়া শেষে যত দেবগণ।
দিবদাসে কাশী ছাড়াইতে দেবগণ,
দ্বিজ বলে শুন সবে করিল যেমন।
দিবদাসে কাশী দিয়া বিধি দেবগণ,
উপনীত, যথা ছিলা বৃষভবাহন।
দেখে শিব, শব যেন কাশীর বিচ্ছেদে,
ধুলায় ধূষর অঙ্গ, কথা নাহি খেদে।
সিংহভয়ে হস্তী যেন, হেন দেবগণ
স্তব করে, বলে, প্রভু শুন ত্রিলোচন,
কাশী পাবে, সংপ্রতি কৈলাসে প্রভু চল,
পায় ধরে বলি হে, কি আজ্ঞা হয়, বল।
এই কথা শুনি শিব বলেন ব্রহ্মারে,
উপহাস কর বুঝি সকলে আমারে ?
স্তব নয়, শেল যেন বাজিতেছে গায়,
গোড়া কেটে জল ঢাল গাছের আগায় !

যদ্যপি মঙ্গল চাও, শুন তবে সার,
কাশী না পাইলে হবে সকলে সংহার।
শান্ত হও, শান্ত হও, বলে দেবগণ,
ত্বরায় পাইবে কাশী, শুন ত্রিলোচন।
ব্রহ্মাদি দেবতা তাঁরা ক্রমেতে তখন,
ভুলাইতে দিবদাসে করিলা গমন।
কাশীতে আসিয়া ফিরে যায়, সাধ্য কার?
দিবদাস পুণ্যবন্ত কি করিবে তার?
একে একে শিবলিঙ্গ স্থাপন করিয়া,
রহিলেন পূর্ব্ব কথা বিস্মৃত হইয়া।
পাঁজি পুথি সঙ্গে করি গণকের বেশ,
ভুলাইতে দিবদাসে চলিলা গণেশ।
শুভাশুভ গণিয়া বেড়ান ঘরে ঘরে,
লোকেতে প্রত্যয় অতি সমাদরে করে।
পরস্পর স্ত্রীলোকের হয় চমৎকার,
কেহ গিয়া রাণীরে কহিছে সমাচার।
আসিয়াছে এক জন ব্রাহ্মণ বালক,
দেখি নাই চক্ষে আর এমন গণক!

ভূত ভবিষ্যৎ কথা অগোচর নাই,
যারে যা বলে গো, সিদ্ধ হয় তার তাই।
ভয় হয় মাগো মনে, কথা শুনি তাঁর,
যারে বলে মরিবে গো, রক্ষা নাই আর।
যত কথা কহে, এই জ্ঞান মনে হয়,
এ কথা আগেতে যেন তাঁরে কেহ কয়।
রাজ্যের অশুভ হবে, কহিলেন তিনি,
এই হেতু কহিলাম, শুন রাজরাণী।
শুনিয়া এ কথা রাণী রাজারে কহিলা;
রাজা শুনি সাক্ষাতে গণকে ডাকাইলা।
দ্বিজ দুর্গাপ্রসাদ ভাবিয়া মন্দাকিনী
রচিল পুস্তক গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী।
গণকেরে রাজা পরিচয় জিজ্ঞাসিলা,
কহ প্রভু, কি হেতু এই কাশীতে আইলা?
গণক বলেন পরিচয়ে কাজ নাই,
ভিক্ষুকের পুত্র ভিক্ষা করিয়া বেড়াই।
শান্ত দান্ত রাজা তুমি পুণ্যশীল অতি,
রাজ্যের অশুভ কিছু দেখি নরপতি।

এই জন্যে বলি শুন, সাক্ষী দেখ তার,
এইক্ষণে রক্তপাত হইবে তোমার।
দশ হস্তী, শত ঘোড়া, অদ্যই মরিবে,
দক্ষিণ পাড়ায় ঘোর অগ্নিদাহ হবে।
কাশী না ছাড়িলে তুমি নিতান্ত মরিবে,
বিবেচনা কর রাজা যদ্যপি বাঁচিবে।
বলিতে শুনিতে রাজা দেখে অকস্মাৎ,
আপনার অঙ্গেতে হইল রক্তপাত।
হাতী ঘোড়া মরিল, পাইল সমাচার,
অগ্নি ভয়ে কান্দে লোক দক্ষিণ পাড়ার।
রাজা ভাবে গণক সামান্য লোক নয়,
প্রত্যক্ষ দেখিয়া বড় হইল প্রত্যয়।
আরবার ভাবে কাকতালিকার প্রায়,(১)
কাশী ছাড়া হব না, যদ্যপি প্রাণ যায়।

১। দৈবাৎ তালবৃক্ষে কাক উপবেশন করায় তাল পতিত হইলে তৎকালে তালতরুতলস্থ পথিকের যে আকস্মিক তাল লাভ হয়, ঐরূপ অসম্ভাবিত ঘটনাকে কাকতালিকা কহে।

গণকেরে দিবদাস বলিছে তখন,
কপালে যে আছে প্রভু, কে করে খণ্ডন?
মরণ মঙ্গল যথা, হেন দিন হবে,
কাশী পাব কৃপা করি বল প্রভু কবে?
গণক ভাবেন মিছা করি আকিঞ্চন।
ছাড়িবে না কাশী রাজা বুঝিয়া তখন;
বলেন শুনহ রাজা কাজ কি কথায়?
হিত উপদেশ কিছু বলি হে তোমায়।
আঠার দিনের পরে পুণ্যকীর্ত্তি নামে,
জনেক ব্রাহ্মণ আসিবেন তব ধামে।
তিনি যা কহেন, তাহা তখনি করিবে,
না শুনিলে তাঁর কথা বিপদ্ ঘটিবে।
এত বলি হেরম্ব হরির কাছে যান,
কহিলেন কাশী প্রভু করহ পয়াণ।
কাশী দিয়া কাশীনাথে করহ নিস্তার,
তোমা বিনা দিবদাসে কে ভুলাবে আর?
এই কথা শুনি বিষ্ণু উদ্যোগ করিলা,
দ্বিজ বলে শুন সবে যে রূপ হইলা।

রাঃ মূলতান তাঃ মধ্যমান।

ধুয়া। পার কর হে কৃষ্ণ দেবকী-নন্দন।

অতি বৃদ্ধ ব্রহ্মচারী হাতে আসা ছড়ি,
অনাহারে চর্ম্ম যেন হইয়াছে দড়ি।
পদ্ম জিনি পদতল তেজে আলো করে,
পরিলা গেরুয়া বস্ত্র কমণ্ডলু করে।
অনন্তের মহিমা অপার, নাহি অন্ত,
শোণ যেন পাকা কেশ, বায়ে নড়ে দন্ত।
লুকাইল রূপ কিন্তু কিছু রৈল বেশ,
ভৃগুপদ চিহ্নটি থাকিল অবশেষ।
কৃশমুর্ত্তি কুশাঙ্গুরী কুশাসন কাঁধে,
অঙ্গের সৌরভে অলি গুঞ্জে ঝাঁকে ঝাঁকে।
নারায়ণ 'এইরূপে বৃদ্ধ বেশ ধরি,
দিবদাস নিকটে আইলা মায়া করি।'
দিবদাস বলে একি রূপ চমৎকার?
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া রাজা করে নমস্কার।

হবিষ্যের কি হবে জিজ্ঞাসা রাজা করে,
কি বা হেতু আসিয়াছ অধমের ঘরে ?
কি নাম ? কোথায় ঘর ? অতি বৃদ্ধতম,
কি রূপে আইলা বল, ছাড়িয়া আশ্রম।
ব্রহ্মচারী বলেন শুনহ সমাচার,
বাড়ী নাই, পুণ্যকীর্ত্তি নাম হে আমার।
ভিক্ষা কি করিব বাছা, বাধা কিছু আছে,
দেও যদি, তবে বলি, মনেতে যা আছে।
নাম শুনি রাজার গণক পড়ে মনে,
ভাবে মনে আদেয় নাহিক এ ব্রাহ্মণে।
রাজা বলে শুন প্রভু করি নিবেদন,
চাও যা, করিব দান, করিলাম পণ।
ব্রহ্মচারী বলেন, শুনহ দিবদাস,
কাশী ভিক্ষা দেহ বাছা, এই অভিলাষ।
রাজা বলে, তথাস্তু শুন হে দয়াময়,
প্রবঞ্চনা করিলে যে, এই খেদ হয়।
কান্দিতে কান্দিতে রাজা বলে অতঃপর,
কোথা যাব, কি করিব, বল গুণাকর।

ব্রহ্মচারী কন, তবে শুনহে রাজন,
শিবলিঙ্গ কাশীতে হে করহ স্থাপন।
তবে আমি পারণ করিব বাছাধন,
শুনি শিবলিঙ্গ রাজা করিল স্থাপন।
লিঙ্গ হৈতে বিশ্বনাথ নিজমূর্ত্তি ধরি,
দরশন দিলা দিবদাসে দয়াকরি।
কহিতেছে দিবদাসে শীঘ্র বর চাও,
রথ এই, শিবলোকে সশরীরে যাও।
দিবদাস প্রণাম করিয়া রাঙ্গা পায়,
বলে প্রভু বহু দুঃখ দিয়াছি তোমায়।
অপরাধ ক্ষমা কর, শুন আশুতোষ,
আমি অতি অভাজন, ছাড় প্রভু রোষ।
পুণ্যকীর্ত্তি নিজমূর্ত্তি ধরিলা তখন,
হর হরি দুইজনে হইল মিলন।
উভয়তঃ সুসংবাদ আনন্দিত মন,
কাশীতে বসিলা শিব, দেখে দেবগণ।
পুষ্পবৃষ্টি করে কেহ, কেহ নাচে গায়,
দিবদাস প্রেমানন্দে শিবলোকে যায়।

এই কথা ভগীরথে কহিয়া চলিলা,
দ্বিজ বলে, শুন গঙ্গা যেখানে আইলা।

কাশী ছাড়ি ভগবতী, করিলা দক্ষিণে গতি,
নানাদেশ রাখিয়া আইলা,
ভোজপুর বামে করি, পাটনায় সুরেশ্বরী,
দয়া করি দরশন দিলা।
যার ভয়ে যদুপতি, সমুদ্রে করিলা গতি,
অদ্যাবধি আছে সাক্ষী ধাম,
তরঙ্গিণী ত্বরান্বিত, সেইস্থানে উপনীত,
মুঙ্গের এখন যার নাম।
মহাবেগে গঙ্গা যান, এড়াইয়া নানাস্থান,
ত্রিভুবন কাঁপে কলরবে,
বিন্ধ্যাচল ভয়ে নড়ে, খানিক ভাঙ্গিয়া পড়ে,
উপনীত সকরীতে তবে।
বামেতে বসন্তপুর, ভাগলপুর কিছু দূর,
কহলগাঁয় পশ্চাতে রাখিলা,

তীর বেগে চলে নীর, উপনীত পইতীর,
রাজমহলেতে দেখা দিলা।
উধুয়া দক্ষিণে করি, চলিলা পরমেশ্বরী,
গউড় দেশেতে উপনীত,
আসিতে সুতির কাছে, ভগীরথ পড়ে পাছে,
শঙ্খাসুর করিল মোহিত।
আগে শঙ্খ বাজাইয়া, চলিল গঙ্গারে নিয়া,
*মায়া করি বায় শঙ্খাসুর,
যাইতে কতক পথ, গঙ্গা কন ভগীরথ,
বল বাছা আর কত দূর ?
অসুরের মায়া যত, কথায় কহিব কত ?
ভগীরথ মত কথা কয়,
বলে শুন সুরেশ্বরি, আইসহ আমার পুরী,
যাবে দুঃখ, বড় দূর নয়।
গঙ্গার হইল ভয়, ভাবেন কে কথা কয় ?
ব্যঙ্গ শুনি হইল স্থগিত,
ভগীরথ কান্দি বলে, ভাসিল নয়ন জলে,
মায়ের নিকটে উপনীত।

দেখে ভগীরথ-মুখ, গঙ্গার হইল দুঃখ
বলেন যেমন সন্তানেরে,
কান্দ না কান্দ না আর, বল বাছা সমাচার,
কেলাইল কেবা এত ফেরে ?
রাজা বলে নিবেদন, আছে দিক্ নিরূপণ,
যাইতে যে হবে মা দক্ষিণে !
এ যে পূর্ব্ব বহুদূর, ভুলাইল শঙ্খাসুর,
ফিরে চল, দয়া করি দীনে।
হাসিয়া বলেন সতী, শুন তবে পদ্মাবতী,
তুমি কর এ পথে গমন।
চল দেখাইয়া পথ, আর বাছা ভগীরথ,
বিলম্বে নাহিক প্রয়োজন।
শ্রীদুর্গাপ্রসাদ বলে, গঙ্গার চরণ তলে,
দয়া কর সুরশৈবলিনি,
কণ্ঠে করি অধিষ্ঠান, শুন মা নূতন গান,
নাম গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী।

কিবা দয়া ঈশ্বরীর মহিমা অপার,
কিবা পুণ্যবান্ রাজা দিলীপ কুমার!
স্তুতির নিকটে গঙ্গা আইল ফিরিয়া,
চলিলা কিরীটকোণা দক্ষিণে রাখিয়া।
মহাপীঠ সতীর কিরীট সেই স্থানে,
ভগীরথে দেখাইলা ভৈরব যেখানে।
যখন আইলা গঙ্গা দক্ষিণ সমাজ,
কোথা ছিলা চুণাখালি, কোথা সয়দাবাজ?
পলাসী রহিল বামে, কাটোয়া দক্ষিণে,
বারহাট ইন্দ্রাণী আইল সেই দিনে।
পূর্ব্বধারে মাটিয়ারি রাখিয়া আইলা
দয়া করি অগ্রদ্বীপে দরশন দিলা।
এখন সেখানে দেখ অপূর্ব্ব মন্দির,
গোপীনাথ বিরাজ করেন সদা স্থির।
কিবা মূর্ত্তি কিবা সেবা কি অপূর্ব্ব লীলা?
শ্রীগোবিন্দ ঘোষ কত পুণ্য করেছিলা?,
ঘোষের সমান পুণ্যবন্ত কেবা আর?
গোপীনাথ আপনি করেন শ্রাদ্ধ যার!

একবার নন্দ যশোদারে করি ধন্য,
অপর প্রকাশ এই ভকতের পুণ্য।
প্রভুর দয়ার অন্ত জানে কোন্ জন ?
কোন্ ভাবে কারে কবে করেন তারণ।
শ্রীদুর্গাপ্রসাদ বলে শুন নারায়ণ,
দয়া করি মুক্ত কর এ ভব-বন্ধন।

পাটুলি দক্ষিণে করি, প্রেমানন্দে সুরেশ্বরী,
নবদ্বীপ সমীপে আইলা,
গঙ্গাকে সারদা কন, মম ভক্ত বিবরণ,
আছে হেথা বলিয়া চলিলা।
অম্বিকা পশ্চিম পারে, শান্তিপুর পূর্ব্বধারে,
রাখিল দক্ষিণে গুপ্তিপাড়া,
উল্লাসে উলায় গতি, বটমূলে ভগবতী,
চণ্ডিকা নহেন যথা ছাড়া।
বৈশাখেতে যাত্রা হয়, লক্ষ লোক, কম নয়,
পূর্ণিমা তিথিতে পুণ্যচয়,

নৃত্যগীত নানা নাট, দ্বিজ করে চণ্ডীপাঠ,
মানে যে, মানস সিদ্ধ হয়।
কুলীন সমাজ নাম, কিবা লোক কিবা গ্রাম,
কাশীতুল্য হেন ব্যবহার,
দয়া ধর্ম্ম বর্ত্তে যথা, কি কব লোকের কথা,
মুনি যেন, হেন কুলাচার।
এড়াইয়া ঐ স্থান, শুন গঙ্গা যথা যান,
উপনীত চাকদহ পরে,
প্রসিদ্ধ পরম স্থান, আসি লোকে স্নান দান,
মহা-মহাবারুণীতে করে।
কহিব কৌতুক কিছু, বঙ্গদেশী লোক নিচু,
অপভাষা কন কতগুলি,
যখন বলেন শুন, শুনিতে শুনায় হুন,
বালকের নাম পোলা পুলী।
তুম্বা আঁচলা ঝুলাঝুলি, পোলা পুলী কতগুলি,
লইয়া আইসেন সেইখানে,
গুড়াকু তামাকু কোটা, কার সঙ্গে ডাবা হুটা,
গল্প কত হয় টানে টানে।

কার আছে এই ভার, দেড়বুড়ির জালুকদার,
ইহাতে কে টেকে তার ধূমে ?
মাদুলিতে ভরা হাত, নাম রামজগন্নাথ,
বাদসার নানা যেন যুমে।
দেখেন সুধারা যার, কাঁধেতে উঠেন তার,
তার আর নাহিক নিস্তার,
পড়িলে শক্তের ঠাঁই, অ জ্ঞাকারী তার ভাই,
কত কব আর অনাচার।
সঙ্গে কুলবধূ যত, কত রূপ কব কত ?
পোশাক দেখিলে হরে বুদ্ধি,
ডুবেড়া কাপড় পরা, কনুইতক শঙ্খ ভরা,
কথা শুনে উড়ে ভূতশুদ্ধি।
উর্ব্বশী সমান যারা, পরিচ্ছা বিনা তারা,
জ্ঞান হয় সর্ব্বদা অশুচি,
বামু খামু ডাক দিল, কোভাযকে নিল মিল,
কথা যেন কপির কিচমিচ।
শ্রীদুর্গাপ্রসাদ বলে, গঙ্গার চরণ তলে,
দয়া কর সুরশৈবালিনি,

কণ্ঠে কর অধিষ্ঠান, শুন মা নূতন গান,
নাম গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী।

চাকদহ হৈতে গঙ্গা গমন করিলা,
তিন জন মন্দ মন্দ গতিতে চলিলা।
সরস্বতী যমুনা করেন মনে খেদ,
হইবে গঙ্গার সঙ্গে গমন-বিচ্ছেদ।
ঈশ্বরীকে নিবেদন করেন দুজন,
কাতর হইয়া কন ধরিয়া চরণ,
অধমতারিণী গঙ্গা, অপার মহিমা,
শম্ভু না জানেন গুণ, কি পর্য্যন্ত সীমা।
এতকাল হইয়াছিলাম বটে জল,
তোমার পরশে হৈল জনম সফল।
লোকেতে মানিবে, তীর্থ বলিবে এখন,
বিদায় হইব বলে করেন রোদন।
ভগীরথ বলে হায় কেমন কপাল,
দুঃখের উপরে দুঃখ ঘটিল জঞ্জাল।

কান্দিয়া অস্থির রাজা, গড়াগড়ি যায়,
সরস্বতী যমুনা সান্ত্বনা করে তায়।
কেন খেদ কর বাছা, শুনহ কারণ,
হবে যে বিচ্ছেদ, আছে মুনির বচন।
ভরদ্বাজ মুনি যাবে একাগ্র কানন,
এখানে করিয়া স্নান করিবে গমন।
এই হেতু বিচ্ছেদ হইবে তিন ধারা,
কি করিব? এই জন্য যাইব আমরা।
এইকথা বলিয়া যমুনা পূর্ব্বে যান,
সরস্বতী পশ্চিমেতে করিল পয়াণ।
দক্ষিণে চলিলা গঙ্গা কিছু নিরানন্দ,
বিচ্ছেদ-বেদনা জন্য কিছু গতি মন্দ।
গঙ্গা কন মুক্তবেণী হৈল এই স্থান,
স্নান দানে হবে মুক্ত বেণীর সমান।
গঙ্গা-আজ্ঞা কার সাধ্য কে করে খণ্ডন?
মুক্ত হয় জীব কেশ করিলে মুণ্ডন।
উড়িষ্যার লোক জানে, করে শাস্ত্র মত,
জানিয়া না জানে অন্য দেশী লোক যত।

দ্বিজ বলে অতঃপর শুন সর্ব্বজন,
সুরধুনী আর যথা করিলা গমন।
কুমারহট্ট বামে করি, দক্ষিণে রাণী-নগরী,
ভাটপাড়ায় গঙ্গা উপনীত,
পশ্চিমে ফরাসডেঙ্গা, পূর্ব্বে মূলাযোড়া ভাঙ্গা,
ভদ্রেশ্বরে আইলা ত্বরিত।
দীর্ঘাঙ্গ দক্ষিণে রহে, উপনীত খড়দহে,
পুণ্য ভূমি কৈলাস সমান,
যেখানেতে দ্বিজবর, জন্মেছিলা যোগেশ্বর,
ভরদ্বাজ মুনির সন্তান।
চলিল দক্ষিণ দেশে, বালি ছাড়ি অবশেষে,
উপনীত যথা কালীঘাট,
দেখেন অপূর্ব্ব স্থান, পূজা হোম বলিদান,
দ্বিজগণ চণ্ডী করে পাঠ।
হাসেন ঈশ্বরী মনে, দেখিয়া দেবতাগণে,
কার কার মনুষ্য আকার,
ভগীরথ ভাবে এ কি? চমৎকার স্থান দেখি,
বল মাগো এই স্থান কার?

গঙ্গা কন, পূর্ব্বে আমি, কহিয়াছি জ্ঞান তুমি,
সতীর অঙ্গুলী এই স্থানে,
দেবের দুর্ল্লভ স্থান, অঙ্গুলী দিয়া দেখান,
নকুলেশ ভৈরব যেখানে।
শ্রীদুর্গাপ্রসাদ বলে, গঙ্গার চরণ তলে,
দয়া কর সুরশৈবলিনি,
কণ্ঠে করি অধিষ্ঠান, শুন মা নূতন গান,
নাম গঙ্গা ভক্তিতরঙ্গিণী।

নিস্তারিণী বলেন শুনহ ভগীরথ,
কোথা তব পূর্ব্বকুল, বাঁকী কত পথ?
ভগীরথ বলে মাগো কব কি বিশেষ?
শুনিয়াছি, নাহি চিনি কেমন সে দেশ।
বলেন আনন্দময়ী সে আর কেমন?
দুগ্ধপোষ্য বালকেতে না কহে এমন!
তবে কেন তপস্যা করিলে এত কাল?
আগে জানাইলে না রহিত এ জঞ্জাল।

ইতঃপর আমার গমন শক্তি নাই,
কোথা যাব, কি করিব, ভাবিয়া না পাই।
ভগীরথ কান্দিয়া পড়িল মার পায়,
শরের আঘাতে যেন গড়াগড়ি যায়।
ভক্তের কারণে মার উপজিল দয়া,
ভয় নাই ভগীরথে বলিলেন অভয়া।
কোলে লয়ে ভগীরথে ভাবেন তখন,
কোথা যাব, কি রূপেতে করিব গমন।
করিতে কৌতুক মা করিলা এক লীলা,
সহজে সরলা নন, বাপ যাঁর শীলা।
ভক্তের নিকট কতক্ষণ থাকে মায়া,
ভকতবৎসলা নাম আশুতোষজায়া।
হেতেগড় হৈতে যান ভগীরথ আগে,
শতমুখী হইয়া চলিলা অনুরাগে।
সগর সন্তান যথা ভস্ম হৈয়া ছিল,
সেই খানে বেগে জল আসিয়া পড়িল।
পরশে পরম জল, শুন সমাচার,
ভাসিয়া উঠিল রথে কিন্তু ষাটি হাজার।

কি কব রথের তেজ সূর্য্যের সমান,
এক চূড়া রথ চক্র শোভে আটখান।
হীরার স্তম্ভেতে শোভে নীলকান্ত মণি,
স্বর্ণলতা শোভে যেন মেঘে সৌদামিনী।
চারিদিকে চন্দ্রক ন্ত মণিতে খচিত,
কোনখানে সূর্য্যকান্ত মণিতে মণ্ডিত।
সোণার নির্ম্মিত রথ ছটা দেখা যায়,
মুক্তার জালেতে ঢাকা কিবা শোভা তায় ?
পদ্মরাগ মণির মধ্যেতে পদ্মাসন,
নিরূপণ সেইখানে কর্ত্তার আসন।
কোনখানে পুষ্প মাল্য সুগন্ধি চন্দন,
সুশীতল জল ফল নিয়া সখীগণ।
চারিদিকে দেবগণ করে স্তুতি পাঠ,
রথ নয় একখানি আনন্দের হাট।
রক্ষা হেতু সুদর্শন. নিজে কর্ত্তা রথী,
অশ্বের যোগানে একা গরুড় সারথি।
ষড়যুত রথে ষড়যুত নারায়ণ,
ষড়যুত লক্ষ্মী ষড়যুত সুদর্শন।

বিনতার সুত ষড়যুত বলবান্,
প্রতি জনের পরিবার প্রভুর সমান।
দ্বিজ দুর্গাপ্রসাদ ভাবিয়া মন্দাকিনী,
রচিল পুস্তক গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী।

সগর সুত রথে, উঠিয়া ভগীরথে,
বলে করি আশীর্ব্বাদ,
তুমি যে উপকারী, তুলনা দিতে নারি,
কি কব দিলে যে আহ্লাদ।
শুন রে গঙ্গা দাস, পুরালে অভিলাষ,
এমন কে করে উদ্ধার ?
তুমি হে পুণ্যবান্, কোলেতে আইস, প্রাণ,
যুড়াও বাছা একবার।
কোলেতে নিয়া সুখে, চুম্বিয়া চাঁদ মুখে,
কহেন চিবুক ধরিয়া,
আ মরি একি ক্ষীণ, হইয়াছ যেন দীন,
পিতৃলোকের লাগিয়া।

কামনা করি আর, তর্পণ একবার,
করহ এই গঙ্গাজলে,
কৃতার্থ হব যাতে, লহব হাতে হাতে,
দেখুন দেবতাদি সকলে।
শুনিয়া রাজা ধীর, লইয়া গঙ্গা নীর,
তর্পণ করিতে লাগিলা,
দেবাদি বলে ধন্য, একি সামান্য পুণ্য,
সন্তান ক্ষণে জন্মেছিলা।
সন্তোষে পিতৃগণ, পুলকে পুনঃ কন,
সাধু রে সাধু বংশধর,
অভীষ্ট সিদ্ধ হবে, মনেতে যা করিবে,
হইবে ক্ষিতীর ঈশ্বর।
যাও হে অযোধ্যার, ভূপতি হও আর
সন্তান জন্মিতে কহিলা,
এতেক বলি তবে, বৈকুণ্ঠে যান সবে,
রাজন নাচিতে লাগিলা।
ভাবেতে গদ গদ, ধরিয়া গঙ্গা পদ,
রাজন কন কিছু মারে,

শ্রীদুর্গাপ্রসাদেরে, ফেল না আর ফেরে,
তার মা এ ঘোর সংসারে।

ভগীরথ গঙ্গা মারে করে নিবেদন,
তোমার মহিমা মা গো জানে কোন্‌জন ?
নিরঞ্জন নিরাকার অক্ষর রূপিণী,
উপাসনা হেতু হও সাকার আপনি।
প্রকৃতি পুরুষ তুমি সূক্ষ্ম অতি স্থূল,
মূল নাহি তোমার, অথচ তুমি মূল।
বেদ তুমি, বেদাতীত গুণ তব বটে,
পরমাত্মা স্বরূপিণী আছ সর্ব্বঘটে।
শ্রদ্ধা ভক্তি দয়া ধর্ম্ম নির্ম্মল বিজ্ঞান,
কৃপা করি দাসেরে কর মা কিছু দান।
যা রাধা সা কালী কৃষ্ণ তুল্য শিবরাম,
অভেদ জ্ঞানদা হৃদে কর মা বিরাম।
সৃষ্টি স্থিতি লয় হয় তোমার ইচ্ছায়,
অবতার হও যেন জলবিম্ব প্রায়।

তব নাম বারেক নিঃসরে মুখে যাঁর,
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ লাভ হয় তার।
জ্ঞানের অপেক্ষা নাই, দেখিলাম কলে,
বিষ্ণু হয়, অস্থি যদি পড়ে তব জলে।
স্থান দেহ চরণে মা করি নিবেদন.
গঙ্গা কন শুন বাছা আমার বচন।
তুমিতো জীবন মুক্ত ভাবনা কি তার,
তোমা হৈতে হবে কত পাপীর নিস্তার।
সাগর সঙ্গম এই তব কীর্ত্তি অতি,
রহিল তোমার নামে নাম ভাগীরথী।
এই নাম বলিয়া যে ডাকিবে আমারে,
চতুর্ব্বর্গ ফল আমি দিব হে তাহারে।
জলে স্থলে অন্তরীক্ষে হবে মৃত্যু যার,
এখানে মরিলে জন্ম না হইবে আর।
আর কিছু কহিবে মা করি নিবেদন,
হেন কালে কপিল করিল আগমন।
দ্বিজ দুর্গাপ্রসাদ ভাবিয়া মন্দাকিনী,
রচিল পুস্তক গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী।

তপস্যা সফল গণি, গঙ্গার চরণে মুনি,
প্রণাম করিয়া এই কন,
আজি যাগ জন্ম ধন্য, ধন্য মা হইল পুণ্য,
পরশিল জীবনে জীবন।
ভগীরথে মুনিবর, আশীর্ব্বাদ তদন্তর,
করিয়া কহেন পরিচয়,
কপিল আমার নাম, শুন বাছা গুণধাম,
কৃতার্থ করিলে দয়াময়।
আমার জন্যেতে এত, পাইয়াছ দুঃখ যত,
ক্ষমহ সে দোষ নিজগুণে,
কহিতে যে হয় ত্রাস, পূর্ণ কর অভিলাষ,
কোলে করি বাঞ্ছা এই মনে।
শুনিয়া মুনির বাণী, ভগীরথ মহাজ্ঞানী,
দণ্ডাকার পড়ে মুনি পায়,
বলে প্রভু গুণাকর, হইয়াছে শাপে বর,
ধন্য আমি তোমার দয়ায়।
তুষ্ট হয়ে তপোধন. প্রেমে দিয়া আলিঙ্গন,
ভগীরথে কন কিছু তবে,

ইহ পরকাল জয়ী, হইয়াছ শুন কই,
ধরা দারা পুত্রলাভ হবে।
যাও ত্বরা অযোধ্যায়, গিয়া রাজা হও তায়,
পৃথিবীর করহ পালন,
রাজা বলে কাজ নাই, আশীর্ব্বাদ এই চাই,
গঙ্গাপদে যেন থাকে মন।
উভয়ের তুষ্ট মন, চরিতার্থ তপোধন,
গঙ্গা কন ভগীরথে আর,
কহিব কিঞ্চিৎ তাই, হরি হরি বল ভাই,
শুনহ অপূর্ব্ব সমাচার।
শ্রীদুর্গাপ্রসাদ বলে, গঙ্গার চরণ তলে,
দয়া কর সুরশৈবলিনি,
কণ্ঠে করি অধিষ্ঠান, শুন মা নূতন গান,
নাম গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী।

জলনিধি জানিয়া গঙ্গার আগমন,
সত্বরে আসিয়া করে দেবী-সম্ভাষণ।

অনেক সঞ্চিত পুণ্য ছিল যে আমার,
সেই ফলে দরশন হইল তোমার।
দয়াময়ী দয়া করি আইস মম বাস,
পবিত্র করহ দাসে এই অভিলাষ।
সাগরের অনুরাগ দেখিয়া তখন,
সিন্ধুরে বাড়াতে দেবীর হৈল মিলন।
কাম্য তীর্থ সাগর-সঙ্গম সেই স্থান,
স্নান দান মরণেতে বিষ্ণুপদে স্থান।
জলে স্থলে অন্তরীক্ষে হয় মৃত্যু যার,
চতুর্ভুজ হয় সেই, জন্ম নাহি আর।
গঙ্গা কন ভগীরথ আর কিবা চাও,
পিতৃলোক উদ্ধার হইল রথে যাও।
রাজ্য রক্ষা কর বাছা যাহ মার কাছে,
তোমার জননী পথ নিরখিয়া আছে।
সে কিন্তু সামান্যা নহে, চিহ্নিতা আমার,
মনোবাঞ্ছা পরিপূর্ণ কর গিয়া তাঁর।
পুত্রবৎ দেখিবে হে যত প্রজাগণ,
দুষ্টের করিবে দণ্ড, শিষ্টের পালন।

জ্ঞানবান্ তুমি অতি কহিব কি আর?
অগোচর ত্রিভুবনে কি আছে তোমার?
আমার পূজার বাঞ্ছা করিবে প্রচার,
যখন ডাকিবে দেখা পাইবে আমার।
ভগীরথ বলে পাদপদ্মে দেহ স্থান,
সুধা ত্যজি বল মা করিতে বিষপান!
গঙ্গা কন, শুন ইচ্ছা হয়েছে আমার,
ঐহিক সম্পদ ভোগ কর একবার।
যাওন একান্ত মত মায়ের বুঝিলা,
চক্ষে পড়ে জল, পরে প্রণাম করিলা।
বিদায় হইয়া রাজা করিলা গমন,
সুখদা দিলেন সঙ্গে নানারত্ন ধন।
আরোহণ রথে, অশ্ব বায়ুবেগে যায়,
ভগীরথ উপনী[illegible] হৈল অযোধ্যায়।
শ্রীদুর্গাপ্রস[illegible] [illegible]বিয়া মন্দাকিনী,
রচিল পুস্তক [illegible]ভক্তিতরঙ্গিণী।

নগরের লোক যত, প্রেমানন্দে উনমত,
রাণীরে কহিছে সমাচার,
কি কর গো দেখসিয়া, পিতৃলোক উদ্ধারিয়া,
ভগীরথ আইল তোমার।
রাণী বলে কি কহিলে, মৃত দেহে প্রাণ দিলে,
কই কই বাছা রে আমার,
বৎস ছাড়া গাভী যেন, ধাইয়া চলিল হেন,
দেখে দ্বারে আইল কুমার।
ভগীরথ দেখি মায়, দণ্ডাকার পড়ে পায়,
সর্ব্ব অঙ্গ ধূলায় লোটায়,
চক্ষু পায় অন্ধ যেন, রাণীর হইল হেন,
কোলে লয়ে জীবন যুড়ায়।
হুলু দিয়া নিয়া ঘরে, মঙ্গল আচার করে,
নানা ধন করে বিতরণ,
রাণী বলে বাছা আর, মঙ্গল বলহ তার,
যার জন্যে এত পর্য্যটন।
ভগীরথ মারে বলে, তব আশীর্ব্বাদ-ফলে,
আগমন হয়েছে গঙ্গার,

তোমার অধিক তাঁর, দয়া কি কহিব আর,
পিতৃলোক করিলা উদ্ধার।
শুনি পুলকিত রাণী, আপনারে ধন্য মানি,
প্রেমধারা বহে দুনয়নে,
বলে কত ছিল পুণ্য, আমি ধন্য, কোঁক ধন্য,
পুত্র জন্মেছিলা শুভক্ষণে।
ভগীরথে পুনঃ রাণী, বলেন মধুর বাণী,
খাও কিছু বাছা রে আমার,
কব কি তোমারে আর, জীবন যুড়াক মার,
চিরকাল আছ অনাহার।
ভোজন করিলা ধীর, বাঞ্ছা পূর্ণ জননীর,
ভগীরথ রাজা হন পরে।
শ্রীদুর্গাপ্রসাদ কয়, গঙ্গাগুণ সুধাময়,
শুনে যে অশেষ পাপ হরে।
ভগীরথ বসিলা বাহিরে বার দিয়া,
পাত্র মিত্র প্রজাগণ আইল শুনিয়া।
আইল বশিষ্ঠ গুরু যত তপোধন,
আনন্দেতে আশীর্ব্বাদ করে দ্বিজগণ।

স্তাবক ধাবক আর বন্দিগণ যত,
আইল অসংখ্য সেনা কব তাহা কত ?
যে যেমন তার রাজা মর্য্যাদা রাখিল,
বশিষ্ঠ গুরুর পায় প্রণাম করিল।
পুলকে পূর্ণিত অঙ্গ বশিষ্ঠ মুনির,
কোলে নিলা ভগীরথে লোমাঞ্চ শরীর।
ধন্য তুমি পাপিলোক নিস্তার করিলা,
ব্রহ্মময়ী যিনি তাঁরে ভূতলে আনিলা।
ভগীরথ বলে সে কি যোগ্যতা আমার ?
যা করি সকলি প্রভু কৃপায় তোমার।
মুনি বলে রাজ্যে অভিষেক করি তবে,
ভগীরথ বলে তব ইচ্ছা থাকে হবে।
শুভদিন ক্ষণ মুনি দেখিয়া তখন,
দ্রব্যাদি সকলি করিলেন আয়োজন।
অপূর্ব্ব বেদীর পরে সোণার মন্দির,
তার মধ্যে সিংহাসন অমূল্য মণির।
মুকুতার ঝালর পতাকা উড়ে বায়,
ঘেরিল মন্দির আম্র শাখার মালায়।

শ্রীদুর্গাপ্রসাদ দ্বিজ ভাবি মন্দাকিনী,
রচিল পুস্তক গঙ্গাভক্তিরঙ্গিণী।
সিন্ধু আদি তীর্থ গঙ্গা সলিল আনিয়া,
লক্ষ লক্ষ স্বর্ণকুম্ভ রাখিল পূরিয়া।
একলক্ষ হেমছত্র হস্তীর উপরে,
দুইটি চামর প্রতি গজে শোভা করে।
শতকোটি হস্তী আর শতগুণ তার,
ঘোড়ার উপরে যোদ্ধা, তুল্য নাহি যার।
রথ রথী পদাতিক গণে শক্তি কার?
বালি গণা যায় তবু সংখ্যা নাহি তার।
রাজ ঋষি মুনিগণ যে যেখানে ছিলা,
সংবাদ করিয়া মুনি সকলে আনিলা।
সমুদ্রকল্লোল যেন বাদ্য কলরব,
নৃত্য গীত নানা নাট মহা মহোৎসব।
ভগীরথ বসিল রতন সিংহাসনে,
বিধিমত অভিষেক করে মুনিগণে।
সসাগরা পৃথিবীর যত রাজা ছিলা,
কর দিয়া কপালেতে রাজটীকা দিলা।

কল্পতরু সমান করেন ধানদান,
অদেয় নাহিক কিছু যিনি যাহা চান।
সদ্বিচার সদালাপ মুনি বিপ্র সঙ্গে,
আনন্দেতে যায় কাল গঙ্গার প্রসঙ্গে।
বিবাহ করিল রাজা ঘটা কব কত?
কহিতে বাহুল্য হয় সুরপতি মত।
শচীর সমান রাণী রূপে গুণে সার,
নানা কাব্য রসে রাজা করেন বিহার।
গঙ্গাপূজা স্নান দান স্মরণ মনন,
প্রকাশ করিলা রাজা শুন সে কথন।
দ্বিজ দুর্গাপ্রসাদ ভাবিয়া মন্দাকিনী,
রচিল পুস্তক গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী।

মকরের পৃষ্ঠোপরে, সোণার প্রতিমা করে,
চতুর্ভুজা রূপসীর শেষ,
ভূষণে ভূষিত কায়, নানা রত্ন রাঙ্গা পায়,
তেজে আলো করে সর্ব্বদেশ।
সিতপক্ষ গুরুবার, বৈশাখী তৃতীয়াসার,
অক্ষয়ারে করিলা স্থাপন,

পূজা হোম বলিদান, ভোগ রাগ নৃত্য গান,
নিত্য নিত্য করেন রাজন।
গঙ্গা পূজা ঘরে ঘরে, ভক্তিভাবে সবে করে,
নিত্য কাম্য পূজার প্রচার,
ধাতু কিম্বা মৃত্তিকার, প্রতিমা গঠিবে যার,
পূজা দিবে যথাশক্তি যার।
যদি হয় ধনহীন, আবশ্যক তিন দিন,
ঘটে পটে কিম্বা জলে জলে,
পূজা দিলে হয় এই, জীবন্মুক্ত হয় সেই,
চতুর্ব্বর্গ তার করতলে।
কব কত গুন এই, অবশেষ কব সেই,
স্নান দান আদি কিছু ফল,
জাহ্নবীর গুণ যত, কার সাধ্য কবে কত ?
বিধাতা না জানেন সকল।
ভগীরথ পুনঃ কন, বল গুরু সে কেমন,
পূর্ব্বে রাজা কে কেমন ছিল ?
বশিষ্ঠ বলেন শুন, বলিরাজ উপাখ্যান,
এত বলি কহিতে লাগিল।

দ্বিজ দুর্গাপ্রসাদ বলে, গঙ্গার চরণ তলে,
দয়া কর সুরশৈবলিনি,
কণ্ঠে করি অধিষ্ঠান, শুন মা নূতন গান,
নাম গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী।

রাগিণী বেহাগ, তাল তেওট।

ধুয়া। ভজ রে মন অদিতি নন্দন বামন চরণে।
মিছা এ সংসার ভার, সাহস করহ কার,
যদি যাবে ভব পার, ভুলনা শ্রীনারায়ণে।
মুনি কন ভগীরথ শুন দিয়া মন,
জন্মেছিল শিবভক্ত বলি একজন।
দেবরাজ হবে এই ভাবিয়া অন্তরে,
ক্রমে ক্রমে শত অশ্বমেধ রাজা করে।
ইন্দ্র ভাবে, বলি যদি শতক্রতু হয়,
রাজ্য যাবে, বিঘ্ন কিছু না করিলে নয়।
মন্ত্রণা করিয়া ইন্দ্র দেবগণ নিয়া,
শিবের শরণাগত হইল আসিয়া।

করিলা অনেক স্তব, ঈশান শুনিয়া,
কি যাচ্ঞা কর ইন্দ্র কহিলা হাসিয়া।
ইন্দ্র কন, শুন প্রভু, করি নিবেদন,
বলি লয় ছলে প্রভু এ তিন ভুবন।
বলিরে কিঞ্চিৎ খাটো কর একবার,
মহেশ বলেন, বল কি দোষ তাহার ?
বলির কি আছে দোষ, কহিবে কি আর ?
পুনঃ স্তব করে ইন্দ্র ভাবিয়া অসার।
স্তবে তুষ্ট হৈয়া বলেন পঞ্চানন,
বিষ্ণুর নিকটে যাও কহিলা তখন।
তুষ্ট হৈয়া দেবগণ দেবরাজ সঙ্গে,
বিষ্ণুর নিকটে উপনীত মনোরঙ্গে।
কহিলেন পূর্ব্ব কথা বিষ্ণুর চরণে,
নারায়ণ শুনিয়া হাসেন মনে মনে।
ইন্দ্রকে আশ্বাস দিয়া বিদায় করিলা,
কিরূপে ছলিব বলি ভাবিতে লাগিলা।
দ্বিজ দুর্গাপ্রসাদ ভাবিয়া মন্দাকিনি,
রচিল পুস্তক গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী।

ধুয়া। নারায়ণ মহিমা কে জানে হে তোমার।
কারে কোন্ ভাবে প্রভু কর হে নিস্তার।

ভাবনা কি করি আর, বিনা পূর্ণ অবতার,
বলিরে ছলনা করা ভার,
অদিতির পয়োব্রত, সাঙ্গ হইল বিধানত,
গর্ব্ভে জন্ম লইব তাহার।
ভিক্ষা ছলে ছলি বলি, কশ্যপেরে পিতা বলি,
হইব বামন অবতার,
লোকে যেন বলে ধন্য, প্রকাশ করিব পুণ্য,
ভক্তাধীন নাম এই বার।
এথা অদিতির ব্রত, সাঙ্গ হইল শাস্ত্রমত,
কশ্যপেরে সঙ্কেতে কহিলা,
অদিতি কশ্যপ সঙ্গে, অঙ্গ সঙ্গ করি রঙ্গে,
পূর্ব্ববর সফল করিলা।
গর্ব্ভ হৈল অদিতির, সাক্ষী তার স্তনে ক্ষীর,
দশ মাস যায় কুতূহলে,
প্রসব হইল পরে, বামন জন্মিলা ঘরে,
সূর্য্য যেন পড়িল ভূতলে।

শঙ্খ ঘণ্টা বাজে ঘন, হুলু দেয় নারীগণ,
জাতকর্ম্ম করে সবে সুখে,
ষষ্ঠী পূজা আদি যত, সাঙ্গ হৈল কব কত,
ছয় মাসে অন্ন দিলা মুখে।
বয়েস হইল নয়, অদিতি মুনিরে কয়,
চূড়া যজ্ঞসূত্র দিবে কবে?
এই বই কর্ম্ম নাই, ঘটা করে দেও তাই,
মুনি বলে কি রূপে তা হবে?
নিজে ভিক্ষা করি খাই, ঘটায় যে ধন চাই,
বৃদ্ধকালে যাব কার কাছে?
ঘৃত দিয়া গোটাকত, পূর্ণাহুতি শাস্ত্রমত,
দিব এই মনে বাঞ্ছা আছে।
দিতি কদ্রু বিনতার, প্রধানা আপনি যার,
এও হবে এই চারিজন,
ভাল করে খাবে সবে, নিমন্ত্রণ করি তবে,
আমি আছি আপনি ব্রাহ্মণ।
শ্রীদুর্গাপ্রসাদ বলে, গঙ্গার চরণ তলে,
দয়া কর সুরশৈবলিনি,

কণ্ঠে করি অধিষ্ঠান, শুন মা নূতন গান,
নাম গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী।

রাগিণী বেহাগ, তাল আড়া।

ধুয়া। ওহে নারায়ণ মোরে কর দয়া।
নরাধম জনে প্রভু দেহ পদছায়া।

মুনি মুখে এই কথা অদিতি শুনিলে,
ক্রোধে জ্বলে যেমন অগ্নিতে ঘৃত দিলে।
কোলে করি বামনেরে কুপিলা অদিতি,
থর থর কাঁপে ওষ্ঠ বিকৃতি আকৃতি।
আলুইল কেশপাশ চক্ষু ভরা জল,
রাঙ্গা চক্ষু ভাষে জলে যেমন কমল।
কদম্ব কুসুমাকার তনু শিহরিল,
রাগ-রাহু আসি যেন অদিতি গিলিল।
কত কথা কহে সতী মনে নাহি হয়,
ক্রোধের সময় কথা সকলি ব্যত্যয়।
অদিতি মুনিরে বলে কি বলিব আমি?
ভাগ্যক্রমে ভাগ্যবন্ত পাইয়াছি স্বামী!

এক রসে পণ্ডিত জানেন কত মত,
দিতি কদ্রু বিনতা ত সেই রসে রত।
আমার ভাগ্যেতে পর্ব্ব দিন বাছা যায়,
যদি হয় রোগী যেন তিত মুখে খায়।
আইও মাত্র, দেখিতে আচার বিধবার,
বৃক্ষ ছাল পরি, করি ফলেতে আহার।
এই মত অদিতি উষ্মাতে যত কয়,
শুনিয়া মুনির মনে হয় মহাভয়।
বামন মায়ের বাঞ্ছা পূরাবার তরে,
মনে মনে স্মরণ করিলা নারদেরে।
নারদ কশ্যপালয়ে আনন্দে আইলা,
কশ্যপ দেখিয়া তাঁরে পাদ্য অর্ঘ্য দিলা।
কশ্যপেরে কহেন নারদ তপোধন,
আপনি কেমন আছ? কেমন নন্দন?
কশ্যপ বলেন, তোমার সকলি মঙ্গল,
হয়েছে অদিতি সঙ্গে কিছু অকৌশল।
মুনি বলে, ভাল হবে, সে ভার আমার,
অদিতির কাছে আগে জানি সমাচার।

কশ্যপ ভাবেন মনে সকলি প্রতুল
অতঃপর বুঝিলাম হইবেক ভুল।
দ্বিজ দুর্গাপ্রসাদ ভাবিয়া মন্দাকিনী
রচিল পুস্তক গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী।

রাগিণী বিভাস, তাল ঠেকা।

ধুয়া। প্রভু হে তোমার মায়া জানে কোন জন।
ভুভার হরণ জন্য, অদিতিরে করে ধন্য,
অবতার হইল বামন।

হাসিয়া নারদ মুনি বীণা বাজাইয়া,
অদিতি বামন পদ বন্দিলেন গিয়া।
আশীর্ব্বাদ করিয়া অদিতি কিছু কন,
একি ভাগ্য আমার ? তোর আগমন।
মুনি বলে কেন গো মলিন মুখ খানি,
অদিতি বলেন তবে শুন সে কাহিনী।
বামনের চুড়োপনয়ন কাল হবে,
কহিলাম মুনি কিছু ঘটা কর তবে।

এই কথা শুনি তিনি যে কথা কহিলা,
সে কথা না বলা যায় যত গালি দিলা।
নারদ বলেন আমি শুনেছি সকল,
বুড়া হৈলে বুদ্ধি যায় হয় গো পাগল।
অনুযোগ যথোচিত করিয়াছি তারে,
ঘটা হবে অবশ্য গো কে খণ্ডিতে পারে?
আমি আছি মধ্যবর্ত্তী না ভাবিহ আর,
কালি কোথা থাকিবে মুনির ভুয় ভার।
আপনি সকল দেহে সকলি করিব,
বামনের যজ্ঞসূত্র আমি কি ছাড়িব?
সাবধান এ কথা প্রকাশ করা নয়,
নষ্ট হবে সকলি প্রকাশ যদি হয়।
অদিতি হাসিয়া বলে আনন্দে বিভোর,
হবে কি এমন দিন? ভাগ্যে আছে মোর?
নারদ বলেন আমি এক্ষণে বিদায়,
এত বলি কশ্যপ নিকটে মুনি যায়।
কশ্যপ বলেন মুনি কহ সমাচার,
নারদ বলেন মুনি না ভাবিহ আর।

পুনঃ নারদেরে কহে আজি থাক তবে,
নিমন্ত্রণ তোমার আপনি হোতা হবে।
নারদ বলেন প্রভু অনুগ্রহ তব,
কালি আমি কার্য্যকালে উপস্থিত হব।
এত বলি বিদায় হইয়া মুনি যায়,
সুরপুরে উপনীত দ্বিজ কবি গায়।

নারদ আনন্দমনে, দেবঋষি মুনিগণে,
নিমন্ত্রণ করে সর্ব্বজনে,
কশ্যপ আলয়ে সবে, সকলে যাইতে হবে,
বামনের চূড়োপনয়নে।
বীণায় পুরিয়া তান, শিবশিবা গুণগান,
উপনীত কৈলাস শিখরে,
শঙ্কর-শঙ্করী পায়, প্রণাম করিলা তায়,
নিমন্ত্রণ করিলা সাদরে।
মুনি বলে নিবেদন, করিতে হবে গমন,
বাঞ্ছাপূর্ণ হেতু অদিতির,

হাসিয়া দুজনে কন, যাব যাও তপোধন,
জানিলাম সকলি সুধীর।
নারদ আসিয়া পরে, কশ্যপেরে ত্বরা করে,
কর কর্ম্ম সংক্ষেপ করিয়া,
প্রেমে দিয়া আলিঙ্গন, বসিলেন দুইজন,
কোশা কুশি কুশ আদি নিয়া।
শ্রীফল বংশের দণ্ড, করা কমণ্ডলু ভাণ্ড,
মেখলা রাখিলা সন্নিধানে,
মৃত্তিকায় আর্য্যস্থালী, ফল ফুল কতগুলি,
কলা খোলা যতনেতে আনে।
বালি কাষ্ঠ বিল্বদল, মুষল ও উদুখল,
শ্রুক্‌শ্রুচ্‌ হবিষ্যান্ন দান,
কিবা ভাগ্যবন্ত মুনি, যোগের অগম্য যিনি,
তাঁরে মুনি কপীন পরান।
বামন হাসেন মনে, বান্ধা আছি ভক্তিগুণে,
ভক্তি বিনা কে পারে এমন,
ভক্তের বাঞ্ছা যেমন, করিতে পারে তেমন,
ভক্ত মম কেবল জীবন।

নারদ মুনিরে কয়, কালপোঁণ করা নয়,
শুভ কর্ম্ম আরম্ভ করিলা,
স্বস্তিক সংকল্প করি, অধিবাসে গেলা হরি,
হোতৃকর্ম্মে নারদে বরিলা।
আবাহন পূজা যত, বেদের শাসন মত,
ক্রমে ক্রমে করিতে লাগিলা,
একেতো নারদ মুনি, তাতে পড়ে বেদবাণী
সুরাসুর সকলে আইলা।
শ্রীদুর্গাপ্রসাদ বলে, গঙ্গার চরণতলে,
দয়াকর সুরশৈবলিনী,
কণ্ঠে করি অধিষ্ঠান, শুন মা নূতন গান,
নাম গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী।

পুয়া। মনে মনে আনন্দ সকল দেবতার।
হেরিয়া বামন রূপ হয় চমৎকার।

ব্রহ্মা ইন্দ্র চন্দ্র সূর্য্য অগ্নি গণপতি,
আইলা অনন্তদেব আনন্দেতে অতি।

বসু যক্ষ দিক্‌পাল নবগ্রহগণ,
গন্ধর্ব্ব কিন্নর নাগ বরুণ পবন।
আইলা কুবের যম বসন্তের পতি,
সবাহনে কার্ত্তিক আইলা শীঘ্রগতি।
শিব শিবা নিজগণ সঙ্গেতে করিয়া,
আইলেন ভাগ্য হেতু প্রসন্ন হইয়া।
দেবতা তেত্রিশ কোটি মুনিবর্গ যত,
আইল অসুর তার সংখ্যা কব কত?
কশ্যপ দেখিয়া ভাবে একি চমৎকার!
ব্যস্ত হৈয়া উদ্যোগ করিলা পলাবার।
নারদ আশায় বুঝি ধরিলা বসন,
কশ্যপ ভাবেন মনে এ আর কেমন?
সমারোহ যে দেখি উপায় নাই আর,
বুঝিলাম অপমৃত্যু হইবে আমার,
কশ্যপ নারদে বলে ছাড়হ আমারে,
অদিতিরে ডাকি মুনি বলে বারে বারে।
কশ্যপ বলেন একি আপদ হইল,
এ আপদ কেবল নারদ ঘটাইল।

মুনি নয় নারদ কেবল ভণ্ডতম,
সংসার করিবে বুঝি ছাড়িয়া আশ্রম।
অদিতির সঙ্গে কালি কি কথা কহিয়া,
রাখিয়াছে ভুলাইয়া কাণে মন্ত্র দিয়া।
তদবধি অদিতিরে দেখি অন্যমনা,
কি রূপে বুঝিব আমি দুষ্টের মন্ত্রণা।
দ্বিজ দুর্গাপ্রসাদ ভাবিয়া মন্দাকিনী,
রচিল পুস্তক গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী।

কশ্যপ মন্ত্রণা করি, নারদেরে হাতে ধরি,
বলে ক্ষমা কর তপোধন,
জানা গেল ইচ্ছা তব, বৃদ্ধ আমি কি করিব ?
লও তুমি অদিতি বামন।
জীব দিয়াছেন যিনি, আহার দিবেন তিনি,
কেন মরি কিসের কারণ ?
পিতার কাতর মন, ইসারায় নারায়ণ,
নারদেরে করিলা বারণ।

নারদ বুঝি তখন, কশ্যপ মুনিরে কন,
ক্ষম দোষ কৌতুক আমার,
যোগে সৃষ্টি কর তূর্ণ, অদিতির বাঞ্ছাপূর্ণ,
কর প্রভু ভাব কেন আর ?
শুনি মুনি পায় প্রাণ, মহাবিষ্ণু করে ধ্যান,
স্বর্গ মর্ত্ত্য দেখে যোগভরে,
বৈকুণ্ঠ দেখিয়া শূন্য, শেষে দেখে নিজ পুণ্য,
প্রকাশ বামনরূপে ঘরে।
বলে প্রভু আমি ধন্য, ভূ-ভারহরণ জন্য,
অদিতির গর্ভে জন্ম নিলা,
লজ্জা রাখ এইবার, নিবেদন কিবা আর ?
এত বলি কান্দিতে লাগিলা।
বামন সঙ্কেতে কন, শুন পিতা তপোধন,
যোগে সৃষ্টি কর অতঃপর।
শুনি মুনি যোগ করে, আপন যোগ্যতা ভরে.
নানা সৃষ্টি করে তদন্তর।
শ্রীদুর্গাপ্রসাদ বলে, গঙ্গার চরণ তলে,
দয়া কর সুরশৈবলিনী।

কণ্ঠে করি অধিষ্ঠান, শুন মা নূতন গান,
নাম গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী।

প্রথমে করিলা মুনি অট্টালিকা যত,
নানারত্নে বিচিত্র সে শোভা কব কত?
দুগ্ধ দধি ছানা ক্ষীর ঘৃত মধু চিনি,
নানা জাতি সন্দেস অমৃত রস জিনি,
দিব্য সরোবর তাহে নানা জাতি ফুল,
দুর্লভ অপূর্ব্ব ফল মধু তুল্য মূল,
দাস দাসী অশ্ব গজ বিচিত্র বিমান,
যাহার যেমতি বাঞ্ছা তেমতি বিধান,
শয়ন জন্যেতে শয্যা দুগ্ধফেণ জিনি,
ক্রীড়া জন্য সৃষ্টি করে রূপসী তরুণী।
গন্ধমাল্য বসন ভূষণ নানা রঙ্গ,
নৃত্য গীত স্থানে স্থানে বাদ্যের তরঙ্গ।
দেবতাদি মুনিগণে করে পরিতোষ,
সকলের হৃষ্টমন পরম সন্তোষ।
শিব শিবা পূজা করি বর মুনি চায়,

লজ্জানিবারিণি লজ্জা রাখ এই দায়।
শিব শিবা আজ্ঞা লৈয়া কর্ম্ম আরম্ভিলা,
বিধি বাক্যে বামনের যজ্ঞসূত্র দিলা।
গান করে কিন্নর কিন্নরী নৃত্য করে,
বেদ পড়ে মুনিগণ বেদবিধি স্বরে।
বামনেরে নারদ করিলা নিবেদন।
গায়ত্রী মন্ত্র হে কর্ণে দিবে কোন্ জন ?
যাঁর মন্ত্র জপি লোক মুক্তিপদ পায়,
তার কর্ণে মন্ত্র দিব কি হবে আমায় ?
মনে যদি করি প্রভু মুখেনা বেরয়,
কেমন করিব, বল কি হবে উপায় ?
বামন বলেন মুনি ভাব কেন আর ?
দিয়া কর্ণে মহামন্ত্র করহ নিস্তার।
শরীরী হইলে এই আছে ব্যবহার,
ইহাতে অধর্ম্ম মুনি হবে না তোমার।
বেদমাতা গায়ত্রী সে চিন্ময়রূপিণী,
যাঁর মন্ত্র জপি ধন্য ধন্য আমি মুনি।
জগন্মাতা এখানে পরমভাগ্য জন্য,

জন্মে জন্ম আমার আছিল কত পুণ্য।
তিন গুণে তিন জনে ইহার সৃজন,
একগুণে শুন মুনি আমি একজন।
নাম নিলে চারিফল কিবা নাম যার,
শক্তি বিনা মুক্তি নাই কহিলাম সার।
দ্বিজ দুর্গাপ্রসাদ ভাবিয়া মন্দাকিনী,
রচিল পুস্তক গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী।

ধুয়া। দয়া কর হে বামন অধম অকিঞ্চনে।

নারদ বলেন প্রভু কি করিব বল?
বামন বলেন কর জনম সফল।
শুনি, মহামন্ত্র মুনি দিলা বামনেরে,
বামন পাইয়া মন্ত্র ভাবেন অন্তরে।
ইচ্ছা, জগদম্বা ভিক্ষা যদি দেন আগে,
এই কথা ভাবিয়া আছেন মনোযোগে।
ভিক্ষা দিতে দেব মুনি সকলে আইলা,
অদিতি আইলা মুনি কন্যা যত ছিলা।

কৃপাকরি কৃপানাথ কৃপাময়ী সঙ্গে,
ভিক্ষা দিতে বামনে আইলা মনোরঙ্গে।
কশ্যপ বলেন ভিক্ষা আগে কেবা দিবে,
বিচার করিয়া সবে বল কি হইবে?
নানামত মনে মুনি ভাবেন তখন,
বামন বলেন পিতা ভাব কি কারণ?
ব্রহ্মণ্য দেবের মাতা দাণ্ডায়ে সাক্ষাতে,
জগন্মাতা সাক্ষাতে কি করে মতামতে?
সাবিত্রী গায়ত্রী ধাত্রী কর্ত্রী সবাকার,
পিতৃপিতামহমাতা জননী আমার।
পদাম্বুজপ্রসাদে আমারে কে না জানে।
মম ভক্ত সে জন যে জন শক্তি মানে।
উপাসনা আমার করয়ে যেই জন,
মোক্ষ দিব জানে যদি শক্তির ভজন।
এককালে সকলেতে সায় দিয়া উঠে,
মুনি বলে এ ভাগ্য কি থাট পুণ্যে ঘটে?
দ্বিজ দুর্গাপ্রসাদ ভাবিয়া মন্দাকিনী,
রচিল পুস্তক গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী।

রাঃ সারঙ্গ। তাঃ ধামার

ধুয়া। কে চিনে তোমারে তারা, বিধাতার অগোচরা,
কার ভাগ্যে কোন ভাবে হও মা সদয়া।
সীতারূপে রাবণ করিলা ধ্বংস দেবতার হইয়া সহায়।

বেদমাতা বামনেরে, ভিক্ষা দিতে ধীরে ধীরে,
গজনিন্দি গমনে চলিলা,
আসিয়া অন্নদা মায়া, বামনেরে করি দয়া,
বামন সাক্ষাতে মাতা গেলা।
বামন জননী বলে, দণ্ড হাতে ঝুলি খুলে,
'ভবতি ভিক্ষাং দেহি' বলে,
অন্নপূর্ণা অন্ন দিলা, বামন হস্তেতে নিলা,
জয় জয় বলহ সকলে।
দীর্ঘ দণ্ড নমস্কার, চরণে পড়িয়া মার,
স্তুতিপাঠ করেন বামন,
স্নেহে মাতা হস্ত ধরি, লইলেন কোলে হরি,
আশীর্ব্বাদ সন্তানে যেমন।

তুমি মম গজানন, জানে সে আমার মন,
আর কে জানিবে তব তত্ত্ব ?
লীলাভেদে ভেদ কায়, যোগী যে জানে তোমায়,
ভিন্ন ভাবে যে জন উন্মত্ত।
তুমি ব্রহ্মসনাতন, যেজন করে ভজন,
সেই ধর্ম্মকর্ম্ম অধিকারী,
পূজন আগে তোমার, যে করে সে জানে সার
আমি তারে আগে রক্ষাকরি।
বামন আহ্লাদে কন, শুন মাতা নিবেদন,
বিশ্বজ্ঞাত জান তা সকলি,
কৃপাবলোকন দৃষ্টি, হইলে বাঁচে মা সৃষ্টি,
ছলে বলে খাট হয় বলি।
প্রসন্ন জননী কালী, হবে খাট বাছা বলি,
সে কিন্তু সামান্য লোক নয়,
মহেশের প্রিয়ভক্ত, জান সে যেমন শক্ত,
ভক্তিভাবে যদি খাটো হয়।
এইরূপে বামনেরে, ভিক্ষা দিয়া স্থানান্তরে,
উপবিষ্ট মহাসিংহাসনে,

তদন্তরে যে যেমন, ভিক্ষা দিতে আগমন,
করে সবে মহাহৃষ্ট মনে।
শ্রীদুর্গাপ্রসাদ বলে, গঙ্গার চরণ তলে,
দয়া কর সুরশৈবলিনি,
কণ্ঠে করি অধিষ্ঠান, শুন মা নূতন গান,
নাম গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী।

রাঃ জয় জয়ন্তী তাঃ মধ্যমান।

ধুয়া। প্রভু কিঞ্চিৎ ফিরিয়া চাও হে অধম জনে।

অদিতি আসিয়া দিলা কৌপীন দুখানি,
বস্ত্র নয় বৃক্ষছাল হেতু অভিমানী।
বামন কৌপীন দুটি করিয়া মাথায়,
ভক্তিভাবে প্রণাম করিলা মার পায়।
অদিতি কোলেতে নিয়া খেদে কিছু কয়,
বৃক্ষছাল বাছা তব উপযুক্ত নয়।
নানা রত্ন দেয় লোক ভাগ্য থাকে যার,
এ জন্মে এ খেদ বাছা যাবে না আমার।

বিমাতা তোমার যারা তারা তো বাঘিনী
তপস্যায় যায় দিন পিতা তব যিনি।
অসুরের ভয়ে ভীত, আগের সন্তান,
দেখিয়া তোমার মুখ আছে বাছা প্রাণ।
দুঃখের সাগরে ভাসি, নাহি পারাপার,
ভরসা কেবল তুমি, কত বল আর?
শুনিয়া মায়ের খেদ, কহেন বামন,
সান্ত্বনা করেন মার ধরিয়া চরণ।
ভাব কেন আর মাগো শুন তবে কহি,
ক্ষুদ্রমূর্ত্তি বটি কিন্তু কাযে ক্ষুদ্র নহি।
শুন গো জননী আমি আর কি বলিব,
ভুবন করিয়া জয় দুঃখ ঘুচাইব।
বুঝাইয়া জননীরে কহিলা বামন,
ভিক্ষা দিতে আর সবে আইলা তখন।
দ্বিজ দুর্গাপ্রসাদ ভাবিয়া মন্দাকিনী,
রচিল পুস্তক গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী।

ভিক্ষাপাত্র তদন্তর, ভিক্ষা দিলা স্মরহর,
আশীর্ব্বাদ করিলা তখন,
বামন বন্দিলা পদ, মহাদেব গদ গদ,
কোল দিয়া মিলিলা দুজন।
কৃষ্ণাজিন অতি ধন, কশ্যপ দিলা তখন,
কমণ্ডলু ব্রহ্মা ভিক্ষা দিলা,
যজ্ঞসূত্র বৃহস্পতি, কুবের আহ্লাদে অতি,
দিব্যবস্ত্র প্রদান করিলা।
ভৃগু জহ্নু ভরদ্বাজ, শাতাতপ ঋষিরাজ,
বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠ বাল্মীক,
পুলস্ত পৌলস্ত্য গর্গ, দুর্ব্বসা শান্তানু ভর্গ,
বামদেব দধিচি অস্তিক।
যমদগ্নি পরাশর, ব্যাস অত্রি মুনিবর,
গৌতম নারদ তপোধন,
ভার্গব জৈমিনি সুত, মার্কণ্ডেয় গুণযুত,
অঙ্গিরা চ্যবন দ্বৈপায়ন।
অগস্ত জ্ঞানের জ্ঞানী, মরিচি সৌভাগ্য জানি,
লোমসাদি সকলে আইলা,

ফল মূল কুশাসন, ভিক্ষা দিয়া মুনিগণ,
আশীর্ব্বাদ সকলে করিলা।
মুনিকন্যা যত জন, সম্ভব যার যেমন,
ফল মূল দিলা সুমধুর,
জগতের কর্ত্তা যিনি, ব্রত ভিক্ষা নিলা তিনি,
ফল মূলে হইল প্রচুর।
ভিক্ষা দিয়া মুনিগণ, বিদায় হইয়া যান,
বলি-যজ্ঞে করিলা গমন,
বামন দেখিয়া কন, অন্য চিত্ত কি কারণ,
কোথা যাও কহ বিবরণ।
মুনিগণ কন তবে, বলি-যজ্ঞে যাই সবে,
নিমন্ত্রণ তথাকার আছে,
বামন হাসিয়া কন, জানিলাম যে যেমন,
যাকু সবে আমি যাব পাছে।
শ্রীদুর্গাপ্রসাদ বলে, গঙ্গার চরণ তলে,
দয়া কর সুরশৈবলিনি,
কণ্ঠে করি অধিষ্ঠান, শুন মা নূতন গান,
নাম গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী।

রাগিণী মালকোষ। তাল জৎ।

ধুয়া। প্রভু হে তোমার মায়া জানে কোন জন।
ভূভার হরণ জন্য, অদিতিরে করে ধন্য, অবতার
হইলে বামন।

অদিতিরে কন কিছু বামন তখন,
ব্রাহ্মণ কুলেতে জন্ম ভিক্ষা সে জীবন।
শুনিলাম বলি, যজ্ঞ করে বারে বারে,
বলি সম দাতা নাই এ তিন সংসারে।
আজ্ঞা কর মাগো আমি যাব বলি কাছে,
আনিব প্রচুর ধন যত মনে আছে।
অদিতি শুনিয়া বলে শুন বাছাধন,
এমন ধনেতে কিছু নাহি প্রয়োজন।
বলি যে দেবের শত্রু সকলি নিয়াছে,
কি জানি দেবের ভাগ্যে আর কত আছে!
অতি শিশু তুমি বাছা নবীন বয়স,
তাহে খর্ব্ব কলেবর না চিন সে দেশ।
অন্য লোক যায় যদি, দশ দিন হয়,
তোমার চলনে হবে মাস পাঁচ ছয়।

ধন লোভে বাছা আমি তোমা হারাইব,
কুররী পক্ষিণীর প্রায় পথ চায়ে রব।
তোমা না দেখিয়া শোকে ত্যজিব জীবন,
মাতৃহত্যা হবে বাছা শুন রে বামন।
এমন নাহিক কাছে যা কথাটি বলে,
অন্ধের যেমন যষ্টি তুমি মাত্র কোলে।
কোলে করি তোমাধনে একাল কাটাব,
যোত্র না থাকিলে, আমি ভিক্ষা করে খাব।
বামন মায়ের কথা শুনিয়া চিন্তিত,
ভাবেন মনেতে ভাল দায় উপস্থিত।
কিঞ্চিৎ ভাবনা পরে কহেন বামন,
কি রূপে ভুলাব মাকে করিব কেমন?
শুন গো জননী তুমি না ভাবিও আর,
যখন ডাকিবে দেখা পাইবে আমার।
অদিতি বলেন বাছা সে আর কেমন?
তোমার সমান দেখা পাব একজন।
এমন কথায় আমি প্রত্যয় না যাই,
তবে হয় বারেক দেখিতে যদি পাই।

দ্বিজ দুর্গাপ্রসাদ ভাবিয়া মন্দাকিনী,
রচিল পুস্তক গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী।

রাঃ বেহাগ। তাঃ তেওট।

ধুয়া। ভজরে মন, অদিতিনন্দন, বামন চরণে। মিছা এ সংসার ভার, সাহস করহ কার, যদি যাবে ভব পার, ভুলনা শ্রীনারায়ণে।

বামন বলেন মাতা স্থানান্তরে যাও,
ভাবিলে এমন রূপ যদি দেখা পাও।
তবেতো বিদায় মাগো করিবে আমারে;
অদিতি বলেন, ইহা হৈলে হৈতে পারে।
এত বলি অদিতি গেলেন স্থানান্তরে,
চক্ষু মুদি বামনেরে দেখেন অন্তরে।
অন্তরে দেখিয়া রূপ চক্ষু মেলি চায়,
দেখেন কোলের কাচে বামন খেলায়।
চমৎকার চঞ্চলাক্ষী দেখিয়া তখন,
ভাবে বুঝি ভোজবিদ্যা জানেন বামন।

এত ভাবি অদিতি বামনে পুনঃ কয়,
প্রাকৃত এমন জ্ঞান মনে নাহি লয়।
বামন বলেন, তবে ভাব আর বার,
সত্য মিথ্যা এবার জানিবে মাগো সার।
বামনের কথা শুনি ভাবেন অদিতি,
দেখে হৃদপদ্ম মধ্যে গোলকের পতি।
অদিতি ভাবেন মনে এ জন্ম ধন্য,
চৈতন্য রূপেতে চিত্তে জন্মিল চৈতন্য।
সংসার হইল তুচ্ছ তুচ্ছ মায়াজাল,
ভক্তিফল পরিণত প্রসন্ন কপাল।
অদিতি বলেন নিত্য ধ্যান করি যারে,
মা বলিয়া চরিতার্থ করিলা আমারে।
উদয় হইল যদি অন্তর অম্বরে,
বলে তবে খেল বাছা মানস সাগরে।
মুদিয়াছি চক্ষু আমি না মেলিব আর,
পাইয়া পরমনিধি ছাড়া অতি ভার।
অদিতি ধ্যানেতে আছে ডাকেন বামন,
শুনিতে না পায় কিছু যোগে আছে মন।

বামন দেখিয়া মনে মন্ত্রণা করিলা,
অদিতির হৃদ হৈতে বাহির হইলা।
ধ্যানভঙ্গে অদিতির স্বপ্ন-জ্ঞান হয়,
বামনেরে খেদেতে অদিতি কিছু কয়।
কেন বাছা বিড়ম্বনা করিলে আমারে?
তব মায়া কার সাধ্য বুঝিতে কে পারে।
বুঝিলাম যাবে বাছা বলির ভবন,
সাবধান হবে পথে শুন রে বামন।
নিজ মায়া নারায়ণ প্রকাশ করিলা।
প্রণাম করিয়া মায় বিদায় হইলা।
দ্বিজ দুর্গাপ্রসাদ ভাবিয়া মন্দাকিনী,
রচিল পুস্তক গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী।

বামন চলিল রঙ্গে, পথে ভিক্ষুকের সঙ্গে,
নানা বাক্য করিয়া বিচার,
দুঃখী দীন দ্বিজগণ, চলিয়াছে অগণন,
অনুরাগ করিয়া রাজার।

বামনেরে দেখি ভবে, হরি হরি বলে সবে,
ঈশ্বরের কি অপূর্ব্ব লীলা,
কিবা রূপ সুধা হেন, কথা গুলি কন যেন,
প্রাণ মন হরিয়া লইলা।
কেহ চায় পরিচয়, কেহ বলে দয়াময়,
কেহ বলে ইচ্ছা কোলে করি,
কেহ বলে হায় হায়, কেমন করিয়া যায়,
ছাড়িয়া দিয়াছে আহা মরি।
বামন তখন কন, শুন প্রভু দ্বিজগণ,
বেলা যায় চলহ এখন,
একথা শুনিয়া সবে, মহা আনন্দিত ভবে,
উপনীত বলির ভবন!
বলি মহাদাতা শান্ত, দক্ষিণাতে দক্ষিণান্ত,
শত যজ্ঞ করি সমাপন,
বসিয়াছে দিয়া দ্বার, হেন কালে কাছে তাঁর,
ধীরে ধীরে আইল বামন।
সূর্য্যের কিরণ যেন, বামনের তেজ হেন
দেখে রাজা শীঘ্র উঠে অতি,

ভক্তিভাবে গদ গদ, বন্দিলা বামন পদ,
বলে একি রূপ শান্ত মতি !
ইনি যদি ভিক্ষা চান, করিব সার্থক দান,
হেন ভাগ্য হইবে কখন,
বলে প্রভু নিবেদন, কিবা হেতু আগমন,
পরিচয় জিজ্ঞাসে রাজন।
শ্রীদুর্গাপ্রসাদ বলে, গঙ্গার চরণতলে,
দয়াকর সুর শৈবলিনি,
কণ্ঠে করি অধিষ্ঠান, শুন মা নূতন গান,
নাম গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী

রাগিণী জয় জয়ন্তী। তাল মধ্যমান।

ধূয়া। কিঞ্চিৎ করুণা কর নরাধম জনে। আমি
অতি মূঢ়মতি স্থান দেহ শ্রীচরণে।
পরিচয় বামনেরে বলি জিজ্ঞাসিলা,
কি নাম কোথায় ঘর কি জন্য আইলা ?
কেমনে জীবন ধরে ছেড়ে দিল মায় ?
মায়ে কি এমন পারে যদি প্রাণ যায় !

বামন কহেন কি কহিব পরিচয় ?
ভিক্ষুকের পরিচয় কে করে প্রত্যয়।
ভিক্ষুকের পুত্র আমি মাতা তপস্বিনী,
আমার জননী যিনি ত্রিগুণ ধারিণী।
নিজে গুণহীন আমি ভিক্ষা করে খাই,
সংসার অসার পাট, নাহিক বালাই।
শুনিয়া তোমার নাম কর্ণ যুড়াইল,
চক্ষের আছিল খেদ ঘুচাতে আইল।
মম সম সদুঃখিত নাহি ত্রিভুবনে,
তুমি যদি দূর কর ইঙ্গীত নয়নে।
বামনের কথা শুনে রাজা ভাবে তবে,
হবে কি এমন ভাগ্য তুমি ভিক্ষা লবে ?
বলি বলে বামন রে চাহ কোন্ ধন,
তোমাকে অদেয় কিছু না আছে বামন।
বামন বলেন ভিক্ষা চাহিব কি আমি ?
চাহি যদি নাহি দেও হবে অধোগামী।
তবে হয় প্রত্যয় প্রতিজ্ঞা যদি কর,
তবে চাই ভিক্ষা আমি শুন নৃপবর।

বলি ভাবে বামনের হইয়াছে ভয়,
প্রতিজ্ঞা না করি যদি না হবে প্রত্যয়।
দ্বিজ দুর্গাপ্রসাদ ভাবিয়া মন্দাকিনী,
রচিল পুস্তক গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিণী।

রাগিণী মুলতান। তাল ঝাঁপতাল

ধূয়া। কৃষ্ণ ভরসা কেবল করুণাময় নাম তোমার।
দয়া করে কর প্রভু ভবনদী পার।
বলি বলে শুন প্রভু ভয় কি তোমার,
যাহা চাও দিব আমি কহিলাম সার।
এত বলি প্রতিজ্ঞা করিল তিন বার,
সত্য সত্য পুনঃ সত্য প্রতিজ্ঞা আমার।
স্বস্তি বলি ধর্ম্ম সাক্ষী করিয়া বামন,
তিনপদ ভূমি ভিক্ষা চাহিলা তখন।
রাজা বলে বুঝি নাই বল আর বার,
বুঝাইয়া বামন কহিল সমাচার।
বালক জ্ঞানেতে বলি বামনেরে কয়,
ত্রিপদ ভূমিতো প্রভু উপযুক্ত নয়!

আগে যে কহিয়া প্রভু তুষ্ট করেছিলে,
এ কথায় কেবল মনেতে দুঃখ দিলে।
গ্রাম রাজ্য সোণা চুনি মুক্তা কিম্বা মণি,
চাহ যে বাসনা প্রভু দিব তা তখনি।
লইয়া ত্রিপদ ভূমি বল কি করিবে?
হবে তব কি স্থসার লোক হাঁসাইবে।
হেরি রূপ তোমার সংসার তুচ্ছ হয়,
তোমারে অদেয় কিছু নাহি মহাশয়।
বামনের বলিরাজা বালক জানিয়া,
বুঝাইয়া কহে তারে অনেক ভাবিয়া।
প্রকৃত ভিক্ষুক নহে হবে কি সম্মত;
তবে হৈত সম্মত প্রকৃত যদি হৈত।
চক্রীর চরিত্রে চিন্তা বুঝা কিছু ভার,
বলি কি বুঝিবে চক্র, বুঝে সাধ্য কার?
বামন বলিলা, বলি বলিলে অনেক,
তোমার সমান দাতা না দেখি জনেক।
শুনিয়া তোমার কথা যে আহ্লাদ হৈল,
কি কব মনের কথা মনেতে রহিল।

ধনে জনে কি কাজ লইলে কিবা হবে,
স্থায়ী নহে মিথ্যা ধন কতকাল রবে ?
সংসারী নহি যে আমি ধন কি করিব ?
লইয়া বালাই ধন সংসারী হইব ?
প্রতিজ্ঞা করিয়া কিন্তু গৌণ অনুচিত,
ধর্ম্মকর্ম্মে গৌণ করা নহে ভাল রীত।
বলি বলে ভাল জন্যে ছিল আকিঞ্চন,
ভাল কথা না শুনিলা বালক বামন।
দেখে বামনেরে বলি বলিছে তখন,
কহ সে কেমন মত করিব কেমন ?
কুশ বারি নিয়া রাজা বসিল তখন,
ভৃগুকে বলেন প্রভু পড়াও বচন।
দ্বিজ দুর্গাপ্রসাদ ভাবিয়া মন্দাকিনী,
রচিল পুস্তক গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী।

ভৃগু বলে নৃপবর, কিঞ্চিৎ বিলম্ব কর,
বলি আগে শুন শিব দাস,

বামন মনুষ্য নয়, দিয়াছে যে পরিচয়,
কথা যেন সকলি আকাশ।
যদ্যপি ত্রিপদ ভূমি, বামনেরে দেও তুমি;
তাবে বুঝি বিপদ ঘটিবে,
রাজা বলে নিবেদন, প্রতিজ্ঞা হবে ভঞ্জন,
এই কর্ম্মে মানা না করিবে।
কুমন্ত্রণা দিয়া নানা, শুক্রাচার্য্য করে মানা,
রাজা বলে যদি যায় প্রাণ,
তথাপি আমার বাণী, খণ্ডিবে না মনে জানি,
বামনেরে দিব আমি দান।
আচার্য্য বলেন রাগে, ধ্যান করি দেখি আগে,
এত বলি করে মুনি ধ্যান,
যোগেতে দেখেন সর্ব্ব, বলে রাজা তব গর্ব্ব,
খর্ব্ব হবে ইনি ভগবান।
বলে রাজা আমি ধন্য, ধন্য যাগ ধন্য পুণ্য,
তবে আর গৌণ অনুচিত,
মুনি বলে একি দায়, বুঝিলাম শিষ্য যায়,
কি করিব হইল ভাবিত।

শুক্রচার্য্য বলে তবে, সস্ত্রীক হইতে হবে,
দান কর রাণীকে কহিয়া,
রাজারে এ কথা বলি, যায় যথা বৃন্দাবলী,
মানা করে আগে তারে গিয়া।
রাণী কাছে রাজা গিয়া, কহিলেন বিশেষিয়া,
বৃন্দাবলী শুনে পুলকিত,
ভাগ্য কি ইহার পর, শীঘ্র চল নৃপবর,
এত বলি চলিলা ত্বরিত।
মানা করে তপোধন, না শুনিয়া দুইজন,
উপস্থিত বামনের কাছে,
বৃন্দাবলি রূপ হেরি, বলে আহা মরি মরি,
ইহারে অদেয় কিছু আছে?
শ্রীদুর্গাপ্রসাদ বলে, গঙ্গার চরণ তলে,
দয়া কর সুরশৈবলিনি,
কণ্ঠে করি অধিষ্ঠান, শুন মা নূতন গান,
নাম গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী।

কিবা রূপ কি লাবণ্য, ইহার জননী ধন্য,
ধন্য ধন্য ইহার জনক,
নিন্দি পদ্মরাগ মণি, পদতলে শোভা গণি,
মণিতে কি জড়িত কনক।
খর্ব্ব সুকোমল কায়, কেমনে ছাড়িল মায়,
প্রণাম করিয়া রাণী বলে,
নাভি বক্ষ কক্ষতল, প্রকাশ যেন কমল,
ওষ্ঠাধর জিনি বিম্বফলে।
মুক্তা জিনি দন্তপাতি, শশী জিনি হাস্য ভাতি,
খগ চঞ্চু তুল্য কিবা নাসা,
ইন্দীবর চক্ষু যেন, দেখি নাই চক্ষে হেন,
অধরে সমান শুনি ভাষা।
শ্রুতির গহ্বরে যেন, শশী ভানু নিকেতন,
শ্রম ভয়ে আছে পলাইয়া;
শ্রম ভয়ে গুপ্ত আছে, লোকে তারে দেখে পাছে,
সেই বুঝি দেখে উঁকি দিয়া।
কিম্বা কাল ভুজঙ্গিণী, গর্ত্তেতে রাখিল মণি,
গর্ভবতী তৃষ্ণায় অস্থির,

চক্ষু দেখি ঢল ঢল, মনেতে ভাবিয়া জল,
ভুরু ছলে হয়েছে বাহির।
সুনবীন ব্রহ্মচারী, কোপিন করঙ্গধারী,
কিবা শোভা ধূলাগুলি পায়,
হীরার কণিকা হেন, সোণায় জড়িত যেন,
কিম্বা জীব পরমাণু প্রায়,
রাজারে র্ভৎসনা করি, বামনের পায় ধরি,
মহারাণী আদরে ধোয়ায়,
এমত কপাল কার, পদধৌত করে তাঁর,
যাঁর পদ বিধাতা ধেয়ায়!
শ্রীদুর্গাপ্রসাদ বলে, গঙ্গার চরণতলে,
দয়া কর সুরশৈবলিনি,
কণ্ঠে করি অধিষ্ঠান, শুন মা নূতন গান,
নাম গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী।

রাগিণী মূলতান। তাল মধ্যমান।

ধুয়া। পার কর ওহে হরি অদিতির নন্দন।
আমি ভজন বিহীন, শুন ওহে নারায়ণ, দীন-
দেখে হীন জনে কর হে তারণ।

বৃন্দাবলী অনুযোগ রাজারে করিয়া,
সিংহাসনে বামনেরে যতনে বসাইয়া,
পদধৌত করে রাণী, মুছায় অঞ্চলে,
চমৎকার চিহ্ন নানা দেখে পদতলে।
কম্বু কলসোর্দ্ধ চন্দ্র জানু ঊর্দ্ধ রেখা,
চাঁপাচক্র চিহ্ন জবা অরবিন্দু লেখা।
গোষ্পদ ত্রিকোণ ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ পরে,
দেখিয়া রাণীর চক্ষে প্রেমধারা ঝরে।
পরশ পরশে যেন লোহা হয় সোণা,
অচৈতন্য ছিল রাণী জন্মিল চেতনা।
স্তব করে বৃন্দাবলী বলে দয়াময়,
প্রবঞ্চনা এত করা উপযুক্ত নয়।
দাসী আমি, দাস বলি চিহ্নিত তোমার,
মনোবাঞ্ছা পরিপূর্ণ কর এই বার।

বৃন্দাবলী ভক্তি দেখি ভাবেন বামন,
আপনি যেমন রাজা রাণী যে তেমন।
রাজারে ডাকিয়া রাণী বলে কর দান,
ভাগ্য কি ইহার পর ইনি ভগবান!
পুনঃ রাণী বলে, প্রভু শুন নিবেদন,
বলি তব নিজদাস দেখাও চরণ।
রাণীর ভকতি দেখি সদয় হইলা,
পুনর্ব্বার পদদুটি রাণীর হাতে দিলা।
রাণী বলে ... জ জনম সফল,
স্থির হয়ে দেখ দেখি চরণ কমল।
শুনিয়া রাণীর বাণী দেখে সে চরণ,
হেরে সে চরণ মধ্যে এ তিন ভুবন।
শক্তি বিনা মুক্তি-জ্ঞান দেয় শক্তি কার?
সামান্য শক্তিতে জ্ঞান দিলেক রাজার।
ভাবিয়া বুঝিলা মনে ইনি ভগবান,
দিব্যজ্ঞান জন্মিল বামনে দেয় দান।
দ্বিজ দুর্গাপ্রসাদ ভাবিয়া মন্দাকিনী,
রচিল পুস্তক গঙ্গা ভক্তিতরঙ্গিণী।

বলি বলে গুরু, মন্ত্র পড়াও আমারে,
শুক্রাচার্য্য বলে, বল দান দিবে কারে ?
ক্রোধ করি ভৃগুমুনি হয় অদর্শন,
কি করিব, বামনেরে বলেন রাজন ?
বামন বলেন, রাজা ভাব কি কারণ ?
কুশবারি লও, আমি পড়াব বচন।
ত্রিপত্র লইয়া রাজা, লাগিল ভাবিতে,
জলপাত্রে জল নাই, দেখে আচম্বিতে।
গুরুর নিষেধ বাণী, পূর্ব্বে না শুনিল,
সেই ক্রোধে, জলপাত্র মধ্যে গিয়াছিল।
বামন চক্রীর চূড়া, জানেন সকল,
রাজাকে বলেন, কুশাঘাতে লও জল।
শুনি রাজা জল-পাত্রে কুশাঘাত করে,
কুশাঘাতে কাণা হৈয়া ভৃগু যান ঘরে।
আনন্দেতে জল রাজা ত্রিপত্রে লইলা,
মন্ত্র পড়ি বামনের হস্তে জল দিলা।
রাণী গেল ঘরে পরে বন্দিয়া চরণ,
স্বস্তি বলে বামন হইল অবামন।

হইল বিরাট্‌মূর্ত্তি প্রকাণ্ড শরীর,
দেখিয়া রাজার কম্প, কম্প পৃথিবীর।
বামপদে পৃথিব্যাদি লইল তখন,
স্বর্গেতে উঠিল গিয়া দক্ষিণ চরণ।
ব্রহ্মা দিল পাদ্য অর্ঘ্য জাহ্নবীর জলে,
যারে বাঁছা ভগীরথ আনিলে ভূতলে।
বলিরে বামন আজ্ঞা করেন তখন,
বাকী একপদ ভূমি, দেও হে রাজন।
না দিলে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইবে তোমার,
হইবে নরক গামী শুন সমাচার।
কান্দিতে কান্দিতে রাজা করে নিবেদন,
কোথা পাব ভূমি আর? লও হে জীবন।
ক্রোধে প্রভু গরুড়েরে স্মরণ করিলা,
জানিয়া গরুড় তথা তখনি আইলা।
শ্রীদুর্গাপ্রসাদ দীন জ্ঞান কিছু নাই,
দয়াকর দয়াময়ী এই ভিক্ষা চাই।

পক্ষিরাজ প্রণমিয়া, বলে প্রভু কি লাগিয়া,
নিজ দাসে করিলা স্মরণ,
দেখি নাই মূর্ত্তি হেন, স্বরূপে বিরূপ কেন,
কার বুঝি লইবে জীবন ?
ভৃত্য আমি আজ্ঞাকারী,আজ্ঞা হৈলে কিনা পারি,
সমুদ্র শোষণে শক্ত হই,
নখেতে পৃথিবী ধরি, উড়ি যদি মনে করি,
কেবল ও পদবলে জয়ী।
আজ্ঞা যদি কর তুমি, চঞ্চুতে ধরিয়া আমি,
স্বর্ণ গিরি করি উৎপাটন,
নহে দেব ঋষিগণ, নাগ আদি যত জন,
সর্ব্বশুদ্ধ করিব ভোজন।
পক্ষিরাজ দম্ভে কয়, রাজার হইল ভয়,
ভাবে রাজা প্রাণ বুঝি যায়,
শুনিয়াছি বেদে কয়, যতোধর্ম্মস্ততোজয়,
দান দিয়া একি হৈল দায় !
পর দ্বেষ প্রবঞ্চনা, শিষ্টদণ্ড কুমন্ত্রণা,
করি নাহি জানি মহাপাপ,

মিথ্যা কভু কহি নাই, কি অধর্ম্মে মারা যাই,
কোন্‌জন দিল অভিশাপ ?
রাজা যত খেদ করে, প্রভু না শুনিয়া পরে,
গরুড়েরে বলেন বামন,
মিথ্যাবাদী রাজা অতি, দণ্ড কর শাস্ত্রগতি,
কর নৃপে নিগড় বন্ধন।
পক্ষিরাজ আজ্ঞা পেয়ে, রাজারে ধরিল গিয়ে,
রাহু যেন ভানু গরাসিল,
দেখে রাজা ম্রিয়মান, ভয়ে শুকাইল প্রাণ,
বুক মুখ কাঁপিতে লাগিল।
খগেশেরে রাজা কয়, শুন পক্ষী মহাশয়,
বান্ধ কেন কি ঘাটি আমার ?
অবিচারে মান যায়, দণ্ড্য হই মিছা দায়,
কোথা ভূমি পাব বল আর ?
খগেন্দ্র না শুনে পরে, নিগড় বন্ধন করে,
বামন কহেন ইশারায়,
দেখ হবে সাবধান, বলি যে আমার প্রাণ,
ভক্ত যেন বেদনা না পায়।

শ্রীদুর্গাপ্রসাদ বলে, গঙ্গার চরণ তলে,
দয়া কর সুরশৈবলিনি,
কণ্ঠে করি অধিষ্ঠান, শুন মা নূতন গান,
নাম গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী।

ক্রোধকরি যুদ্ধ হেতু সাজে সেনা যত,
ক্রমে ক্রমে যড় হৈল পঙ্গপাল মত।
বলিকে বন্ধন করি, বলেন বামন,
বাকি এক পদ ভূমি, দেও হে রাজন।
নতুবা উচিত ফল হইবে তোমার,
কান্দি রাজা বলে প্রভু কোথা পাব আর?
রাজ-সেনাপতি সবে বন্ধন দেখিয়া,
অবিচার জানি তবে উঠিল কুপিয়া।
বলে বুঝি ধর্ম্ম নাই, একি বিড়ম্বন,
সর্ব্বস্ব করিল দান তথাপি বন্ধন!
খাইয়াছ লবণ সার্থক কর তার,
প্রাণ যায় সেহ ভাল দেখ মুখ কার?
দেখাত না যায় তাই প্রভুর বন্ধন,
মহাবীর শিবদাস করিছে রোদন।

খড়্গী চর্ম্মী ধানুকী কেহ বা অশ্বোপরে,
লক্ষ লক্ষ মহারথী বীরদর্প করে।
রাজারে হেরিয়া সবে করে নিবেদন,
আজ্ঞা কর মহারাজ করিব কেমন ?
ইন্দ্র চন্দ্র সূর্য্য কিম্বা বরুণ পবন,
আজ্ঞা কর করি নষ্ট তুচ্ছ কি বামন !
রাজা বলে সেনাগণ আজ্ঞা দিব কারে ?
বামনে দিয়াছি দান, তোমা সবাকারে।
রাজ্য ধন জন আমি করিয়াছি দান,
বাকী মাত্র আছে বাছা আমার পরাণ।
ভাবে বুঝি তাহা শীঘ্র যাইবে ও পদে,
তোমরা আমারে কেন ফেলাও আপদে।
শান্ত হৈয়া সকলে ফিরিয়া ঘরে যাও,
আর কেন তোমরা আমার মুখ চাও।
শুনিয়া রাজার বাণী যত সেনাগণ
শান্ত হৈল, রাজা সাধু বলেন বামন।
অসার ভাবিয়া শেষে ডাকে স্মরহরে,
দ্বিজ বলে শুনহ যে রূপে স্তব করে।

রাগিণী মূলতান। তাল মধ্যমান।

ওহে মোরে ত্রাণ কর শঙ্কর শম্ভু শঙ্কটে,
এ দীনেরে রক্ষা কর আসিয়া নিকটে।

করুণা কর হর, শঙ্কর শশীধর,
সুরেশ যোগেশ মহেশ,
ত্র্যম্বক ত্রিপুরারি, ত্রিশূল জটাধারী,
ত্রিপাপ হর ভব ক্লেশ।
কি কব কাশীপতি, বিশ্বের তুমি গতি,
আমি যে চিহ্নিত তোমার,
বামনে দিয়া দান, হইল অপমান,
দেখ না ঘাটি কি আমার!
কাতর রাজা অতি, জানিয়া যোগপতি,
শূন্যেতে করিলা গমন,
ঝটিতি উত্তরিলা, বামন যথা ছিলা,
কহিতে লাগিলা তখন।
আনন্দে উভরত, সে ভাব কব কত,
হরিরে কহেন ঈশান,

শুন হে দয়াময়, এ তব যোগ্য নয়,
বলিরে করহ সম্মান।
পরম ব্রহ্ম সার, তোমার অবতার,
ভূভার হরিতে কেবল,
কে জানে তব মায়া, রাজারে পদছায়া,
দেহ হে ভকতবৎসল।
বামন শুনি কন, শুনহ ত্রিলোচন,
আমি কি বেঁধেছি রাজারে,
বলি যে ভক্তিগুণে বান্ধিলা দেখ মনে,
আমারে চিরকাল দ্বারে।
আনন্দে হরিহর, বিদায় পরস্পর,
মহেশ কন দৈববাণী,
ভাব কি বলি আর, শুন হে সমাচার,
যাও হে যথা আছে রাণী।
মিছা কি কারণ, ভজ নারায়ণ,
ভজ প্রভুর চরণ ;
শ্রীদুর্গাপ্রসাদেরে, ফেল না আর ফেরে,
যম যে দিন মনে গণে।

রাগিণী ঝিঝোটী।

ধুয়া। দয়া কর দীন দয়াময় অদিতিনন্দন এইবার,
অকিঞ্চনে ভবার্ণবে কর প্রভু পার।
মিছা কি কর মন, ভজরে নারায়ণ, মজহে প্রভুর চরণে,
কৃপানাথ নামগুণে।

বলি বামনেরে বলিয়া তখন,
রাজরাণী নিকটে করে গমন।
উপনীত যথা ছিলা বৃন্দাবলী,
হাতে বন্ধন রোদন করে বলি।
খেদে বৃন্দাবলী কহে নৃপবরে,
এ কি বন্ধন দেখি যুগল করে?
কেন কেন জল চক্ষে ঝরে,
সহেনা সহেনা সহেনা শরীরে।
এত অপমান কে করে তোমারে?
অভিশাপ আমি করিব তাহারে।
সতী সাধ্বী কোপে চাহে শাপ দিতে,
ভয়ে ভগবান্ ভাবিছেন চিতে।
পতিব্রতা সতী যদি কোপ করে,
পারে যা মনে ধরে কটাক্ষভরে।

বামন তখন ভাবেন অন্তরে,
রাজা বৃন্দাবলীরে বারণ করে।
রাজা রাণীরে বলে বল কি তুমি,
বান্ধিয়াছে বামন না পেয়ে ভূমি।
সে বামন মূর্ত্তি নাহিক এখন,
দুই পদে নিলা প্রভু ত্রিভুবন।
বাকি একপদ ভূমি কোথা পাব,
কি রূপে দিয়া প্রিয়ে ধর্ম্ম বাঁচাব?
শুনি রাণী পরে কহিছে রাজারে,
চল আমি যাব, ভূমি দিব তাঁরে।
এতেক বলিয়া চলিল দুজনে,
গিয়া প্রণমিল প্রভুর চরণে।
করি যোড়কর কহে গদ্গদে,
প্রভু মুক্ত কর শ্রীদুর্গাপ্রসাদে।
বৃন্দাবলী বলে প্রভু শুন ভগবান্,
চিহ্নিত দাসেরে কেন এত অপমান?
গুণাতীত গুণ তব দয়াময় নাম,
করুণা করিয়া প্রভু হও কেন বাম?

বান্ধিবে যদ্যপি তুমি বাঞ্ছা মনে থাকে,
রাজার বদলে প্রভু বান্ধহ আমাকে।
আমি দিব ভূমি, মুক্ত করহ রাজারে,
আর এক পদ কোথা দেখাও আমারে।
দেখিয়া রাণীর ভক্তি ভাবেন বামন,
কিবা ভক্তি, তুল্য দিতে, না দেখি এমন।
বাঞ্ছাপূর্ণ হেতু প্রভু রাজার রাণীর,
নাভি হইতে পাদপদ্ম হইল বাহির।
দেখিয়া চরণ-শোভা হইল চমৎকার,
রাজরাণী ভাবে ভূমি কোথা পাব আর।
ছিন্নতরু সম দোঁহে পড়ে ভূমিতলে,
রাখ পদ রাজার মাথায় রাণী বলে।
এই বই স্থান নাই শুন ভগবান্,
করিলাম চরণে জীবন মম দান।
ভক্তি জন্য জগন্নাথ প্রসন্ন হইলা,
রাজার রাণীর শিরে পাদপদ্ম দিলা।
কোলে লয়ে রাজারে বলেন নারায়ণ,
যজ্ঞ পূর্ণ হইল, বর চাহ হে রাজন্।

রাজা বলে, আর কোন বরে কাজ নাই,
জন্মে জন্মে তোমার চরণ যেন পাই।
দয়া করি আর কিছু কহেন বামন,
দ্বিজ বলে মন দিয়া শুন সর্ব্বজন।
হইল সম্পূর্ণ যজ্ঞ কেন বলি ভাব আর,
কলিতে হইবা ইন্দ্র বাছা শুন সমাচার।
বলি বলে নিবেদন করি প্রভু রাঙ্গাপায়,
সম্প্রতি থাকিব কোথা আজ্ঞা কর সে উপায়।
বামন বলেন, বলি পাতালে গমন কর,
দ্বারী হয়ে রক্ষা আমি করিব হে গুণাকর।
এত বলি দয়াময় বলিরে সঙ্গেতে করি,
পাতাল পুরিতে গিয়া রহিলা আনন্দে হরি।
বশিষ্ঠ কহেন ভগীরথ কি কহিব আর?
বলির যেমন ভাগ্য, হেন ভাগ্য হবে কার?
ত্রিপুরাসুরের কথা শুন বাছা অতঃপর,
যার ভয়ে ইন্দ্রাদির কম্পান্বিত কলেবর।
নিজ বলে হইয়াছিল এ তিন ভুবন পতি,
যার যুদ্ধে পরাজয় হয়েছিল লঙ্কাপতি।

শ্রীদুর্গাপ্রসাদ বলে কৃপাকর নারায়ণ,
মৃত্যুকালে তব পাদপদ্মে যেন থাকে মন।
ভগীরথ রাজ্যভোগ চিরকাল করে,
শ্রুতি নামে এক পুত্র জন্মিলেন পরে।
রাজপুত্র তাহে নানা বিদ্যায় পণ্ডিত,
হীরা যেন হাটকেতে হইল জড়িত।
রাজঋষি মুনি আর তুষ্ট প্রজাগণ,
ভগীরথ তুষ্ট হয়ে ভাবেন তখন।
আর কেন ঐহিক সম্পদে কার্য্য নাই,
গঙ্গার চরণে গিয়া জীবন জুড়াই।
এত বলি পুত্রকে রাজ্য ভার দিয়া,
গঙ্গাতীরে বসিলেন সমাধি করিয়া।
শ্রীদুর্গাপ্রসাদ বলে গঙ্গার প্রসঙ্গ,
সকলেতে হরি বল পুস্তক হৈল সাঙ্গ।

গ্রন্থ সমাপ্ত।

অষ্টমঙ্গলা

সমাপ্ত হইল এই গঙ্গাগুণ গান,
অষ্টাহ সম্মিতগান অমৃত সমান।
শ্রীনাথ গণেশ গঙ্গা সর্ব্ব দেবগণ,
বন্দনা করিয়া বলি শুন সর্ব্বজন।
ঘোষাল বংশেতে জন্ম কৃষ্ণচন্দ্র ধীর,
অনুজ গোকুলচন্দ্র পুত্র ভবানীর।
বুদ্ধি কীর্ত্তি নিরুপম দেওয়ানজীর দান,
কাঙ্গালীর পিতা যার নামের ব্যাখ্যান।
তার জ্যেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ তার সুতা হরিপ্রিয়া,
গঙ্গা যারে দেখা দিল স্বপনে আসিয়া।
প্রথম গ্রন্থের সেই স্বপ্ন উপাখ্যান,
শুনিলে আপদ খণ্ডে মধুর বচন।
গিরিকন্যা গঙ্গা যার সৃষ্টিবিবরণ,
ভগীরথ যে রূপে জন্মিল সে কথন।

বশিষ্ঠ কহেন সূর্য্যবংশ পরিচয়,
সগরের সুত ব্রহ্মশাপে ভস্ম হয়।
সগরের খেদ পরে গঙ্গা আরাধিল,
গঙ্গা জন্ম ভগীরথে বশিষ্ঠ কহিল।
শিবের তপস্যা দুর্গানাম ফল কন,
কহিলেন সবে অজরাজার উপাখ্যান।
মেনকার তপস্যায় তুষ্ট হয়ে সতী,
জন্মিল রাণীর গর্ভে গঙ্গা রূপবতী।
জাতকর্ম্ম ধন দান করে হিমালয়,
অন্ধ খোড়া গঙ্গার দয়ায় মুক্ত হয়।
সূতিকালয়েতে ব্রহ্মা করিলেন স্তব,
ষষ্ঠী পূজা করে রাজা নিত্য মহোৎসব,
সাত মাসে অন্ন দিল গঙ্গার বদনে,
অন্ন জল পাত্র আদি দিয়া ভক্ত জনে।
নিত্য খেলা গঙ্গার শিবের তপভঙ্গ,
নারদ করিল স্তব অপূর্ব্ব প্রসঙ্গ।
স্বর্গে বিধি গঙ্গায় আনিয়া মনোরঙ্গে,
ঘটা করে বিবাহ দিলেন শিব সঙ্গে।

শিব ধরিছেন রূপ ভুবনমোহন,
দেখিয়া মোহিত, পতি নিন্দে নারীগণ।
সভা স্ত্রী আচার হৈল, ঔষধ বিধান,
গঙ্গা-নাম দক্ষিণা বিধাতা দিল দান।
এইখানে দিবা ভক্ত বস্ত্র অলঙ্কার,
বিবাহ বিহিত দিলে মুক্তি হয় তার।
মেনকার শাপে গঙ্গা হইলেন জল,
ভগীরথ তপস্যা শুনহ পুণ্যবল।
শিবের তপস্যা, পরে, গঙ্গা আরাধিলা,
বর দিলা গঙ্গা, শেষে বিধি জল দিলা।
শিব শিরে পড়ি ধারা পড়ে হিমালয়,
করী দিল পথ, গঙ্গাজল সঞ্চালয়।
একাম্র পীঠের কথা ভগীরথে কন,
জহ্নুমুনি পান, পরে করিল গমন।
প্রয়াগ করিয়া ধন্য কাশীতে আনিলা,
কাশীর মাহাত্ম্য কথা কহিয়া চলিলা।
নানা দেশ ছাড়াইয়া করিল গমন,
পথ মধ্যে শুন শঙ্খাসুর উপাখ্যান।

শতমুখী হইলেন দক্ষিণাতে গিয়া,
সগর সন্তানে ত্রাণ করিল আসিয়া।
ভগীরথ স্তব করে, রাজা হয় পরে,
বিবাহ করেন, পুত্র সুতা জন্মে ঘরে।
গঙ্গা-পূজা স্নান দান করিল প্রচার,
বশিষ্ঠ কহেন পুনঃ বামন অবতার।
ব্রতভিক্ষা বলিভিক্ষা দুই উপাখ্যান,
নানা ধন দিবা ইথে শুনে যেইজন।
ত্রিপুরাসুরের বধ, পুত্রে রাজ্য দিয়া,
ভগীরথ গঙ্গাতীরে বন্ধুবর্গ লৈয়া।
সশরীরে বিষ্ণুলোকে করিল গমন,
কেহ যায় শিবলোকে, বাসনা যেমন।
পুণ্যবন্ত নাহি ভগীরথের সমান,
যাহা হৈতে হয়, পাতকীর পরিত্রাণ।
গঙ্গার কীর্ত্তন সাঙ্গ হরি বল সবে,
গঙ্গা গঙ্গা বল যদি পার হবে ভবে।
শ্রীদুর্গা প্রসাদ যার নিবাস উলায়,
করিল জীবন দান তারিণীর পায়।

সমাপ্ত।